মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web : www.at-tahreek.com
২৫তম বর্ষ ৩য় সংখ্যা
ডিসেম্বর ২০২১

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘যে ব্যক্তি তার সমস্ত চিন্তাকে আখেরাতের জন্য কেন্দ্রীভূত করবে, আল্লাহ তার দুনিয়ার সমস্ত চিন্তার জন্য যথেষ্ট হবেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার সমস্ত চিন্তা দুনিয়ার জন্য কেন্দ্রীভূত করবে, সে যেকোন স্থানে ধ্বংস হোক, আল্লাহ্র তাতে কিছুই যায় আসে না’ *(ইবনু মাজাহ হা/২৫৭)*।

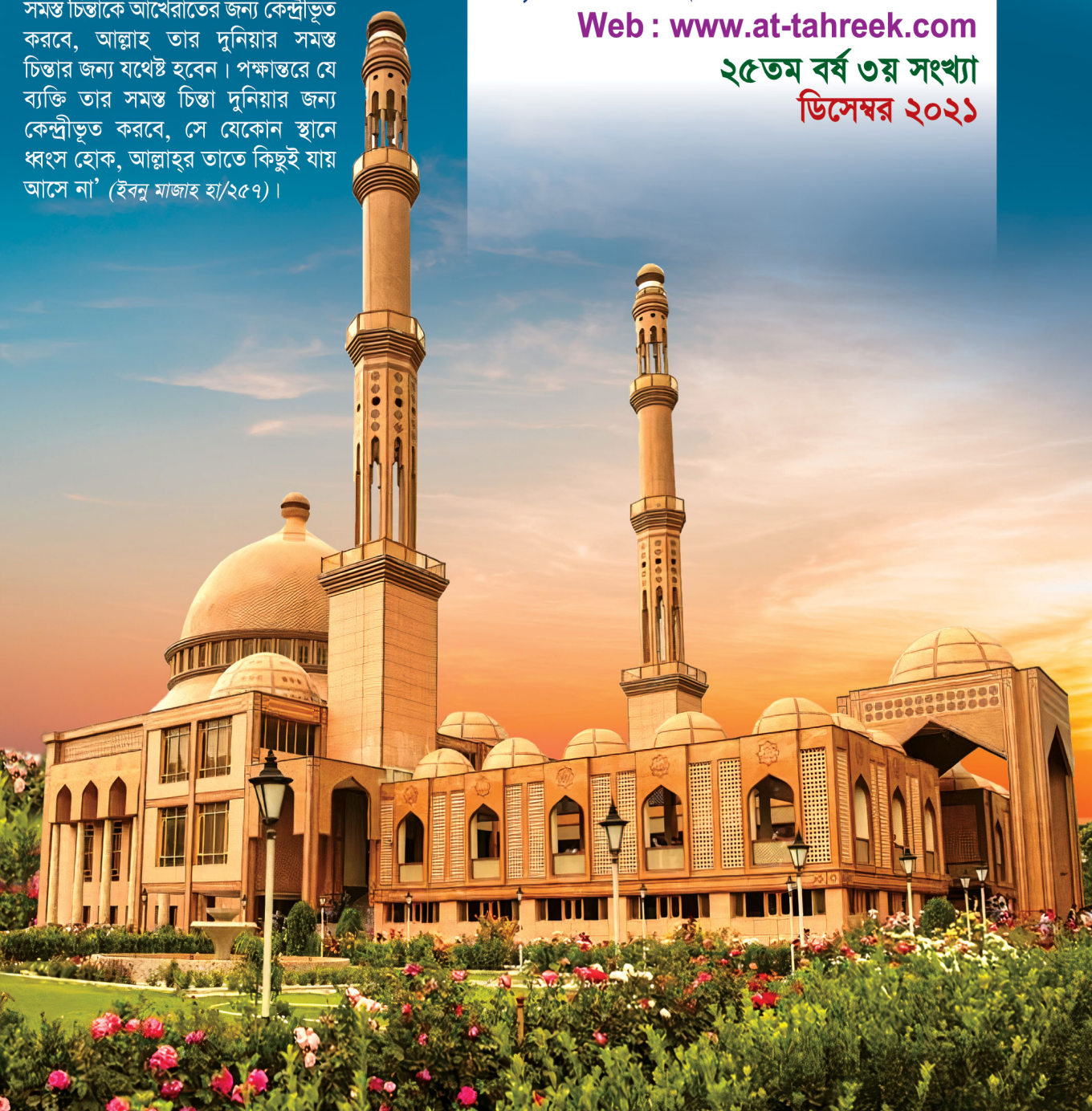

প্রকাশক : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১

"التحريك" مجلة شهرية علمية دينية و أدبية
جلد : ٢٥، عدد : ٣، ربيع الآخر وجُمادى الأولى ١٤٤٣هـ/ ديسمبر ٢٠٢١م
رئيس مجلس الإدارة : الأستاذ الدكتور/ محمد أسد الله الغالب
تصدرها : حديث فاؤنديشن بنغلاديش (مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

পরিচিতি : আব্দুর রহমান মসজিদ, কাবুল, আফগানিস্তান। মসজিদটিতে একত্রে ১০ হাযার মুছল্লী ছালাত আদায় করতে পারে।

دعوتنا

١- تعالوا نبن حياتنا على بناء التوحيد الخالص ونقتبس من أضواء الكتاب والسنة الصحيحة على فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم من المحدثين رحمة الله عليهم أجمعين-
٢- نتبع قوانين الوحى الختامى فى جميع نواحي حياتنا الدينية والدنيوية-
٣- نعيش الحياة الإسلامية الخالصة من أدران الشرك والبدع والخرافات والعقائد الباطلة والنظريات المضادة للتوحيد الخالص وللشريعة الغراء-

"التحريك" مجلة شهرية ترجمان جمعية تحريك أهل الحديث بنغلاديش

Monthly **AT-TAHREEK**
Chief Editor : Professor Dr. Muhammad Asadullah Al- Ghalib.
Editor : Dr. Muhammad Sakhawat Hossain.
Published by : Hadeeth Foundation Bangladesh, Rajshahi, Bangladesh.
Mailing Address : Editor, Monthly AT-TAHREEK Nawdapara (Aam Chattar, Airport Road), P.O. Sapura, Rajshahi. Ph. : 0247-860861. Mobile: 01715-002380, 01919-477154,
Circulation Department : 01558-340390, E-mail: tahreek@ymail.com

Monthly AT-TAHREEK has been running since September 1997 from Rajshahi, Bangladesh. It is a reputed Islamic research Journal of Bangladesh, preaches true features of Islam based on the way pious predecessors (Salaf Saleheen). This journal is enriched with valuable writings of renowned columnists and writers of home and abroad, directed to establish a pure Islamic society in Bangladesh based upon the pure Tawheed and Sunnah.

দেশের যেকোন প্রান্ত থেকে পাইকারী ক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন- ০১৭৮২ ৪৬৪০৯৮

লাইসেন্স নং : রাজশাহী-৫৫১৮

মৌচাক মধু

বি.এস.টি.আই অনুমোদিত

১০০% খাঁটি মৌচাক মধু, কালোজিরা তেল এবং ভাল মানের বিদেশী জয়তুন তেল পাইকারী বিক্রয় করা হয়।

যোগাযোগ

লাইফ এন্টারপ্রাইজ
শালবাগান, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭৮২-৪৬৪০৯৮

প্রত্যাশা এন্টারপ্রাইজ
প্রসাদপুর বাজার, মান্দা, নওগাঁ।
মোবাইল : ০১৭১৪-৯২৯৯৭৭

দেশের প্রতিটি যেলা, উপযেলা ও বিভাগীয় শহরে ডিলারশীপ দেওয়া হচ্ছে

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক আত-তাহরীক

"التحريك" مجلة شهرية علمية دينية و أدبية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

২৫তম বর্ষ ৩য় সংখ্যা

রবীঃ আখের-জুমাঃ উলাঃ ১৪৪৩ হিঃ
অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৪২৮ বাং
ডিসেম্বর ২০২১ খৃঃ

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্কুলেশন ম্যানেজার
মুহাম্মাদ কামরুল হাসান

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক, নওদাপাড়া (আমচত্বর) পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১
ই-মেইল : tahreek@ymail.com

সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
বই বিক্রয় বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
ফৎওয়া হটলাইন : ০১৯৭৯-৩৪০৩৯০
(আছর থেকে মাগরিব)

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ
রাজশাহী অফিস : ০৭২১-৭৬০৫২৫
ঢাকা অফিস : ০২-৯৫৬৮২৮৯

হাদিয়া : ২৫ টাকা মাত্র

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা — সাধারণ ডাক/রেজিঃ ডাক

বাংলাদেশ	(ষাণ্মাসিক ২০০/-)	৪০০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮৬০/-	২১০০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১২০০/-	২৪৫০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৫০০/-	২৭৫০/-
আমেরিকা মহাদেশ	১৮৬০/-	৩১০০/-

সূচীপত্র

- **সম্পাদকীয়** ০২
- **প্রবন্ধ :**
  - মানুষকে কষ্ট দেওয়ার পরিণতি *(অক্টোবর'২১ সংখ্যার পর)* ০৩
    -ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম
  - পেরেনিয়ালিজম এবং ইসলাম *(পূর্ব প্রকাশিতের পর)* ০৯
    -প্রফেসর ড. শহীদ নকীব ভূঁইয়া
  - তাহরীকে জিহাদ : আহলেহাদীছ ও আহনাফ *(৭ম কিস্তি)* ১২
    -অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক
  - দ্বীনের পথে ত্যাগ স্বীকার ২০
    -আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ
  - প্রাক-মাদ্রাসা যুগে ইসলামী শিক্ষা *(শেষ কিস্তি)* ২৬
    -অনুবাদ : আসাদুল্লাহ আল-গালিব
- **মনীষী চরিত :** ৩১
  - যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) *(৩য় কিস্তি)*
    -ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব
- **সাময়িক প্রসঙ্গ :** ৩৬
  - প্রয়োজন মানসম্মত শিক্ষা
    -অজয় কান্তি মণ্ডল
- **চিকিৎসা জগৎ :** ৩৮
  - ফ্রোজেন শোল্ডার বা কাঁধের জয়েন্টে ব্যথা
- **কবিতা :** ৩৯
  - আমাকে জ্ঞান দাও
  - শিক্ষার্থীর পণ
  - ইসলাম
- **স্বদেশ-বিদেশ** ৪০
- **মুসলিম জাহান** ৪২
- **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪২
- **সংগঠন সংবাদ** ৪৩
- **প্রশ্নোত্তর** ৪৯

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

www.at-tahreek.com

সামাজিক অস্থিরতা ও তা দূরীকরণের উপায় সমূহ

বিশ্বব্যাপী সামাজিক অস্থিরতা দিন দিন বেড়ে চলেছে। মানুষের জান-মাল ও ইয্যতের নিরাপত্তা নিম্নতম পর্যায়ে চলে গেছে। পৃথিবী ক্রমেই মানুষের অবাসযোগ্য হয়ে উঠছে। তাই বান্দাদের সতর্ক করে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ করোনা ভাইরাস সহ নানাবিধ গযব পাঠাচ্ছেন। দুর্ভিক্ষ, দাবানল, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, খরা, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, তুষারঝড়, ভূমিধ্বস প্রভৃতি একটার পর একটা গযব আসছেই। দেশে দেশে বেড়ে চলেছে আবহাওয়া অভিবাসী। এমনকি খোদ বাংলাদেশের মানুষ গ্রাম ছেড়ে ক্রমেই রাজধানীতে গিয়ে বস্তিবাসী হচ্ছে। গত ১৭ই নভেম্বর ঢাকার জাতীয় প্রেসক্লাবে 'কাপ' ও 'পবা'র যৌথ আলোচনা সভায় এরূপই অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে। বস্তুতঃ সবকিছুই মানুষের কর্মফল।

ইতিপূর্বে কওমে নূহ, 'আদ, ছামূদ, কওমে লূত, মাদইয়ান ও কওমে ফেরাঊন সহ ৬টি জাতি পৃথিবী থেকে আল্লাহ্র গযবে নিশ্চিহ্ন হয়েছিল। আরব বিশ্ব একসময় মানবতার নিম্নস্তরে পৌঁছে গিয়েছিল। তখন বিশ্বের নাভিস্থল মক্কায় আল্লাহ তার শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে রহমত হিসাবে প্রেরণ করেন। তিনি শতধা বিভক্ত আরবদের আল্লাহ্র দাসত্বের অধীনে সকলের সমানাধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমে পরস্পরকে ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ করেন। তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত বিশ্বাসের ভিত্তিতে পতিত আরবজাতি ঐক্যবদ্ধ ও অজেয় শক্তিতে পরিণত হয় এবং পরবর্তীতে তারা বিশ্বনেতার আসনে সমাসীন হয়। বিষয়টির দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ বলেন, 'আর তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহ্র সেই অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, যখন তোমরা পরস্পরে শত্রু ছিলে। অতঃপর আল্লাহ তোমাদের অন্তর সমূহে মহব্বত পয়দা করে দিলেন। অতঃপর তোমরা তার অনুগ্রহে পরস্পরে ভাই ভাই হয়ে গেলে। আর তোমরা অগ্নি গহ্বরের কিনারায় অবস্থান করছিলে। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে সেখান থেকে উদ্ধার করলেন। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াত সমূহ ব্যাখ্যা করেন, যাতে তোমরা সুপথপ্রাপ্ত হও' *(আলে ইমরান ৩/১০৩)*।

বর্তমান বিশ্বের সামাজিক অস্থিরতার মৌলিক কারণ বলা যায় তিনটি : আত্মকেন্দ্রিকতা, পারস্পরিক স্বার্থদ্বন্দ্ব এবং মাল ও মর্যাদা লাভের প্রতিযোগিতা। অথচ কোন মানুষ বা কোন দেশই একাকী বাঁচতে পারেনা। তাকে অবশ্যই সবাইকে নিয়ে বাঁচতে হবে। বিপর্যস্ত পৃথিবীতে কেউ একা টিকে থাকতে পারবেনা। একইভাবে মাল ও মর্যাদা আল্লাহ্র বণ্টন *(যুখরুফ ৪৩/৩২)*। ফলে পরস্পরের মাল ও মর্যাদার উপর হস্ত ক্ষেপ করলে অবশ্যই সামাজিক শৃংখলা ভেঙ্গে পড়বে। অপরকে মারতে গেলে নিজেও মরবে। আজকের পারমাণবিক বিশ্বে এটি খুবই সহজ, কেবল একটি বোতাম টেপার অপেক্ষা। শিল্পায়নের নামে লোভী মানুষেরা তাদের বৃহৎ শিল্প-কারখানা সমূহ থেকে দৈনন্দিন যে হারে কার্বণ নিঃসরণের প্রতিযোগিতা করছে, তাতে ২০৫০ সালের মধ্যে পৃথিবী চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যেতে পারে বলে বিজ্ঞানীরা আশংকা করছেন। স্বস্তির কথা এই যে, বিশ্বনেতারা এটি উপলব্ধি করেছেন এবং স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোতে গত ৩১শে অক্টোবর হ'তে ১৩ই নভেম্বর পর্যন্ত ২ সপ্তাহব্যাপী কপ-২৬ সম্মেলনে দুই শতাধিক দেশের নেতারা একত্রিত হয়ে অবশেষে 'গ্লাসগো ক্লাইমেট প্যাক্ট' নামে একটি চুক্তিতে উপনীত হয়েছেন। এখন সেগুলিতে সব দেশের স্বাক্ষর করতে এবং তা বাস্তবায়িত হ'তে কতদিন সময় লাগবে, তা বলা যায়না। কারণ ইতিপূর্বে উক্ত লক্ষ্যে কৃত ২০১৫ সালের কপ-২১ 'প্যারিস চুক্তি' আজও বাস্তবায়িত হয়নি। তবে আশার কথা এই যে, আমেরিকা ও চীন বর্তমান দশকের মধ্যেই বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি ১.৫ ডিগ্রী সেলসিয়াসের মধ্যে ধরে রাখতে সম্মত হয়েছে। যারা বিশ্বের মোট কার্বণ নিঃসরণের প্রায় অর্ধেকের জন্য দায়ী। এরপর সর্বাধিক কার্বণ নিঃসরণ করে ভারত, রাশিয়া এবং ইইউ ভুক্ত ২৬টি দেশ। তারা যদি চীন ও আমেরিকার উদ্যোগে শামিল হয় এবং অন্যেরা স্ব স্ব দেশে কমপক্ষে ২৫ শতাংশ বনাঞ্চল সংরক্ষণে ও ব্যাপক সবুজায়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়, তাহ'লে কার্বণ নিঃসরণ কমে আসবে এবং মানব সভ্যতা উপকৃত হবে। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশে বর্তমানে বনাঞ্চলের পরিমাণ কমে সাড়ে ১৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। অথচ অন্যান্য সকল সেক্টরের ন্যায় এ সেক্টরেও প্রধানতঃ দায়ী দুর্নীতিবাজ রক্ষকরাই। আল্লাহ বলেন, 'তোমার প্রতিপালক এমন নন যে, সেখানকার অধিবাসীরা সৎকর্মশীল হওয়া সত্ত্বেও জনপদ সমূহকে তিনি যুলুম বশে ধ্বংস করে দিবেন' *(হূদ ১১/১১৭)*।

অস্থিরতা দূরীকরণের উপায় সমূহ : (১) সকল কাজে আল্লাহভীরুতা অবলম্বন করা। এটি না থাকলে মানুষ পশুর চাইতে নীচে নেমে যাবে *(আ'রাফ ৭/১৭৯)* এবং সমাজ বিপর্যস্ত হবে। আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা যথার্থভাবে আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমরা অবশ্যই মুসলিম না হয়ে মরো না'। 'আর তোমরা সকলে সমবেতভাবে আল্লাহ্র রজ্জুকে ধারণ কর এবং (দ্বীনের ব্যাপারে) পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়ো না' *(আলে ইমরান ৩/১০২-০৩)*। অর্থাৎ আল্লাহ্র বিধানের প্রতি আত্মসমর্পণ করাই মানুষের প্রধান দায়িত্ব। আর তাঁর বিধান সমূহ বর্ণিত আছে তাঁর রজ্জু কুরআন ও সুন্নাহ্র মধ্যে। (২) আখেরাতকে লক্ষ্য নির্ধারণ করা। কেননা আখেরাত বিমুখ ব্যক্তি বস্তুবাদী ও দাম্ভিক হয়। সে পরার্থে কোন কাজই করতে পারে না। আল্লাহ বলেন, 'অতঃপর যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে না তাদের অন্তর হয় সত্যবিমুখ এবং তারা হয় অহংকারী' *(নাহল ১৬/২২)*। তিনি আরও বলেন, 'আখেরাতের এই গৃহ (অর্থাৎ জান্নাত) আমরা প্রস্তুত করে রেখেছি ঐসব মুমিনের জন্য, যারা দুনিয়াতে ঔদ্ধত্য ও বিপর্যয় কামনা করে না। বস্তুতঃ শুভ পরিণাম কেবল আল্লাহভীরুদের জন্য' *(ক্বাছাছ ২৮/৮৩)*। এক্ষণে রাষ্ট্রনেতারা যদি আখেরাতের স্বার্থে এবং পরবর্তী বংশধরগণের কল্যাণে বিচক্ষণতার সাথে কাজ না করেন, তাহ'লে বিশ্বে কাংখিত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবেনা।

(৩) আল্লাহভীরু ও ন্যায়নিষ্ঠ নেতা নির্বাচন করা। কেননা নেতারাই সমাজ ও দেশ পরিচালনা করেন। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের আদেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা আমানত সমূহকে যথাযোগ্য স্থানে সমর্পণ কর। আর যখন তোমরা লোকদের মধ্যে শাসন পরিচালনা করবে, তখন ন্যায়-নীতির সাথে করবে' *(নিসা ৪/৫৮)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যখন অযোগ্য ব্যক্তির হাতে শাসন ক্ষমতা অর্পণ করা হবে, তখন তুমি ক্বিয়ামতের অপেক্ষা কর (অর্থাৎ ধ্বংসের অপেক্ষা কর)' *(বুখারী হা/৫৯; মিশকাত হা/৫৪৩৯)*। এজন্য দেশের নির্বাচন কমিশন দল ও প্রার্থী বিহীন নীতির আলোকে দেশের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ মুসলিম নেতাকে একত্রে বসিয়ে ৩ দিনের মধ্যে তাদের মধ্য থেকে আলোচনার ভিত্তিতে একজনকে রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন করবে। বাকী সবাই তা মেনে নিবে। কারণ নেতা নির্বাচনে সকল জনগণের সরাসরি ভূমিকা থাকবেনা। তাতে কেবল সামাজিক অস্থিরতাই বাড়বে। যেটা এখন হচ্ছে সকল গণতান্ত্রিক দেশে। চলছে জনগণের শাসনের নামে ইউনিয়ন পর্যন্ত মেয়াদ ভিত্তিক দলীয় নির্বাচন ব্যবস্থা। যাকে এক কথায় কালো টাকার ছড়াছড়ি, খুনোখুনি ও পেশীশক্তির নির্বাচন বলা যায়। এইসব অপচয় ও হতাহতের দায়-দায়িত্ব সরকারকে বহন করতে হবে। ক্বিয়ামতের দিন তারা কি জবাবদিহি করবেন আল্লাহ্র কাছে? অথচ এইসব নির্বাচনের কোনই প্রয়োজন ছিলনা। ডিসি, ইউএনওরাই যথেষ্ট ছিলেন। প্রয়োজনে ইউনিয়ন পর্যায়েও ইউনিয়ন নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা যেত। সকলেই স্বীকার করেন যে, দলীয় শাসনব্যবস্থা কখনোই নিরপেক্ষ প্রশাসন ও বিচারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে পারেনা। যার তিক্ত অভিজ্ঞতা গণতান্ত্রিক দেশগুলির জনসাধারণ নিত্যদিন ভোগ করছে। একইভাবে রাজতন্ত্রী দেশগুলি যদি আল্লাহভীরু ও ন্যায়পরায়ণ না হয় এবং সেখানে পরামর্শ ভিত্তিক শাসন না থাকে, তাহ'লে তারা জনগণের জন্য গযব স্বরূপ হবে।

[বাকী অংশ ৫৬ পৃষ্ঠা দ্রঃ]

মানুষকে কষ্ট দেওয়ার পরিণতি

-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

(অক্টোবর'২১ সংখ্যার পর)

৭. কুধারণা করা :

কোন মানুষের প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করা সমীচীন নয়। কেননা এতে মানুষ কষ্ট পায়। বরং মুমিনের প্রতি সুধারণা পোষণ করা কর্তব্য। আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ، 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা অধিক ধারণা হ'তে বিরত থাক। নিশ্চয়ই কিছু কিছু ধারণা পাপ' *(হুজুরাত ৪৯/১২)*।

উম্মুল মুমিনীন ছাফিয়্যাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, একদা তিনি রমাযানের শেষ দশকে মসজিদে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর খিদমতে উপস্থিত হন। তখন আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ই'তিকাফরত ছিলেন। ছাফিয়্যাহ তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলেন। অতঃপর ফিরে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ান। নবী করীম (ছাঃ) তাকে পৌঁছে দেয়ার উদ্দেশ্যে উঠে দাঁড়ালেন। যখন তিনি উম্মু সালামাহ (রাঃ)-এর গৃহ সংলগ্ন মসজিদের দরজা পর্যন্ত পৌঁছলেন, তখন দু'জন আনছারী সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। তারা উভয়ে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-কে সালাম করলেন। তাদের দু'জনকে নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তোমরা দু'জন থাম। ইনি তো (আমার স্ত্রী) সাফিয়্যাহ বিনতু হুয়াই। এতে তাঁরা দু'জনে সুবহানাল্লাহ হে আল্লাহ্র রাসূল বলে উঠলেন এবং তাঁরা বিব্রত বোধ করলেন। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, শয়তান মানুষের রক্তের শিরায় চলাচল করে। আমি ভয় করলাম যে, সে তোমাদের মনে সন্দেহের সৃষ্টি করতে পারে'।[১]

৮. খোঁটা দেওয়া :

পৃথিবীর সকল মানুষকে আল্লাহ সমান করে সৃষ্টি করেননি। বরং কাউকে ধনী, কাউকে দরিদ্র করেছেন। আল্লাহ বলেন, وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، 'আর তোমরা এমন সব বিষয় আকাঙ্ক্ষা করো না, যেসব বিষয়ে আল্লাহ তোমাদের একের উপর অপরের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন' *(নিসা ৪/৩২)*। সুতরাং ধনী-দরিদ্রের এ মর্যাদাগত পার্থক্য আল্লাহ করে দিয়েছেন। তাই ধনীরা দরিদ্রদের দান করে খোঁটা দিলে তারা অন্তরে কষ্ট পায়। মানুষকে কষ্ট দেওয়ার এটা একটা অন্যতম মাধ্যম। আর এর ফলে দানের ছওয়াব বিনষ্ট হয়ে যায়। আল্লাহ বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ-

'হে বিশ্বাসীগণ! খোঁটা দিয়ে ও কষ্ট দিয়ে তোমরা তোমাদের দানগুলিকে বিনষ্ট করো না সেই ব্যক্তির মত, যে তার ধন-সম্পদ ব্যয় করে লোক দেখানোর জন্য এবং সে আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাস করে না। ঐ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত একটি মসৃণ প্রস্তরখণ্ডের ন্যায়, যার উপরে কিছু মাটি জমে ছিল। অতঃপর সেখানে প্রবল বৃষ্টিপাত হ'ল ও তাকে পরিস্কার করে রেখে গেল। এভাবে তারা যা কিছু উপার্জন করে, সেখান থেকে কোনই সুফল তারা পায় না। বস্তুতঃ আল্লাহ অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেন না' *(বাক্বারাহ ২/২৬৪)*।

খোঁটা দানকারীর পরকালীন পরিণতি সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন,

ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَلاَثَ مِرَارٍ. قَالَ أَبُو ذَرٍّ خَابُوْا وَخَسِرُوْا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ،

'তিন ব্যক্তির সাথে ক্বিয়ামত দিবসে আল্লাহ কথা বলবেন না, তাদের প্রতি তাকাবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না, আর তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। রাবী বলেন, তিনি এটা তিনবার উল্লেখ্য করলেন। আবূ যার (রাঃ) বলেন, তারা ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংস হ'ল। ইয়া রাসূলাল্লাহ! এরা কারা? তিনি বললেন, এরা হচ্ছে যে ব্যক্তি টাখনুর নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরে, যে ব্যক্তি দান করে খোঁটা দেয় এবং যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথের মাধ্যমে পণ্য বিক্রি করে'।[২]

সুতরাং দান করে খোঁটা দেওয়া যাবে না। বরং নিঃস্বার্থভাবে মানুষকে দান করতে হবে। সাধ্যমত মানুষের উপকার করার চেষ্টা করতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ، 'সেই শ্রেষ্ঠ মানুষ, যে ব্যক্তি মানুষের অধিক উপকার করে'।[৩] আর যে ব্যক্তি মানুষের উপকার করে সে আল্লাহ্র কাছেও প্রিয়ভাজন হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللهِ تَعَالَى أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ، 'আল্লাহ্র নিকটে সর্বাধিক প্রিয় হচ্ছে যে মানুষের সর্বাধিক উপকার করে'।[৪]

দান করে খোঁটা না দেওয়ার শুভ পরিণাম সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ مَا أَنْفَقُوْا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

১. *বুখারী হা/২০৩৫; মুসলিম হা/৫৮০৮।*

২. *মুসলিম হা/১০৬; মিশকাত হা/২৭৯৫।*
৩. *ছহীহুল জামে' হা/৩২৮৯; ছহীহাহ হা/৪২৬।*
৪. *ছহীহাহ হা/৯০৬।*

www.at-tahreek.com

يَحْزَنُوْنَ-

'যারা আল্লাহ্র পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, অতঃপর ব্যয় করার পর খোঁটা দেয় না বা কষ্ট দেয় না, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে পুরস্কার। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তান্বিত হবে না' *(বাক্বারাহ ২/২৬২)*।

এছাড়া মুসলিম ভাইয়ের সহযোগিতা করলে আল্লাহ স্বয়ং তাকে সাহায্য করেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَاللهُ فِى عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِى عَوْنِ أَخِيهِ، 'আল্লাহ বান্দার সাহায্যে থাকেন, যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে নিয়োজিত থাকে'।[৫]

খ. কাজের মাধ্যমে কষ্ট দেওয়া :

১. যুলুম করা :

যুলুম অর্থ অন্যায়, অবিচার, নিপীড়ন ইত্যাদি। এটা হক বা ন্যায়ের বিপরীত। পরিভাষায় কোন বস্তুকে তার অনুপযুক্ত স্থানে রাখা।[৬] কেউ কেউ বলেন, যুলুম হচ্ছে অন্যের মালিকানায় হস্তক্ষেপ বা সীমালংঘন করা।[৭] অনুরূপভাবে অন্যের হক নষ্ট করলে কিংবা কারো সম্পদ জবরদখল করলেও যুলুম হয়। অধীনস্তদের কাউকে অধিক কাজের দায়িত্ব দেওয়া এবং কাউকে ছাড় দেওয়া; কারো দোষ-ত্রুটি এড়িয়ে যাওয়া এবং কারো দোষ-ত্রুটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ধরা কিংবা কর্মীদের মাঝে পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করা যুলুম বৈকি? এগুলি মানুষকে কষ্ট দেওয়ার একটি অন্যতম মাধ্যম। যুলুমের শাস্তি সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيْرًا، 'বস্তুতঃ তোমাদের মধ্যে যারা সীমালংঘন করবে, আমরা তাদের বড় শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করাব' *(ফুরক্বান ২৫/১৯)*। তিনি আরো বলেন, وَالظَّالِمُوْنَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيْرٍ، 'আর যালেমদের কোন বন্ধু নেই বা কোন সাহায্যকারী নেই' *(শূরা ৪২/৮)*।

হাদীছে কুদসীতে আল্লাহ বলেন, يَا عِبَادِىْ إِنِّىْ حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِىْ وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلاَ تَظَالَمُوْا، 'হে আমার বান্দাগণ! আমি আমার ওপর যুলুম করাকে হারাম করে দিয়েছি। তাই আমি তোমাদের জন্যও যুলুম করা হারাম করে দিলাম। অতএব তোমরা (পরস্পরের প্রতি) যুলুম করো না'।[৮] আরেকটি হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِى مُوسَى رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللهَ لَيُمْلِى لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ قَالَ ثُمَّ قَرَأَ (وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِىَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ).

আবূ মূসা আশ'আরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ যালিমদের অবকাশ দিয়ে থাকেন। অবশেষে যখন তাকে ধরেন, তখন আর ছাড়েন না। (রাবী বলেন,) এরপর নবী করীম (ছাঃ) এ আয়াত পাঠ করেন, 'আর এরকমই বটে আপনার রবের পাকড়াও, যখন তিনি কোন জনপদবাসীকে পাকড়াও করেন তাদের যুলুমের দরুন। নিঃসন্দেহে তাঁর পাকড়াও বড় যন্ত্রণাদায়ক, অত্যন্ত কঠিন' *(হূদ ১১/১০২)*।[৯] অপর একটি হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا، فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ، فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ،

আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের ওপর যুলুম করেছে সে যেন তার কাছ থেকে ক্ষমা নিয়ে নেয়। তার ভাইয়ের পক্ষে তার নিকট হ'তে পুণ্য কেটে নেয়ার আগেই। কারণ সেখানে কোন দীনার বা দিরহাম নেই। তার কাছে যদি পুণ্য না থাকে তবে তার (মাযলূমের) গোনাহ এনে তার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে'।[১০]

যুলুম-নির্যাতনের শিকার হয়ে মানুষ অনেক সময় প্রভাবশালী ব্যক্তিকে কিছু বলতে পারে না, তার প্রতি কৃত যুলুমের প্রতিকার করতে পারে না, নিতে পারে না প্রতিশোধ। পেশী শক্তি, বাহুবল, জনবল ও অর্থ-বিত্তের প্রভাবে অনেক মানুষ নীরবে অশ্রু ঝরায়, কেঁদে-কেটে ন্যায়বিচারক মহান আল্লাহ্র কাছে তার মনের আকুতি পেশ করে ও বিচার দায়ের করে। আল্লাহও তার দো'আ কবুল করেন। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ. 'আর মাযলূমের বদদো'আ থেকে বেঁচে থাকবে। কেননা তার (বদদো'আ) এবং আল্লাহ্র মাঝে কোন পর্দা থাকে না'।[১১] সুতরাং দুনিয়ার যালেমরা সাবধান হৌন। পরকালের কঠিন আযাবকে ভয় করুন। মাযলূমদের নিকট থেকে ক্ষমা চেয়ে নিন। অন্যথা পরকালে ভয়াবহ শাস্তি ভোগ করতে হবে।

২. ধোঁকা-প্রতারণা :

মানুষকে কষ্ট দেওয়ার আরেকটি মাধ্যম হচ্ছে ধোঁকা দেওয়া বা প্রতারণা করা। ব্যবসায়ীরা ভালো পণ্যের সাথে খারাপ পণ্য মিশিয়ে, পণ্যের ত্রুটি গোপন করে, ওযনে ও পরিমাপে কম দিয়ে, মিথ্যা কসম খেয়ে ক্রেতার সাথে প্রতারণা করে থাকে। কৃষক ভালো-মন্দ দ্রব্য একত্রে মিশিয়ে কিংবা ভালো

৫. *মুসলিম হা/২৬৯৯; আবূদাঊদ হা/৪৯৪৬; তিরমিযী হা/১৪২৫; মিশকাত হা/২০৪।*
৬. *রাগেব ইছফাহানী, মুফরাদাতু আলফাযিল কুরআন, পৃঃ ৫৩৭।*
৭. *আল-জুরজানী, আত-তা'রিফাত, পৃঃ ১৮৬।*
৮. *মুসলিম হা/২৫৭৭; ছহীহুল জামে' হা/৪৩৪৫; মিশকাত হা/২৩২৭।*
৯. *বুখারী হা/৪৬৮৬; মিশকাত হা/৫১২৪; ছহীহাহ হা/৩৫১২।*
১০. *বুখারী হা/৬৫৩৪, ২৪৪৯।*
১১. *বুখারী হা/১৪৯৬, ৪৩৪৭; মুসলিম হা/১৯; মিশকাত হা/১৭৭২।*

জিনিস বস্তার উপরে রেখে এবং মন্দ জিনিস নীচে রেখে ক্রেতাকে ধোঁকা দেয়। ফলমূল ও শাক-সবজিতে ফরমালিন মিশিয়ে; মাছ, মুরগী, গরু-ছাগল প্রতিপালনের ক্ষেত্রে মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর খাবার খাওয়ানোর মাধ্যমে মানুষের সাথে প্রতারণা করছে চাষী ও খামারীরা। কোন কোন শিক্ষক শিক্ষার্থীকে ক্লাসে ঠিকমত পাঠদান না করে প্রাইভেট পড়তে বাধ্য করে কিংবা কোচিং ব্যবসা চালানোর হীন উদ্দেশ্য মনে পোষণ করে প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার্থীর সাথে প্রতারণা করে। সরকারী অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা মানুষের ফাইল আটকে রেখে উপরি লাভের আশায় মানুষকে কষ্ট দেয়, তাদের সাথে প্রতারণা করে। এভাবে সমাজের বিভিন্ন মানুষ নানাভাবে অন্যের সাথে প্রতারণা করে। এর ভয়াবহতা সম্পর্কে হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلاً فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ أَفَلاَ جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَىْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّى.

আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্তূপীকৃত খাদ্যদ্রব্যের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় এর ভিতর হাত ঢুকালে আঙ্গুল ভিজা অনুভব করলেন। তিনি মালিককে বলেন, এটা কি? সে উত্তর দিল, বৃষ্টির পানিতে এগুলো ভিজে গিয়েছিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! তখন তিনি বললেন, ভিজাগুলোকে স্তূপের উপরে রাখলে না কেন, যাতে লোকেরা তা দেখতে পায়? যে ধোঁকা দেয় সে আমার (উম্মতের) অন্তর্ভুক্ত নয়'।[১২] তিনি আরো বলেন, مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ، 'যে ধোঁকা দেয় সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর ধোঁকাবাজ ও প্রতারক জাহান্নামে যাবে'।[১৩]

৩. দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করা :

পৃথিবীতে দোষ-ত্রুটি মুক্ত কোন মানুষ নেই। সুতরাং নিজের মাঝে দোষ রেখে অপরের ত্রুটি খুঁজতে যাওয়া বোকামী বৈকি? কিন্তু মানুষ অপরের দোষ খুঁজে বের করে নিজে শান্তি অনুভব করে। কেউ কেউ অন্যের দোষ খুঁজে বের করাকে কৃতিত্ব ভাবে। এ কাজ মানুষকে যারপরনাই কষ্ট দেয়। অপরের দোষ খোঁজা কিছু কিছু মানুষের স্বভাব। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, يُبْصِرُ أَحَدُكُمُ الْقَذَاةَ فِى عَيْنِ أَخِيهِ، وَيَنْسَى الْجِذْعَ فِيْ عَيْنِهِ، 'তোমাদের কেউ তার (মুসলিম) ভাইয়ের চোখে পতিত সামান্য ময়লাটুকুও দেখতে পায়, কিন্তু নিজ চোখে পতিত খড়-কুটাও (অধিক ময়লা) দেখে না'।[১৪] আমর ইবনুল আছ (রাঃ) বলেন,

عَجِبْتُ مِنَ الرَّجُلِ يَفِرُّ مِنَ الْقَدَرِ وَهُوَ مُوَاقِعُهُ وَيَرَى الْقُذَاةَ فِيْ عَيْنِ أَخِيْهِ وَيَدَعُ الْجِذْعَ فِيْ عَيْنِهِ وَيُخْرِجُ الضَّغْنَ مِنْ نَفْسِ أَخِيْهِ وَيَدَعُ الضَّغْنَ فِيْ نَفْسِهِ وَمَا وَضَعْتُ سِرِّيْ عِنْدَ أَحَدٍ فَلُمْتُهُ عَلَى إِفْشَائِهِ وَكَيْفَ أَلُوْمُهُ وَقَدْ ضِقْتُ بِهِ ذِرَعًا،

'যে ব্যক্তি তাক্বদীর থেকে পলায়ন করে তার সম্পর্কে আমার অবাক লাগে। কারণ তাক্বদীরের সাথে তার সাক্ষাত ঘটবেই। সে তার (মুসলিম) ভাইয়ের চোখে পতিত সামান্য ময়লাটুকুও দেখতে পায়, কিন্তু নিজ চোখে পতিত গাছের গুঁড়িও (অধিক ময়লা) দেখে না। সে তার ভাইয়ের অন্তর থেকে ঘৃণা-বিদ্বেষ বের করার প্রয়াস পায়, অথচ নিজের অন্তরের বিদ্বেষ ত্যাগ করে না। আমি কারো কাছে আমার গোপনীয় বিষয় বলব, আর তা ফাঁস হয়ে যাওয়ার জন্য তাকে তিরস্কার করব, এটা হ'তে পারে না। যে গোপনীয়তা চেপে রাখতে আমি সমর্থ হইনি, তার (ফাঁস হওয়ার) জন্য অপরকে কিভাবে তিরস্কার করতে পারি'?[১৫]

মানুষের দোষ-ত্রুটি খুঁজতে রাসূল (ছাঃ) নিষেধ করেছেন এবং এর মন্দ পরিণতি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, وَلاَ تَتَّبِعُوْا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعِ اللهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ يَتَّبِعِ اللهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِى بَيْتِهِ. 'তোমরা দোষ-ত্রুটি তালাশ করবে না। কারণ যারা তাদের দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়াবে আল্লাহও তাদের দোষ-ত্রুটি খুঁজবেন। আর আল্লাহ কারো দোষ-ত্রুটি তালাশ করলে তাকে তার ঘরের মধ্যেই অপদস্থ করে ছাড়বেন'।[১৬] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন,

مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ سَتَرَ اللهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ كَشَفَ اللهُ عَوْرَتَهُ حَتَّى يَفْضَحَهُ بِهَا فِى بَيْتِهِ،

'যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের গোপনীয় বিষয় গোপন রাখবে, আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন তার গোপনীয় বিষয় গোপন রাখবেন। আর যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের গোপনীয় বিষয় ফাঁস করে দিবে, আল্লাহ তার গোপনীয় বিষয় ফাঁস করে দিবেন। এমনকি এই কারণে তাকে তার ঘরে পর্যন্ত অপদস্থ করবেন'।[১৭]

---

১২. *মুসলিম হা/১০২; আবূদাঊদ হা/৪৩৫২; তিরমিযী হা/১৩১৫; ইবনু মাজাহ হা/২২২৪; মিশকাত হা/২৮৬০।*
১৩. *ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/৫৬৭; ছহীহাহ হা/১০৫৮; ছহীহুত তারগীব হা/১৭৬৮।*
১৪. *ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/৫৭৬১; ছহীহাহ হা/৩৩; আদাবুল মুফরাদ হা/৫৯২।*
১৫. *ইবনে হিব্বান, আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৮৮৬, সনদ ছহীহ।*
১৬. *আবূদাঊদ হা/৪৮৮০; তিরমিযী হা/২০৩২; ছহীহুল জামে' হা/২৩৩৯।*
১৭. *ইবনু মাজাহ হা/২৫৪৬; ছহীহাহ হা/২৩৪১।*

৪. শত্রুতা পোষণ করা :

মানুষ একে অপরকে ভাই মনে করবে এবং মুমিনও পরস্পরকে ভাই ভাববে এটাই তার করণীয়। কিন্তু কোন ক্রমেই একে অপরের সাথে শত্রুতা পোষণ করা কিংবা শত্রু ভাবা সমীচীন নয়। এগুলি মানুষকে কষ্ট দেয়। তাই এসব পরিহার করতে হবে। আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ، 'শয়তান তো কেবল চায় মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে এবং আল্লাহ্র স্মরণ ও ছালাত হ'তে তোমাদেরকে বিরত রাখতে। অতএব এক্ষণে তোমরা নিবৃত্ত হবে কি'? *(মায়েদাহ ৫/৯১)*।

মুসলিম ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَثَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى– 'পারস্পরিক ভালোবাসা, সহানুভূতি ও মায়া-মমতার দৃষ্টিকোণ থেকে গোটা মুসলিম জাতি একটি দেহের সমতুল্য। যখন তার একটি অঙ্গ ব্যথিত হয়, তখন তার গোটা শরীর জ্বর ও উত্তাপ অনুভব করে'।[১৮]

৫. রাস্তা বন্ধ করা :

মানুষের চলাচলের রাস্তা বন্ধ করে তাদেরকে কষ্ট দেওয়া কোনভাবেই উচিত নয়। প্রতিবেশীর সাথে দ্বন্দ্ব লেগে তার রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া, নেতা-নেত্রী বা অভিজাত কোন লোকের চলাচল নির্বিঘ্ন করতে রাস্তা বন্ধ রাখা কিংবা কোন দাবী আদায়ের নামে রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া এবং অন্য যাত্রীদের চলাচলে বাধা সৃষ্টি করা কোনভাবেই বৈধ নয়। বরং জনগণের চলাচলের জন্য রাস্তা সুগম করে দেওয়া ছওয়াবের কাজ। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الإِيْمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيْمَانِ.

আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ঈমানের সত্তরটিরও অধিক অথবা ষাটটির অধিক শাখা রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বোত্তম হ'ল এই সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন প্রকৃত ইলাহ (মা'বূদ) নেই এবং সর্বনিম্ন শাখা হ'ল রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা। আর লজ্জাশীলতা ঈমানের একটি শাখা'।[১৯]

রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানোকে রাসূল (ছাঃ) ভালো কাজ বলে অভিহিত করেছেন। হাদীছে এসেছে

عَنْ أَبِى الأَسْوَدِ الدِّيلِىِّ عَنْ أَبِى ذَرٍّ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ عُرِضَتْ عَلَىَّ أَعْمَالُ أُمَّتِى حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا فَوَجَدْتُ فِى مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ وَوَجَدْتُ فِى مَسَاوِى أَعْمَالِهَا النُّخَاعَةَ تَكُونُ فِى الْمَسْجِدِ لاَ تُدْفَنُ–

আবূ যার গিফারী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমার উম্মতের ভালো-মন্দ সকল আমল আমার কাছে উপস্থিত করা হ'ল। তখন আমি তাদের ভালো কাজগুলোর মধ্যে দেখতে পেলাম রাস্তা হ'তে কষ্টদায়ক জিনিস সরানো। আর মন্দ কাজগুলোর মধ্যে দেখতে পেলাম, কফ পুঁতে না ফেলে মসজিদে ফেলে রাখা'।[২০]

অথচ বর্তমানে প্রতিবাদের নামে, দাবী আদায়ের লক্ষ্যে রাস্তা বন্ধ করা যেন একমাত্র করণীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ রাস্তায় মুমূর্ষু রোগী, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গমনকারী শিক্ষক ও শিক্ষার্থী থাকে, দেশ ও জাতির গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ থাকেন, আইনজীবি, ডাক্তারসহ নানা শ্রেণী-পেশার মানুষ থাকেন। এসব মানুষ হন রাস্তাবন্ধকারীদের অসহায় শিকার। নির্বিকারভাবে তারা এসব সহ্য করে যেতে বাধ্য হন।

৬. অভিসম্পাত করা :

কোন মানুষকে অভিসম্পাত করা উচিত নয়। কেননা এটা মানুষকে অত্যন্ত কষ্ট দেয়। আর অভিসম্পাত করা মুমিনের বৈশিষ্ট্যও নয়। এটা মুমিনকে হত্যা করার সমতুল্য। রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ، 'ঈমানদারকে লা'নত করা, তাকে হত্যা করার সমতুল্য'।[২১] তিনি আরো বলেন, لاَ يَنْبَغِى لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَكُوْنَ لَعَّانًا، 'মুমিন ব্যক্তি কখনো অভিশাপকারী হ'তে পারে না'।[২২] আরেকটি হাদীছে মুমিনের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلاَ اللَّعَّانِ وَلاَ الْفَاحِشِ وَلاَ الْبَذِىءِ، 'মুমিন কখনো দোষারোপকারী ও নিন্দাকারী হ'তে পারে না, অভিসম্পাতকারী হ'তে পারে না। সে অশ্লীল কাজ করে না এবং কটুভাষীও হয় না'।[২৩]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অভিসম্পাত করা থেকে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন,. لاَ تَلاَعَنُوا بِلَعْنَةِ اللهِ وَلاَ بِغَضَبِ اللهِ وَلاَ بِالنَّارِ.

১৮. মুসলিম হা/২৫৮৫; ছহীহাহ হা/১০৮৩; ছহীহুল জামে' হা/৫৮৪৯।
১৯. মুসলিম হা/৩৫; আবূদাঊদ হা/৪৬৭৬; মিশকাত হা/৫।
২০. মুসলিম হা/৫৫৩; মিশকাত হা/৭০৯।
২১. বুখারী হা/৬১০৫; ৬৬৫২; মুসলিম হা/১১০।
২২. তিরমিযী হা/২০১৯; মিশকাত হা/৪৮৪৮; ছহীহাহ হা/২৬৩৬।
২৩. তিরমিযী হা/১৯৭৭; মিশকাত হা/৩৬; ছহীহাহ হা/৩২০; ছহীহুল জামে' হা/৫৩৮১।

'তোমরা আল্লাহ্র অভিশাপ, আল্লাহ্র গযব বা জাহান্নাম দ্বারা অভিশাপ দিও না'।[২৪]

অভিশাপ করার পার্থিব পরিণতি সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا لَعَنَ شَيْئًا صَعِدَتِ اللَّعْنَةُ إِلَى السَّمَاءِ فَتُغْلَقُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ دُوْنَهَا ثُمَّ تَهْبِطُ إِلَى الأَرْضِ فَتُغْلَقُ أَبْوَابُهَا دُوْنَهَا ثُمَّ تَأْخُذُ يَمِيْنًا وَشِمَالاً فَإِذَا لَمْ تَجِدْ مَسَاغًا رَجَعَتْ إِلَى الَّذِى لُعِنَ فَإِنْ كَانَ لِذَلِكَ أَهْلاً وَإِلاَّ رَجَعَتْ إِلَى قَائِلِهَا، 'যখন কোন বান্দা কোন বস্তুকে অভিশাপ দেয়, তখন ঐ অভিশাপ আকাশের দিকে উঠতে থাকে। অতঃপর আকাশের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়। তখন তা পুনরায় দুনিয়ায় প্রত্যার্বতনের জন্য রওয়ানা হয়। কিন্তু দুনিয়াতে আসার পথও বন্ধ করে দেওয়া হয়। তখন সে ডানে বামে যাওয়ার চেষ্টা করে। অবশেষে অন্য কোন পথ না পেয়ে যাকে অভিশাপ করা হয়েছে, তার নিকটে ফিরে আসে। অতঃপর সে যদি ঐ অভিশাপের যোগ্য হয়, তাহ'লে তার উপর ঐ অভিশাপ পতিত হয়। অন্যথা অভিশাপকারীর উপরেই তা পতিত হয়'।[২৫]

অভিশাপ করার পরকালীন পরিণতি সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ يَكُونُ اللَّعَّانُونَ شُفَعَاءَ وَلاَ شُهَدَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 'অভিসম্পাতকারীরা (ক্বিয়ামতে) সুপারিশকারী হ'তে পারবে না এবং সাক্ষীদাতাও হ'তে পারবে না'।[২৬] সুতরাং কাউকে অভিশাপ দেয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।

৭. অন্যের সম্পদ জবরদখল করা :

অন্যায়ভাবে কারো অর্থ-সম্পদ দখল করা বা ভোগ করা মানুষকে কষ্ট দেওয়ার আরেকটি বড় মাধ্যম। অর্থবল, জনবল বা প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণে অন্যের সম্পদ দখল করে তাকে কষ্ট দেওয়া হয়। অনেক সময় মানুষ তার ভিটা-মাটি পর্যন্ত হারিয়ে নিঃস্ব, কপর্দক শূন্য হয়ে পড়ে। ফলে সে নিঃস্ব হয়ে মানবেতর জীবন যাপন করে। অপরদিকে জবরদখলকারীরা সমাজে বুক ফুলিয়ে চলে। এটা যে অন্যায় ও হারাম, এ বিষয়ে সে কোন তোয়াক্কাই করে না। অথচ আল্লাহ এসব কাজ নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, وَلَا تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، 'আর তোমরা অন্যায়ভাবে পরস্পরের সম্পদ ভক্ষণ করো না' *(বাক্বারাহ ২/১৮৮)*।

পরকালে জবরদখলের পরিণতি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا، فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِيْنَ، 'যে ব্যক্তি যুলুম করে অন্যের এক বিঘত যমীনও আত্মসাৎ করে, ক্বিয়ামতের দিন সাত তবক যমীন তার গলায় পরিয়ে দেয়া হবে'।[২৭] অন্যত্র তিনি বলেন, مَنْ أَخَذَ مِنَ الأَرْضِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِيْنَ. 'যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে সামান্য পরিমাণ জমিও দখল করবে, ক্বিয়ামতের দিন তাকে সাত তবক যমীনের নীচ পর্যন্ত ধ্বসিয়ে দেয়া হবে'।[২৮] অন্যত্র তিনি বলেন, أَيُّمَا رَجُلٍ ظَلَمَ شِبْراً مِنَ الأَرْضِ كَلَّفَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَحْفِرَهُ حَتَّى يَبْلُغَ آخِرَ سَبْعِ أَرَضِيْنَ ثُمَّ يُطَوَّقَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ. 'যে কেউ অন্যায়ভাবে কারো এক বিঘত জমি দখল করে, আল্লাহ তাকে তার যমীনের সাত তবকের শেষ পর্যন্ত খুঁড়তে বাধ্য করবেন। অতঃপর তার গলায় তা শিকলরূপে পরিয়ে দেয়া হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষের (হাশরের) বিচার শেষ করা হয়'।[২৯]

জবরদখলকারী জাহান্নামে প্রবেশ করবে। কারণ অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ দখল করা হারাম। আর হরাম খাদ্যে দেহ পরিপুষ্ট হ'লে সে দেহ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُذِّيَ بِالْحَرَامِ 'যে দেহ হারাম খাদ্য দ্বারা পরিপুষ্ট হয়েছে, সে দেহ জান্নাতে প্রবেশ করবে না'।[৩০] তিনি আরো বলেন, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ، وَكُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ النَّارُ أَوْلَى بِهِ، 'হারাম দ্বারা পরিপুষ্ট গোশত জান্নাতে প্রবেশ করবে না। প্রত্যেক ঐ গোশত যা হারাম দ্বারা গঠিত হয়েছে, তার জন্য জাহান্নামই উপযোগী'।[৩১]

৮. হত্যা করা :

কোন মানুষকে হত্যার মাধ্যমে চূড়ান্ত কষ্ট দেওয়া হয়। এতে নিহত ব্যক্তি, তার পিতা-মাতা, স্ত্রী-পরিজন, সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব সবাই কষ্ট পায়। এজন্য আল্লাহ মানুষকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ، 'ন্যায্য কারণ ব্যতীত কাউকে হত্যা করবে না, যা আল্লাহ হারাম করেছেন। এসব বিষয় তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যাতে তোমরা অনুধাবন করো' *(আন'আম ৬/১৫১)*।

আর কোন মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা মানব জাতিকে হত্যার শামিল। আল্লাহ বলেন, مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، 'যে কেউ জীবনের বদলে জীবন অথবা জনপদে অনর্থ সৃষ্টি করা ব্যতীত কাউকে হত্যা করে, সে যেন

---

২৪. আবূদাঊদ হা/৪৯০৬; তিরমিযী হা/১৯৭৬; ছহীহাহ হা/৮৯৩।
২৫. আবূদাঊদ হা/৪৯০৫; ছহীহুল জামে' হা/১৬৭২।
২৬. মুসলিম হা/২৫৯৮; আবূদাঊদ হা/৪৯০৭।
২৭. বুখারী হা/৩১৯৮; মুসলিম হা/১৬১০; মিশকাত হা/২৯৩৮।
২৮. বুখারী হা/২৪৫৪; মিশকাত হা/২৯৫৮; ছহীহুল জামে' হা/৫৯৮৩।
২৯. আহমাদ হা/১৭৫৭১; ছহীহাহ হা/২৪০; ছহীহুল জামে' হা/২৭২২; মিশকাত হা/২৯৬০।
৩০. বায়হাক্বী শু'আব হা/৫৭৫৯; ছহীহাহ হা/২৬০৯; মিশকাত হা/২৭৮৭।
৩১. আহমাদ হা/১৪৪১; শু'আবুল ঈমান হা/৮৯৭২; দারিমী হা/২৭৭৯; মিশকাত হা/২৭৭২, সনদ হাসান।

সকল মানুষকে হত্যা করে। আর যে ব্যক্তি কারো জীবন রক্ষা করে, সে যেন সকল মানুষের জীবন রক্ষা করে' *(মায়েদাহ ৫/৩২)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ. 'প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অপর মুসলিমের রক্ত, ধন-সম্পদ ও মান-সম্মান হারাম'।[৩২]

তিনি আরো বলেন, سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ 'মুসলিমকে গালি দেয়া ফাসিকী এবং তার সাথে লড়াই করা কুফরী'।[৩৩]

অতএব কথা বা কাজ যে কোন মাধ্যমে মানুষকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকার সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে। কেননা এসব বান্দার সাথে সংশ্লিষ্ট পাপ ও কবীরা গোনাহ। এসব পাপ থেকে বিরত না থাকলে পরকালে নেকী দিয়ে প্রায়শ্চিত্য করতে হবে। কিংবা যাদেরকে কষ্ট দেওয়া হয়েছে তাদের গোনাহ কষ্টদানকারীর উপরে বর্তাবে। অবশেষে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হ'তে হবে। তাই আল্লাহ আমাদের সকলকে ঐ পাপ থেকে হেফাযত করুন-আমীন!

৩২. মুসলিম হা/২৫৬৪; ছহীহুত তারগীব হা/২৯৫৮; মিশকাত হা/৪৯৫৯।

৩৩. বুখারী হা/৪৮, ৬০৪৪, ৭০৭৬; মুসলিম হা/৬৪; মিশকাত হা/৪৮১৪।

আকর্ষণীয় ছাড়ে ভর্তি চলছে

দারুল ওহী আইডিয়াল মাদ্রাসা

বেলাটি, আমদিয়া, নরসিংদী

প্লে থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

ক্রম.	পদের নাম ও সংখ্যা	শিক্ষাগত যোগ্যতা ও সুযোগ-সুবিধা
১.	**অধ্যক্ষ**	(১) স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলাম শিক্ষা/আরবী বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) সহ স্নাতকোত্তর। (২) অধ্যক্ষ হিসাবে শিক্ষা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনায় কমপক্ষে ৩ বছর অথবা উপাধ্যক্ষ হিসাবে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা। বেতন : ৩০,০০০/= + আবাসন (ফ্ল্যাট)।
২.	**সহকারী শিক্ষক (১০ জন)**	সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) সহ স্নাতকোত্তর। (আরবী ও ইসলাম শিক্ষা, বিজ্ঞান, গণিত, ইংরেজী, বাংলা। প্রতি বিষয়ে ২ জন)। বেতন : ১৪,০০০-১৮,০০০/= পর্যন্ত *(অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে)*
৩.	**সহকারী শিক্ষক (২ জন) (আইসিটি ও ক্রীড়া)**	স্নাতক সহ যথাক্রমে কম্পিউটার ডিপ্লোমা ও বিপিএড। বেতন : ১৪,০০০-১৮,০০০/= পর্যন্ত (অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে)
৪.	**হোস্টেল সুপার (২ জন)**	ফাযিল/সমমান, বেতন : ১০,০০০/=
৫.	**পিয়ন ও ক্লিনার (২ জন)**	৮ম শ্রেণী। বেতন : ৬,০০০/= + থাকা-খাওয়া।

সকল পদের প্রার্থীর জন্য সভাপতি বরাবর ই-মেইল যোগে জীবন বৃত্তান্ত প্রেরণের শেষ তারিখ ১০ই ডিসেম্বর'২১।

যোগাযোগ : সভাপতি (অত্র মাদ্রাসা), বেলাটি, আমদিয়া, নরসিংদী। মোবাইল : ০১৯১৬-৭০৩১৪২; অফিস : ০১৭৯৭-৫০৯৯১১। ই-মেইল : daruloahi@gmail.com.

হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড

'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড' পবিত্র কুরআন ও হাদীছ ভিত্তিক সুশৃংখল ও পরিকল্পিত শিক্ষা আন্দোলন পরিচালনার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত একটি বেসরকারী ও সমন্বয়কারী শিক্ষা বোর্ড। এর মৌলিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপ :

(১) পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে শিক্ষার বিস্তার ঘটানো এবং এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে প্রকৃত ইসলামী শিক্ষায় সুশিক্ষিত মেধাবী ও ইখলাছপূর্ণ যোগ্য আলেম ও দাঈ ইলাল্লাহ তৈরী করা এবং যুগোপযোগী মানবসম্পদে পরিণত করা।

(২) শিরক-বিদ'আত ও বাতিল আক্বীদা ও আমল থেকে মুসলিম উম্মাহকে রক্ষা করা এবং সালাফে ছালেহীনের মানহাজ অনুযায়ী ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ময়দানে ইসলামের সঠিক শিক্ষা ছড়িয়ে দেয়ার জন্য উপযুক্ত কারিকুলাম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা।

(৩) শিক্ষার সকল স্তরে শুদ্ধভাবে কুরআন পঠন ও অনুধাবনের ব্যবস্থা করা এবং এর সাথে বাংলা, ইংরেজী, আরবী, উর্দূ ভাষাসহ মানবিক ও বিজ্ঞান বিভাগে শিক্ষার সার্বিক মানোন্নয়ন ঘটানো।

(৪) উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষক/শিক্ষিকাগণকে দক্ষতাসম্পন্ন করে গড়ে তোলা।

আপনার প্রতিষ্ঠানকে শিক্ষা বোর্ড-এর অধিভুক্ত করতে কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করুন!

বোর্ড-এর কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে ব্রাউজ করুন- www.hfeb.net

সার্বিক যোগাযোগ : নওদাপাড়া (আম চত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭৩০-৭৫২০৫০, ০১৭২৬ ৩১৫৯৭০, ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭, ই-মেইল : hf.eduboard@gmail.com, Fb page : /hf.education.board

পেরেনিয়ালিজম এবং ইসলাম

*-প্রফেসর ড. শহীদ নকীব ভূঁইয়া**

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আমাদের বক্তব্য হ'ল, বাহ্যিক ধর্মীয় পরিচয় মুখ্য নয়, মূল হ'ল হৃদয়ের বিশ্বাস। আর সেটার খবর কেবলমাত্র আল্লাহই জানেন। বর্তমানে জন্মগতভাবে, আদমশুমারী অনুযায়ী এবং সামাজিক পরিচিতির কারণে মানবজাতি বিভিন্ন ধর্মীয় পরিচয়ে পরিচিত। যেমন মুসলমান, খ্রিষ্টান, ইহূদী, হিন্দু ইত্যাদি। কিন্তু এসব ধর্মাবলম্বীরা তাদের নিজ নিজ ধর্ম সম্বন্ধে কতটুকু জানে, বিশ্বাস করে এবং পালন করে সেটা প্রশ্নসাপেক্ষ। এর কারণ হ'ল-

(১) বর্তমানে মানবজাতি পাশ্চাত্যের আধুনিক সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত। যে সংস্কৃতি মানবজাতির সমস্ত কর্মকাণ্ড এবং চিন্তা-চেতনা থেকে সৃষ্টিকর্তাকে বাদ দিয়েছে বা অপ্রাসঙ্গিক করে রেখেছে। কেননা ধর্ম এবং আধুনিক চিন্তাধারাকে বৈষম্যমূলকভাবে পরস্পর বিরোধী ভাবা হয়।

(২) অধিকাংশ মানুষের ক্ষেত্রে তাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, প্রাতিষ্ঠানিক, দলীয়, গোত্রীয় ইত্যাদি সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা ও প্রচেষ্টা মূলতঃ বস্তুগত ও ইন্দ্রিয়তৃপ্তি অর্জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

(৩) পিউ রিসার্চ সেন্টারের সার্ভে অনুযায়ী পাশ্চাত্য সমাজের ও পাশ্চাত্য ভাবধারার অধিকাংশ মানুষের জীবনে ধর্ম কোন প্রভাব রাখে না। তারা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানকে অন্যান্য সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মত দেখে এবং তথ্য-যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রসারের কারণে তারা এখন নিজ ধর্মের বাইরে অন্যান্য ধর্মীয় সাহিত্য সম্পর্কে আগের তুলনায় অধিকতর অবগত হচ্ছে।

(৪) সংখ্যা গণনার দিক থেকে যদিও বর্তমানে বিশ্বে ১৯০ কোটি মুসলমান আছে। কিন্তু তাঁদের মধ্যে কতজন প্রকৃত বিশ্বাসী মুসলিম সেটা বলা মুশকিল। কেননা এদের অধিকাংশই ইসলামের বিধি-বিধান মেনে চলে না। অনেকে কুরআনের কোন কোন আয়াত বা বিষয় সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করে। অনেকে রাসূল (ছাঃ)-এর কোন কোন সুন্নাত সম্বন্ধে নেতিবাচক ধারণা পোষণ করে। আলেম নামে সমাজে পরিচিতদের মধ্যেও বিশাল একটা অংশ এমন আছেন, যারা বিভ্রান্তিকর ও বিকৃত বিশ্বাস ও আমল অনুসরণ করেন এবং তা প্রচার করেন।

(৫) অনেক মুসলিম ও ইসলামী দাওয়াতী প্রতিষ্ঠান ব্যাপকভাবে কুরআনের বিভিন্ন ভাষার অনুবাদ ও অন্যান্য ইসলামী সাহিত্য বিভিন্ন দেশের অমুসলিমদের মাঝে ব্যাপকভাবে বিতরণ করে যাচ্ছেন এবং সব রকম মিডিয়াতে সেগুলি পাওয়া যাচ্ছে। বিভিন্ন ধর্মের অনেকেই কুরআনের এইসব অনুবাদ ও অন্যান্য ইসলামিক সাহিত্য পড়ছে এবং কেউ কেউ হয়ত কুরআনকে ও রাসূল (ছাঃ)-কে সঠিক মনে করছে, যদিও বাহ্যিকভাবে তারা বিভিন্ন ধর্মের লেবেলে পড়ে আছে।

মোটকথা পেরেনিয়ালিস্টরা যে সূরা বাক্বারাহ-এর ৬২ নং আয়াত এবং এ জাতীয় অন্যান্য আয়াত বিচ্ছিন্নভাবে ব্যাখ্যা করে সেগুলিকে ইহূদী, খ্রিষ্টান, ছাবেঈ বা অন্যান্য বিশ্বধর্মের বৈধতার প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করে থাকে, তার সবই অপব্যাখ্যা। বাহ্যিক ধর্মীয় পরিচয় কোন কোন ক্ষেত্রে প্রকৃত বিশ্বাসের পরিচয় বহন করে না। রাসূল (ছাঃ) আগমনের পর থেকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত প্রকৃত বিশ্বাসের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও কুরআনের প্রতি বিশ্বাস এবং তদনুযায়ী আল্লাহ, আখেরাত ও অন্যান্য আবশ্যক বিশ্বাস ও তদনুযায়ী আমল। এরূপ বিশ্বাস ও কর্ম নিয়ে যারা মারা যাবে, তারাই বিশ্বাসী হিসাবে মারা যাবে এবং বিশ্বাসী হিসাবে পুনরুত্থিত হবে। এর বাইরে অন্য কোন ধরনের বিশ্বাস কুরআন এবং সুন্নাহ অনুযায়ী স্বীকৃত বা বৈধ নয়।

চতুর্থত : কুরআন মাজীদে আল্লাহ ইসলামকে একমাত্র গ্রহণযোগ্য ধর্ম বলে উল্লেখ করেছেন। যেমন 'আর যে ব্যক্তি 'ইসলাম' ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন তালাশ করে, তার নিকট থেকে তা কখনোই কবুল করা হবে না এবং ঐ ব্যক্তি আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(আলে ইমরান ৩/৮৫)*। এবং 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্র নিকট মনোনীত একমাত্র দ্বীন হ'ল ইসলাম। আর আহলে কিতাবগণ (শেষনবীর উপর ঈমান আনার ব্যাপারে) মতভেদ করেছে তাদের নিকট ইল্ম এসে যাবার পরেও কেবলমাত্র পরস্পরে বিদ্বেষবশত। বস্তুতঃ যারা আল্লাহ্র আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে, সত্বর আল্লাহ তাদের হিসাব গ্রহণ করবেন' *(আলে ইমরান ৩/১৯)*। পেরেনিয়ালিস্টরা এই আয়াতগুলি এককভাবে ব্যাখ্যা করে বলে থাকে যে, 'ইসলাম' শব্দটি আনুগত্যের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং যে কোন বিশ্ব ধর্ম অবলম্বন করে আল্লাহ্র আনুগত্য অর্জনের চেষ্টা করা যায়। তার মানে তাদের মতে এখানে 'ইসলাম' কেবল মাত্র ইসলাম ধর্মের প্রতি ইঙ্গিত করে না।

পেরেনিয়ালিস্টদের কথিত আনুগত্যের ব্যাখ্যা কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে পাওয়া যায়। যেমন 'তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য কর। যাতে তোমরা রহমত প্রাপ্ত হ'তে পার' *(আলে ইমরান ৩/১৩২)*। 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর এবং (এ বিষয়ে আল্লাহ্র নির্দেশ) শোনার পর তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না' *(আনফাল ৮/২০)*। এবং 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্র ও আনুগত্য কর রাসূলের। আর তোমরা তোমাদের আমলগুলিকে বিনষ্ট করো না' *(মুহাম্মাদ ৪৭/৩৩)*।

এখানে দেখা যাচ্ছে আল্লাহ্র আনুগত্য করতে হ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আনুগত্য করা আবশ্যক। আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আনুগত্য করতে হ'লে কেবলমাত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আনীত কুরআন ও সুন্নাতের পথ তথা একমাত্র ইসলাম অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক। সারকথা,

* *প্রফেসর (অবঃ), লুইজিয়ানা টেক ইউনিভার্সিটি, আমেরিকা; কিং ফাহাদ ইউনিভার্সিটি অফ পেট্রোলিয়াম এ্যাণ্ড মিনারেলস্, সঊদীআরব; সুলতান ক্বাবূস ইউনিভার্সিটি, ওমান।*

পেরেনিয়ালিস্টদের দাবী অনুযায়ী যে কোন বিশ্ব ধর্ম অবলম্বন করে আল্লাহ্র আনুগত্য অর্জন করা যাবে। অথচ এটি সম্পূর্ণরূপে কুরআন ও সুন্নাহ্র পরিপন্থী।

পঞ্চমত : পেরেনিয়ালিস্টরা দাবী করে যে, সব বিশ্বধর্মের ধর্মাবলম্বীরা একই সৃষ্টিকর্তার ইবাদত করে। যদিও প্রতিটি ধর্মের ইবাদতের ধরন এবং ঈশ্বরের ধারণা ভিন্ন ভিন্ন। তার মানে পেরেনিয়ালিস্টরা বলতে চায় যে খ্রিষ্টানদের ঈশ্বর যাকে তারা 'তিনের মধ্যে এক' হিসাবে ধারণা করে অর্থাৎ পিতা গড, পবিত্র আত্মা গড, ছেলে গড- এই তিন মিলে এক গড, আর ইসলামের সম্পূর্ণ একক আল্লাহ, একই ঈশ্বর। খ্রিষ্টানরা তাদের যে ঈশ্বরের ইবাদত করে, মুসলমানরাও সে একই আল্লাহ্র ইবাদত করে। কিন্তু এখানে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে, খ্রিষ্টানদের ঈশ্বর আর মুসলমানদের আল্লাহর স্বরূপ সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাই আল্লাহ কুরআনে বলেন, 'তুমি বল! হে অবিশ্বাসীগণ! আমি ইবাদত করি না তোমরা যাদের ইবাদত কর এবং তোমরা ইবাদতকারী নও আমি যার ইবাদত করি, আমি ইবাদতকারী নই তোমরা যাদের ইবাদত কর এবং তোমরা ইবাদতকারী নও আমি যার ইবাদত করি' *(কাফিরূন ১০৯/১-৫)*।

এই আয়াতগুলিতে আল্লাহ্র হুকুমে রাসূল (ছাঃ) অবিশ্বাসীদের জানিয়ে দিচ্ছেন যে, রাসূল (ছাঃ) যে আল্লাহ্র ইবাদত করেন, অবিশ্বাসীরা সে আল্লাহ্র ইবাদত করে না। বুঝা গেল, পেরেনিয়ালিস্টরা কুরআনের বিভিন্ন আয়াতকে বিচ্ছিন্নভাবে ব্যাখ্যা করে সব বিশ্বধর্মের ধর্মাবলম্বীরা একই ঈশ্বরের ইবাদত করে বলে যে প্রচারণা চালাচ্ছে, তা সঠিক নয়।

ষষ্ঠত : পেরেনিয়ালিস্টরা আরও বলে থাকে যে, আল্লাহই বিভিন্ন ধর্ম সৃষ্টি করে মানুষের মধ্যে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন এবং এ প্রসঙ্গে তারা সূরা হুজুরাতের ১৩নং আয়াতের উদ্ধৃতি দেয়, 'হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে এক নারী ও এক পুরুষ থেকে সৃষ্টি করেছি। আর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি। যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হ'তে পার'। তাঁরা এও বলে যে, আজ বিশ্বের প্রায় ৮০ শতাংশ মানুষই ইসলাম বহির্ভূত অন্যান্য ধর্মের অনুসারী। মাত্র ২০ শতাংশ মানুষ ইসলাম ধর্মের অন্তর্ভুক্ত। যদি কেবলমাত্র ইসলামকেই আল্লাহ কবুল করেন তাহ'লে তো ৮০ শতাংশ মানুষকে অনন্তকালের জন্য জাহান্নামে নিক্ষেপ করতে হবে এবং সেটা হবে আল্লাহ্র দয়া, ক্ষমা ও শানের পরিপন্থী। তাই অন্যান্য বিশ্বধর্মের অনুসারীদেরও আল্লাহ নাজাত দিবেন।

এর জবাবে আমরা বলব- (১) আল্লাহ তো পেরেনিয়া-লিস্টদের মতো করে জাহান্নামের হিসাব করবেন না। এই ২০ শতাংশ ও ৮০ শতাংশ কেবলমাত্র বাহ্যিক ধর্মীয় পরিচয়, এই সংখ্যাগুলি থেকে প্রকৃত বিশ্বাসীর সংখ্যা জানা যায় না। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে কারা বিশ্বাসী হিসাবে মারা যেতে পারে সে সম্পর্কে উপরে কিছুটা আলোচনা করা হয়েছে।

(২) আল্লাহ কোন কোন মানুষকে বিশ্বাস অর্জনের বাধ্যবাধকতা থেকে ছাড় দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি সৎপথ অবলম্বন করে, সে তার নিজের মঙ্গলের জন্যেই সেটা করে। আর যে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট হয়, সে তার নিজের ধ্বংসের জন্যেই সেটা হয়। বস্তুতঃ একের বোঝা অন্যে বহন করে না। আর আমরা রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত কাউকে শাস্তি দেই না' *(বনী ইসরাঈল ১৭/১৫)*।

এই আয়াতের শেষাংশে দেখা যাচ্ছে যাদের কাছে কোন রাসূল পৌঁছায়নি, কোন এলাহী ম্যাসেজ পৌঁছায়নি, তাদেরকে আল্লাহ শাস্তি দিবেন না। অর্থাৎ তারা নাজাত পেয়ে যাবে। এ বিষয়টি এটাও ইঙ্গিত করে যে, এই জাতীয় মানুষ পৃথিবীতে থাকবে। কারা সেই সকল মানুষ তা নিয়ে বিভিন্ন স্কলাররি ব্যাখ্যা আছে। যেমন- (ক) যারা অপ্রাপ্ত বয়স্ক বা শিশু অবস্থায় মারা যায়। তারা রাসূল (ছাঃ) ও কুরআনের বার্তা বোঝার সক্ষমতা অর্জন করেনি। (খ) এমন কোন গোষ্ঠী বা গোত্র যারা কোন বিচ্ছিন্ন দ্বীপে বা গহীন অরণ্যে বা দুর্গম স্থানে বা প্রত্যন্ত গ্রামে বসবাস করে এবং যাদের কাছে নবী-রাসূল ও কুরআনের বার্তা পৌঁছায়নি। হয়ত তারা তাদের নিজস্ব কোন বিশ্বাসের উপর বলবৎ আছে। (গ) বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী মানুষ, যারা রাসূল ও কুরআনের বার্তা বুঝতে অক্ষম। (ঘ) অতীতের এমন কোন সময় যখন কোন নবী-রাসূল আগমন করেনি এবং সেই সময়ের মানুষ কোন নবী বা রাসূল পাননি। (ঙ) এমন কোন মানুষ বা মানুষের দল, যাদের কাছে কোন কারণে নবী-রাসূল ও কুরআনের বার্তা পৌঁছায়নি এবং সেই বার্তার সন্ধান করার মত তাদের কোন উপায় বা সক্ষমতা ছিল না। (চ) বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্য থেকে এমন কিছু মানুষ যারা রাসূল (ছাঃ) ও কুরআনের বার্তা পায়নি নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতার কারণে। (ছ) হয়ত এমন কিছু মানুষ আছে, যাদের কাছে নবী-রাসূল ও কুরআনের ভুল বার্তা পৌঁছেছে এবং সেটা সঠিক করার সুযোগ তাদের ছিল না। (জ) হয়তবা এমন কিছু মানুষ আছে যাদের কাছে মুসলমানরা রাসূল (ছাঃ) ও কুরআনের ব্যর্থ পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়েছে এবং মুসলমানদের এই ব্যর্থতার কারণে তারা রাসূল (ছাঃ) ও কুরআনের বার্তা গ্রহণ থেকে বঞ্চিত থেকেছে। চূড়ান্ত বিচারে আল্লাহই জানেন কারা কারা প্রকৃতই রাসূল (ছাঃ) ও কুরআনের বার্তা থেকে বঞ্চিত থেকেছে এবং তার ফলে নাজাত পেয়েছে।

(৩) নিশ্চিতভাবে অবিশ্বাসী হয়ত তাকেই বলা যাবে, যার কাছে নবী-রাসূল ও কুরআনের বার্তা পৌঁছেছে, তার চিন্তাশক্তি কর্মক্ষম, তার যৌক্তিক চিন্তা করার ক্ষমতা বিদ্যমান, তবুও সে রাসূল (ছাঃ) ও কুরআনের বার্তাকে বা এর কোন অংশকে অস্বীকার করেছে। এ জাতীয় অবিশ্বাসীরা কোন অবস্থাতেই আল্লাহ, রাসূল (ছাঃ) ও কুরআনের প্রতি ঈমান আনতো না। সকল সত্য তাদের কাছে স্পষ্ট হওয়ার পরও তারা তাদের অবিশ্বাসে অটল থাকত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, 'যদি আমরা তাদের প্রতি ফেরেশতা নাযিল করতাম ও তারা মৃতদের সাথে কথোপকথন করত এবং সকল বস্তু তাদের চোখের সামনে জীবিত করে সমবেত করে দিতাম তবুও তারা ঈমান আনতো না, আল্লাহ্র ইচ্ছা ব্যতীত। কিন্তু তাদের অধিকাংশই মূর্খ' *(আন'আম ৬/১১১)*।

তাই দেখা যাচ্ছে, যারা অনন্তকাল ধরে জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করবে তারা এমন সব মানুষ, যারা যদি পৃথিবীতে অনন্ত জীবনও লাভ করত, তবুও অনন্তকাল ধরেই অবিশ্বাসীই থাকতো।

উপরের আলোচনায় দেখা গেল, সকল বিশ্ব ধর্মকে বৈধতা দেওয়ার জন্য পেরেনিয়ালিস্টরা যেসব যুক্তির অবতারণা করেছে কুরআনের কোন কোন আয়াতের বিচ্ছিন্ন ব্যাখ্যার মাধ্যমে সেগুলি কুরআনের সামগ্রিক বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য নয়।

উপসংহার

এই প্রবন্ধে পেরেনিয়ালিজম মতবাদের উৎপত্তি ও বিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এই মতবাদটি পাশ্চাত্যের 'ইসলামিক স্টাডিজ' একাডেমিয়ার স্কলাররা ব্যাপকভাবে প্রচার করছে তাদের গবেষণা, লেখনী ও বক্তব্যের মাধ্যমে। ফলে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত সমাজে পেরেনিয়ালিজম মতবাদটি এক প্রকার গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছে। মতবাদটির মূল কথা হ'ল, সব বিশ্বধর্মের প্রদর্শিত পথই সঠিক এবং এটাই কুরআনের শিক্ষা, ইসলামের মধ্যপন্থা এবং ইসলামের ঐতিহ্যগত অবস্থান। তারা মনে করে যে, শুধু ইসলামই সঠিক এবং অন্যান্য সকল বিশ্বধর্ম ভ্রান্ত- এই ধারণাটি চরমপন্থী, মৌলবাদী, ধর্মান্ধ, জঙ্গীবাদী ও সাম্প্রদায়িক, যা মানবতা বিরোধী এবং শান্তির প্রতি হুমকি। পেরেনিয়ালিস্টরা কুরআনের বিভিন্ন আয়াত এককভাবে বা বিচ্ছিন্নভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে সেইসব আয়াতকে তাদের মতবাদের স্বপক্ষে প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছে। আমরা 'কুরআনের ব্যাখ্যা কুরআন' দিয়ে করার নীতি অনুসরণ করে দেখানোর চেষ্টা করেছি যে, পেরেনিয়ালিস্টদের বক্তব্যগুলি বিভ্রান্তিকর। জন্মগতভাবে বা আদমশুমারী অনুযায়ী মানুষ বিভিন্ন ধর্মীয় পরিচয় বহন করে বটে, কিন্তু এই পরিচয়গুলি সব সময় তাদের প্রকৃত বিশ্বাসের প্রতিনিধিত্ব করে না। বিশেষ করে আধুনিক মানুষ অনেকাংশই ধর্মকে অপ্রাসঙ্গিক রেখে তাদের জীবন পরিচালনা করে থাকে। মূল ব্যাপারটা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও কুরআনের প্রতি বিশ্বাস এবং সেই সূত্র ধরে আল্লাহ্‌র প্রতি, আখেরাতের প্রতি ও অন্যান্য আবশ্যিক বিষয়সমূহের প্রতি বিশ্বাস পোষণ করা এবং তদনুযায়ী সৎকাজ করা। এগুলি যে করবে সে আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্যতা পাবে। এর বাইরে অন্য কোন বিশ্বাসের ফরমুলার গ্রহণযোগ্যতা কুরআন বা সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত নয়। যার কাছে রাসূল (ছাঃ) ও কুরআনের বার্তা পৌঁছেছে এবং সে তার চিন্তাশক্তি দ্বারা উক্ত বার্তা বুঝেছে, তার জন্য রাসূল (ছাঃ) ও কুরআনের প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা আবশ্যক। অন্যথায় সে অবিশ্বাসী হিসাবে পরিগণিত হবে। যাদের কাছে রাসূল (ছাঃ) ও কুরআনের বার্তা পৌঁছায়নি কোন যুক্তিসঙ্গত কারণে, তাঁরা আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে রেহাই পাবে। যে অবিশ্বাসীরা অনন্ত কাল ধরে জাহান্নামে থাকবে তারা এমন অবিশ্বাসী যে, সমস্ত সত্য তাদের সামনে উদ্ভাসিত হ'লেও তারা কখনই বিশ্বাস আনয়ন করত না, অনন্তকাল ধরে পৃথিবীতে বেঁচে থাকলেও অনন্তকাল ধরেই অবিশ্বাসী থাকতো। চূড়ান্ত বিচারে, আল্লাহই মানুষের অন্তরের বিশ্বাসের খবর রাখেন এবং তিনি তাঁর সূক্ষ্ম এবং ন্যায়সঙ্গত বিচারে ঠিক করবেন কে তাঁর কাছে বিশ্বাসী হিসাবে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে, আর কে অবিশ্বাসী হিসাবে। সবশেষে পেরেনিয়ালিস্টদের কাছে আহ্বান, আপনারা কুরআনের যে আয়াতগুলিকে আপনাদের দাবীর স্বপক্ষে প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করেন, সেই আয়াতগুলির সাথে সংশ্লিষ্ট কুরআনের অন্যান্য আয়াতগুলি মিলিয়ে দেখুন এবং তার আলোকে আপনাদের মনোনীত আয়াতগুলি পুনঃবিবেচনা করুন। ইনশাআল্লাহ আপনারা সঠিক বুঝ পেয়ে যাবেন। আল্লাহ আমাদের সবাইকে সঠিক বুঝ দান করুন- আমীন!

মারকাযুস্ সুন্নাহ আস-সালাফী

(উন্নত চরিত্র গঠনে অনন্য প্রতিষ্ঠান) বালক শাখা (আবাসিক/অনাবাসিক/ডে-কেয়ার)

সেক্টর নং ০৫, রোড নং ৪০৫/২২১, হাউজ নং ৪৪, পূর্বাচল নতুন শহর, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

মক্তব, নার্সারী, হিফয

ভর্তি ফরম বিতরণ : ১লা ডিসেম্বর হ'তে ভর্তি পরীক্ষার পূর্ব পর্যন্ত
ভর্তি পরীক্ষা : ৩১ ডিসেম্বর ২০২১, শুক্রবার, সকাল ১০-টা
ভর্তি চলবে : ১লা জানুয়ারী হ'তে ৬ই জানুয়ারী ২০২২ পর্যন্ত
ক্লাস শুরু : ৮ই জানুয়ারী ২০২২, শনিবার

বৈশিষ্ট্য সমূহ

- শিক্ষার্থীদেরকে নির্ভেজাল তাওহীদ ও ছহীহ সুন্নাহ্‌র আলোকে চরিত্রবান ও সুন্নাতের পাবন্দ হিসাবে গড়ে তোলা।
- আবাসিক শিক্ষার্থীদের জন্য মানসম্মত আবাসন ও রুচিসম্মত খাবারের ব্যবস্থা।
- ইসলামী শিক্ষা ও আধুনিক শিক্ষার অপূর্ব সমন্বয়।
- অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পাঠদান।
- আবাসিক শিক্ষার্থীদের বিশেষভাবে তদারকি।

যোগাযোগ : *ঢাকা কুড়িল বিশ্ব রোড থেকে কাঞ্চন ব্রীজ, ভুলতা-গাউছিয়া থেকে কাঞ্চন ব্রীজ। অতঃপর রিক্সাযোগে পূর্বাচল নতুন শহর আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার ময়দান সংলগ্ন মাদ্রাসা। *গাযীপুর বাইপাস থেকে সিএনজি যোগে বাণিজ্য মেলা ময়দান সংলগ্ন মাদ্রাসা।
মোবাইল : ০১৩০০-৮০১০৪৬, ০১৯৭৮-৮০১০৪৬, ০১৬০১-৮০১০৪৬।

তাহরীকে জিহাদ : আহলেহাদীছ ও আহনাফ

*মূল (উর্দূ): হাফেয ছালাহুদ্দীন ইউসুফ**

*অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক***

(৭ম কিস্তি)

হযরত মাওলানা মাহমূদ হাসান ছাহেবের নযরবন্দিত্ব এবং তার মুক্তির জন্য প্রচেষ্টা

‘ওলামায়ে দেওবন্দের যে প্রতিনিধি দল ৬ই নভেম্বর ১৯১৭ সালে মীরাটে যুক্তপ্রদেশের লাট বাহাদুরের খেদমতে হাযির হয়ে হযরত মাওলানা মাহমূদ হাসান (মাদ্দা যিল্লুহুম ওয়া দামা ফায়যুহুম- তার ছায়া দীর্ঘায়িত হোক এবং তার দয়া অব্যাহত থাকুক) সম্পর্কে যথোপযুক্ত শিষ্টাচারসহ যে আবেদন পেশ করেছিলেন এবং জনাব লাট বাহাদুর পূর্ণ মেহেরবানী সহ যে আশ্বাসপূর্ণ জবাব দিয়েছিলেন আমরা সেই প্রতিনিধি দলের অবস্থা সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করেছিলাম। আমরা এ কথাও প্রকাশ করেছিলাম যে, প্রতিনিধি দলের সাক্ষাতের অনুমতি লাভের জন্য কয়েক মাস আগে থেকেই চেষ্টা-তদবীর চলছিল। কিন্তু লাট বাহাদুরের অতিশয় ব্যস্ত তার কারণে ৬ই নভেম্বরের আগে প্রতিনিধি দলের দরবারে সাক্ষাতের অনুমতি মেলেনি। আমরা এ কথাও প্রকাশ করেছিলাম যে, প্রতিনিধি দল লাট বাহাদুর সমীপে একটি দরখাস্ত পেশ করেছিলেন। আমরা তার ফল লাভের অপেক্ষায় ছিলাম। এ কারণে প্রশংসাভাজন হযরত মাওলানার নযরবন্দিত্বের ফলে যেসব মুসলিমের অন্তর ব্যথিত ও অস্থির ছিল তাদের অবগতির জন্য এতটুকু প্রকাশই যথেষ্ট মনে করেছিলাম যে, প্রতিনিধি দল সাক্ষাৎ করে আবেদন করেছেন এবং লাট বাহাদুর আশ্বাসপূর্ণ জবাব দিয়েছেন। সমবেদনা প্রকাশকারীদের তাগাদা সত্ত্বেও আমরা সেই আবেদনের অনুলিপি প্রকাশ করিনি। কিন্তু অনেক অপেক্ষার পরেও এখন পর্যন্ত যখন কোন ফল প্রকাশ পেল না, এদিকে আবার বহু মানুষ আমাদের কাছে ঐ অনুলিপি চাচ্ছেন, আর এও সত্য যে, এত বেশী সংখ্যায় অনুলিপি প্রেরণ আমাদের পক্ষে সহজ নয়, তাই আমরা তা প্রকাশের মাধ্যমে মুদ্রিত আকারে জানিয়ে দেওয়া সমীচীন মনে করছি। এ অনুলিপি দেখে সে সব মানুষও আশ্বস্ত হবেন যাদের মাঝে কিছু ভুল বর্ণনার প্রেক্ষিতে কিংবা নিজস্ব কল্পনা থেকে এমন ধারণা সৃষ্টি হয়েছে যে, ওলামা প্রতিনিধিদল হযরত মাওলানাকে অপরাধী স্বীকার করে মার্সি পিটিশন দাখিল করেছেন। দরখাস্ত নিজেই তার বিষয়বস্তু বলে দিচ্ছে। এছাড়াও তারা মৌখিক কিছু আবেদন করেছিলেন। মাওলানার সম্পর্কে যেসব ধারণা করা হয় সে আবেদনে তা-ই ছিল। মাওলানার মধ্যে এ রীতি (ইংরেজ বিরোধিতা) কখনই ছিল না। এ কথার সমর্থনে হযরত মাওলানার স্বহস্তে লিখিত কিছু ফৎওয়াও তারা দেখিয়ে ছিলেন। হ্যাঁ এটা অবশ্য ঠিক যে, লিখিত ও মৌখিক সব ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় শিষ্টাচার মেনে আবেদন-নিবেদন পেশ করা হয়েছে। আর আমরা তা সমর্থনও করি’।

দরখাস্তের অনুলিপি

দেওবন্দের ওলামা প্রতিনিধি দলের দরখাস্তের অনুলিপি যা ৬ই নভেম্বর ১৯১৭ সালে হিজ অনার স্যার জেমস মেস্টিন বাহাদুরকে সি.এস.আই. ও লেফটেনেন্ট গভর্ণর, যুক্তপ্রদেশ আগ্রা ও অযোধ্যা, মীরাট সমীপে যে দরখাস্ত হস্তান্তর ও পাঠ করে শুনানো হয় তার অনুলিপি।

উচ্চ খেতাবধারী হিজ অনার স্যার জেমস স্কারজি মেস্টিন ছাহেব বাহাদুর কে.সি.এস.আই লেফটেনেন্ট গভর্ণর, যুক্তপ্রদেশ আগ্রা ও অযোধ্যা সমীপে।

মহোদয়,

আমরা দারুল উলূম দেওবন্দের কিছু খাদেম একটি খাঁটি ধর্মীয় জামা‘আতের কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদল হিসাবে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি হিজ অনারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যা রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে যদিও আমাদের আলোচনার আওতায় অনেকটা পড়ে না, কিন্তু ধর্মীয় দিক দিয়ে তা মোটেও উপেক্ষণীয় নয়, যেই ধর্মীয় দিকের যোগ রয়েছে দারুল উলূমের সাথে, দারুল উলূমের দলীয় কর্মীদের সাথে এবং দারুল উলূমের সাহায্যকারী সাধারণ মুসলমানের সাথে।

মহোদয়,

আমরা নিজেদের স্বভাবজাত সরলতা ও স্বচ্ছতার পথে থেকে (যে পথ লৌকিকতা মুক্ত, ধর্মীয় ছায়ায় প্রতিপালিত এবং যাকে হিজ অনারের দয়ায় গভর্ণমেন্টের নিয়ম-নীতির নিরিখে আজ পর্যন্ত কোন আইনী বাধা-বিপত্তির মুখোমুখি হ’তে হয়নি।) এ মুহূর্তে নেহায়েত আদবের সাথে কিছু নিবেদন পেশ করছি। তাতে বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে যদিও সাময়িকভাবে হিজ অনারের কিংবা গভর্ণমেন্টের উচ্চপদস্থ অফিসারদের মেযাজ খাট্টা হ’তে পারে, কিন্তু সত্য এই যে, (আর সর্বদা সত্য বলাই আমাদের কর্তব্য) বর্তমান অবস্থাই আমাদেরকে এমন এক বিষয়ে এগিয়ে আসতে বাধ্য করেছে। যা সফল হ’লে আমরা বুঝতে পারব যে, এ পদক্ষেপে হিন্দুস্থানের মুসলমানদের অনন্য ধর্মীয় কেন্দ্রের সবচেয়ে বড় সম্মান অর্জিত হয়েছে এবং তা হিন্দুস্থানের সাধারণ জনগণের জন্য শান্তি ও স্বস্তির বড় কারণ হয়েছে। তাছাড়া তাতে খোদ সরকারের জন্য বর্তমান সাময়িক ঘোলাটে পরিস্থিতি সত্ত্বেও বড় ধরনের বাস্তব নিরাপত্তা ও শান্তি অর্জনের নিশ্চয়তা হবে এবং সরকারের এহেন কৌশলগত পদক্ষেপে সাধারণ মুসলিমদের হৃদয় বশীভূত হবে। একটি বড় দলীল হয়ে থাকবে।

আমাদের জামা‘আতের দরদী হিতাকাঙ্ক্ষী হিজ অনারের নিকট এ কথা অবিদিত নেই যে, শিক্ষক হযরত মাওলানা মাহমূদ হাসানের অনাকাঙ্ক্ষিত নযরবন্দী (গভর্ণমেন্টের নিকটে

* *পাকিস্তান কেন্দ্রীয় শারঈ আদালতের আজীবন উপদেষ্টা, প্রখ্যাত আহলেহাদীছ আলেম, লেখক ও গবেষক; সাবেক সম্পাদক, সাপ্তাহিক আল-ই‘তিছাম, লাহোর, পাকিস্তান।*

** *ঝিনাইদহ।*

তা যতই শক্তিশালী প্রমাণের ভিত্তিতে হোক না কেন) দারুল উলূমের সার্বিক অবস্থাকে নিদারুণ মর্মাহত করেছে। এক্ষণে বার বার তার মুক্তির আশা করা সত্ত্বেও দারুল উলূমের বন্ধু-বান্ধব এবং তার অসংখ্য শিক্ষার্থী তার দীর্ঘ বিচ্ছেদে অত্যন্ত ব্যাকুল ও ভগ্ন হৃদয়ে দারুল উলূমের কেন্দ্রীয় মর্যাদা ও কাফেলা প্রধান শামসুল ওলামা মাওলানা মৌলভী হাফেয মুহাম্মাদ আহমাদ ছাহেবের আল্লাহ প্রদত্ত সম্মান, পদ ও প্রভাবের সাথে আমাদের আশার তরী যুক্ত করে (অর্থাৎ তার নেতৃত্বে) হযরত মাওলানার মুক্তির জন্য প্রথমে আমরা আল্লাহ্র রহমতের উপর এবং পরে হিজ অনারের বিশেষ বিবেচনার উপর ভরসা করছি। আশা করি আমরা নিরাশ হব না।

এ কথা প্রকাশের আমরা তেমন কোন প্রয়োজন বোধ করি না যে, আমাদের জামা'আত একটি রক্ষণশীল জামা'আত। যাদের অধিকার প্রার্থনা কিংবা দাবী-দাওয়া আদায়ে আজকালকার প্রচলিত নতুন নতুন পথ ও পদ্ধতির সাথে আদৌ কোন সম্পর্ক নেই।

আবার আমাদের সমমনা এমন কোন সম্মানিত ব্যক্তিও নেই যিনি কাউন্সিল সমূহে আমাদের কোন চাওয়া-পাওয়া সম্পর্কে বিরামহীন চেষ্টা-চরিত্র চালিয়ে যাবেন। আবার ইংরেজী শিক্ষাও আমাদের মস্তিষ্ককে এতটা আলোকিত করেনি যে, আমাদের আবেদনগুলি মনযূর করিয়ে নিতে আমরা আয়ারল্যাণ্ডের কিংবা কমপক্ষে ন্যাশনাল কংগ্রেসের অনুকরণে আইনী কিংবা বেআইনী আন্দোলন (agitation) খাড়া করব। এহেন আন্দোলনকে আমরা আমাদের দুর্বলতা হেতু রাষ্ট্রীয় শিষ্টাচার রক্ষার ক্ষেত্রে অদূরদর্শিতা মনে করি।

আমাদেরকে নিঃসন্দেহে এরূপ সুপরামর্শও দেওয়া হয়েছে যে, আইনী সীমারেখার মধ্যে থেকে মিছিল-মিটিং ও শোরগোল তুললে তোমাদের নযরবন্দ ব্যক্তিকেও মিঃ এনি বেসান্টের মতো ছেড়ে দেওয়া হবে। কিন্তু আমাদের কেউ চাটুকার বলুক, কিংবা ভীরু অথবা দূরদর্শী কিংবা বুদ্ধিমান বলুক আমরা শুধু বললাম, প্রথমত সাধারণ নযরবন্দ ব্যক্তিদের ব্যাপারে মিঃ এনি বেসান্টের দৃষ্টান্ত আমাদের জন্য পুরোপুরি দিকনির্দেশনা দেয় না। দ্বিতীয়তঃ যদি আমরা কিছু জোরালো রেজুলেশন পাশ করি এবং দু'চারটা টেলিগ্রাম বা তারবার্তা ভাইসরয় বাহাদুর ও স্টেট সেক্রেটারী (রাজ্য সচিব) বরাবর পাঠিয়ে দিয়ে জনতার মিছিল ও হট্টগোলে শরীক হই, তবে আমাদের নিজেদের নীরব মতাদর্শের উপরে অবস্থান করে যে ফায়েদাটুকু আমরা পেতাম, সেটাও হাতছাড়া হয়ে যাওয়া ছাড়া তার আর কি ফলাফল হ'তে পারে?

মহোদয়,

এ সূক্ষ্ম বিষয় বিশেষভাবে হিজ অনারের মতো হুঁশিয়ার শাসকের মনোযোগ আকর্ষণযোগ্য যে, মিঃ এনি বেসান্টের ঘটনায় ইউরোপীয় এসোসিয়েশনের তীক্ষ্ণধীসম্পন্ন সদস্যদের মনে গভর্ণমেন্টের দরবারে ভদ্র শান্তিপ্রিয়দের তুলনায় বেআদব, হট্টগোলকারী ও আন্দোলনপ্রিয়রা বেশী সফলতা পাচ্ছে বলে সন্দেহ সৃষ্টি হচ্ছে। যদি এ সন্দেহ কোন পর্যায়েও মূল্য পায়, তাহ'লে তার ক্ষতিপূরণের উপায় হিসাবে সম্পূর্ণ নীরব ও রাজনীতির সাথে পুরোপুরি সম্পর্কহীন একটি জামা'আতের প্রার্থনা মতো গভর্ণমেন্ট দয়া করে হযরত মাওলানা মাহমূদ হাসান ছাহেবকে সত্বর মুক্তি প্রদান করলে এ মুহূর্তে তার থেকে ভালো কিছু আর হবে না। তাতে সরকারের পক্ষে শুধু আমাদের পুরো জামা'আতেরই নয়; বরং সকল ইসলামী গণমানুষের মন জয় ও কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করা সম্ভব হবে এবং সরকারের পক্ষ হ'তে সর্বতোভাবে প্রমাণ হবে যে, নীরব শান্তিপ্রিয়রা আন্দোলনপ্রিয়দের থেকে সফলতা লাভে বেশী সক্ষম হ'তে পারে।

মহোদয়,

ত্রিশ-চল্লিশ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের এ কথা বলতে একটুও দ্বিধা নেই যে, হযরত মাওলানা মাহমূদ হাসান সারা জীবন তামাম দেওবন্দী জামা'আতের মতোই রাজনৈতিক ডামাডোল থেকে দূরে থেকেছেন। না তিনি স্বাদেশিকতাবাদী, আর না তিনি জাতীয়তাবাদী; বরং তিনি একজন সাচ্চা আল্লাহ প্রেমিক মানুষ। আর মানুষ যতক্ষণ মানুষ, ততক্ষণ তার থেকে বিস্মৃতি, ভুল-ভ্রান্তি ও ভুল বুঝাবুঝি হতেই পারে। কিন্তু একজন দ্বীনদার ধার্মিক মানুষ কখনো বদ স্বভাবের হ'তে পারে না। আমাদের পূর্ববর্তী ৪০ বছরের অভিজ্ঞতা এবং হযরত মাওলানার স্বহস্তে লেখা কিছু রচনার ভিত্তিতে আমরা তাকে দ্বীনদার নেক স্বভাবের বলেই জানি। এজন্য যুক্তপ্রদেশ সরকারের নিম্নের ঘোষণা যে, 'লিখিত ও অন্যান্য সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে প্রমাণিত হয় যে, মাওলানা মাহমূদ হাসান ছাহেব হিজ মেজেস্টি মহামতি সম্রাটের দুশমনদের সেনা সন্নিবেশ পরিকল্পনায় সাহায্য করেছেন'... থেকে আমরা খুবই পেরেশানী ও দুঃখবোধ করছি। কিন্তু সেই লিখিত ও অন্যান্য সাক্ষ্য-প্রমাণ জানা ও পরীক্ষা করার কোন সুযোগ যখন আমাদের নেই, তখন পথ সংক্ষেপ করার জন্য আমরা স্রেফ এই আবেদন করতে চাই যে, যদি প্রশংসাভাজন মাওলানার আওয়ায কিছু রাজনৈতিক ব্যক্তির আওয়াযের সাথে মিশে গভর্ণমেন্টের কানে পৌঁছে থাকেও, তবুও করুণা ও প্রজাবাৎসল্যের কথা মনে করে গভর্ণমেন্ট যেন এমন এক ব্যক্তিত্বকে মুক্তিদানে একটুও দ্বিধা না করেন যার মুক্তিতে একটি গৌরবময় ইসলামী জামা'আতের আবেগ-অনুভূতি গভর্ণমেন্টের প্রতি কৃতজ্ঞতাপাশে বন্দী হয়ে থাকবে এবং দারুল উলূমের দরজা-প্রাচীর দিয়ে গভীর কৃতজ্ঞতার উপচে পড়া এমন আবেগের ঢেউ নযরে আসবে যা সম্ভবত ইতিপূর্বে কখনও দেখা যায়নি।

হিজ অনারের প্রশস্ত হৃদয় ও করুণা-মেহেরবানী যা আজ অবধি আমাদের জামা'আতের উপর ক্রিয়াশীল, তাতে আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস যে, আমাদের এ দরখাস্ত বৃথা যাবে না এবং হিজ অনার যথাসাধ্য মেহেরবানী করতে কোন কসুর করবেন না।

পরিশেষে আমরা অতি কথনের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং সফলতা ও কল্যাণের আশা রেখে এ অকিঞ্চিৎকর লেখা এখানেই শেষ করছি। আমরা আপনার অকৃত্রিম শুভানুধ্যায়ী ও বিশ্বস্ত-

ওলামায়ে দেওবন্দ ১৮ই মুহাররম ১৩৩৬ হিজরী মোতাবেক ৬ই নভেম্বর ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে।[১]

দরখাস্তের আলোকে

দেওবন্দের আলেমদের উক্ত সম্মিলিত দরখাস্ত থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।-

১. মাওলানা মাহমূদ হাসান (শায়খুল হিন্দ) রেশমী রুমাল আন্দোলনের মাধ্যমে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন বলে প্রমাণ করানোর চেষ্টা করা হয়, তা মোটেও বাস্তবসম্মত নয়। তিনি ইংরেজের বিরুদ্ধে কোন আন্দোলনে অংশ নেননি।

২. মাওলানা মাহমূদ হাসান মরহূমের গ্রেফতারী স্রেফ সন্দেহের বশে হয়েছিল।

৩. মাওলানা মাহমূদ হাসান সহ সমগ্র দেওবন্দী জামা'আত রাজনৈতিক ডামাডোল থেকে পৃথক ছিলেন এবং যে স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তাবাদী চেতনা থেকে মানুষ সাধারণত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নিয়ে থাকে, তা থেকে পবিত্র ছিলেন।

৪. দেওবন্দী জামা'আত 'একটি সম্পূর্ণ নিশ্চুপ এবং রাজনীতির সাথে সম্পর্কহীন জামা'আত'।

৫. এ দরখাস্ত ১৯১৭ সালের। যার পরিষ্কার অর্থ, ১৯১৭ সালের আগে দেওবন্দী আলেমদের সম্মিলিত স্বীকৃতি অনুসারে দেওবন্দী আলেমদের জিহাদ আন্দোলন অথবা স্বাধীনতা আন্দোলন কিংবা অন্য কোন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের কোন প্রমাণ নেই। যদি কোন ব্যক্তি এমন দাবী করেন এবং তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের কথা বলেন তবে তার দাবী ভুল।

এই সম্মিলিত দরখাস্ত থেকে আমাদের এই অবস্থানের সমর্থন মেলে যে, দেওবন্দী আলেমদের ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের নায়ক সাব্যস্ত করা অথবা তাদেরকে জিহাদ আন্দোলনের সেনাপতি প্রমাণ করা সরাসরি ইতিহাস বিকৃতি।

শায়খুল হিন্দের প্রথম দিকের জীবনী লেখকদের বর্ণনা থেকে সমর্থন

পূর্বের বর্ণনা থেকে যদিও দেওবন্দী মুরব্বীদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের দৈর্ঘ-প্রস্থ তথা সীমারেখা পরিষ্কার হয়ে গেছে, তথাপি এ প্রসঙ্গে আরো সূত্র ও সাক্ষ্যের উল্লেখ কম চিত্তাকর্ষক হবে না। এজন্য সেটাও দেখা ভালো। এ প্রসঙ্গে আমরা শায়খুল হিন্দের প্রথম দিকের দু'জন নির্ভরযোগ্য জীবনী লেখকের বর্ণনা উল্লেখ করব।-

রেশমী রুমাল আন্দোলনের দু'টি দিকের কথা বলা হয়।

'একটি দিক, হিন্দুস্থানের বাইরে ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রচার-প্রোপাগাণ্ডা চালানো এবং বিভিন্ন দেশে নিজেদের দূত পাঠিয়ে বহিঃশক্তির সাহায্য গ্রহণ। দ্বিতীয় দিকটি ছিল, হিন্দুস্থানের মুসলমানদের মধ্যে জাগরণ সৃষ্টি করা এবং বাইরে থেকে সৃষ্ট আন্দোলনকে সহযোগিতা দানের জন্য তাদের প্রস্তুত করা'।[২]

শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমূদ হাসানের হেজায সফর এবং সেখানে গালিব পাশা, আনওয়ার পাশা ও অন্যান্য তুর্কী কর্মকর্তার সাথে সাক্ষাৎ- বর্ণিত প্রথম উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে বলে বলা হয়ে থাকে। কিন্তু 'আসীরে মাল্টা' যা ঐ সফর ও সফরে সংঘটিত ঘটনাবলীর সবচেয়ে প্রামাণ্য ও গ্রহণযোগ্য বই এবং যার লেখক মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী মরহূম, যিনি শায়খুল হিন্দের সফরসঙ্গী হিসাবে প্রকাশ্যে নির্জনে সর্বদা তার সঙ্গী ছিলেন, তাতে হেজায সফরের উদ্দেশ্য সম্পর্কে এ কথা বলা হয়েছে যে, বলকান ও ত্রিপলী যুদ্ধে মাওলানা মাহমূদ হাসান মরহূম তুর্কী খেলাফতের প্রতি সহানুভূতিশীল ও তার হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। এজন্য ইংরেজদের ইঙ্গিতে তুর্কী খেলাফতের বিরুদ্ধে যেসব ফৎওয়া ও বিবৃতি প্রদান করা হ'ত তিনি তার ঘোর বিরোধী ছিলেন। এ বিষয়টিই মরহূম মাওলানা সম্পর্কে ইংরেজ সরকারকে বিদ্বিষ্ট করে তোলে এবং তাকে গ্রেফতার করা হ'তে পারে বলে সন্দেহ সৃষ্টি হয়। তাই গ্রেফতারী থেকে বাঁচার জন্য তিনি হেজায গমনের সংকল্প করেন। এ বিষয়ে মাওলানা মাদানী মরহূম লিখেছেন, 'যেহেতু মাওলানার ধর্মীয় সম্মানবোধ অত্যন্ত তীব্র ছিল, সেহেতু এসব অবস্থা দেখে তিনি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন না। তাই ধর্মীয় জোশে কোন কোন সময় প্রথা ও রাষ্ট্রবিরোধী কথাও মুখ ফসকে বেরিয়ে যেত। যার ফলে গভর্ণমেন্টের খয়ের খাঁ, ইসলামের দুশমন ও প্রবৃত্তিপূজারীদের দল তার বিরুদ্ধে সরকারের নিকট কান ভাঙানির সুযোগ পেয়ে যায়। মরহূম মাওলানার দুশমনদের অনেক দিন থেকেই তাকে অপমান-অপদস্থ করার বাসনা ছিল। তাদের সে বাসনা পূর্ণ হ'ল... এদিকে তুর্কীরা খেলাফত লাভের হকদার নয় মর্মে দু'বার ফৎওয়া প্রকাশিত হয় এবং (তার সম্মতি ও স্বাক্ষরের জন্য) দু'বার তার সামনে তা উত্থাপন করা হয়। দু'বারই তিনি তা নাকচ করে দেন এবং যারা যারা এর পক্ষে লিখেছিলেন তিনি তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ভাষা ব্যবহার করেন, সর্বসমক্ষে তাদের একেবারে ছুঁড়ে মারেন। যেহেতু এ ফৎওয়া সরকারের ইঙ্গিতে কিংবা আদেশে প্রদান করা হয়েছিল, সেহেতু উক্ত কারণে সরকার তার প্রতি আরো সন্দেহপ্রবণ হয়ে ওঠে.... মৌলভী আব্দুল হক হক্কানী প্রমুখ ছিলেন এ ফৎওয়ার উদগাতা ও লেখক।[৩] এ দিনগুলিতে আফগানিস্তান সীমান্তেও নানা ঘটনার সূত্রপাত হয় এবং তাতে সরকারের প্রাণহানি, অর্থহানি দু'টিই ঘটে। যেহেতু সীমান্তের উপজাতিগুলির মাঝে এ ধরনের আন্দোলন সচরাচর তথাকার মৌলভীদের দ্বারা ঘটে এবং ইয়াগিস্তান কিংবা আফগানিস্তানের অধিকাংশ মৌলভী ছিলেন মাওলানা মরহূমের ছাত্র কিংবা শুভানুধ্যায়ী, সেহেতু দুশমনদের গভর্ণমেন্টের নিকট তার বিরুদ্ধে কান ভারি করার সুযোগ এসে যায়। সরকারকে বুঝানো হয় যে, ইয়াগিস্তানের উপজাতিগুলির মাঝে যে নানামুখী জিহাদী তৎপরতা চলছে তা মাওলানা ছাহেবের ইঙ্গিতে হচ্ছে। এ

১. *মাসিক 'আর-রশীদ', দেওবন্দ, রজব ১৩৩৬ হিজরী থেকে সংকলিত।*
২. *মাওলানা সাঈদ আহমাদ আকবরাবাদী, প্রবন্ধ : 'ওলামায়ে হিন্দ কা সিয়াসী মাওকেফ', মাসিক বুরহান, দিল্লী, নভেম্বর ১৯৪৮, পৃ. ৬৫।*
৩. *ইংরেজদের ইঙ্গিতে ও তাদের সমর্থনে লেখা ফৎওয়াসমূহের লেখকরাও ছিলেন মূলত হানাফী আলেমকুল।- লেখক।*

সুযোগে শত্রুরা বলকান ও ত্রিপলীর যুদ্ধকালে মাওলানার আবেগমথিত আলোচনা তুলে ধরে গভর্ণমেন্টকে তার প্রতি আরো সন্দিগ্ধ করার চেষ্টা চালাতে থাকে। মোদ্দাকথা, একদিকে যুদ্ধের ঘটনাবলী মাওলানা মরহূমের উপর প্রভাব ফেলছিল, অন্যদিকে তার প্রতি সরকারের সন্দেহ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছিল, আর শত্রুদেরও তার বিরুদ্ধে বরাবর নানা সুযোগ হাতে আসছিল। শেষ পর্যন্ত অবস্থা এতদূর গড়ায় যে, মাওলানার প্রতি সরকারের সন্দেহের তীর অত্যন্ত প্রবল হয়ে দাঁড়ায়। চারিদিকের খবর সম্পর্কে অবগত কিছু বন্ধু-বান্ধব মাওলানাকে জানান যে, এ সময়ে গভর্ণমেন্ট 'ইণ্ডিয়া সেফটি এ্যাক্ট'-এর অধীনে লোকদের গ্রেফতার করছে। ইতিমধ্যে 'যমীনদার' পত্রিকার সম্পাদক মৌলভী যাফর আলী খান, 'কমরেড' পত্রিকার সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ আলী ও তার ভাই মাওলানা শওকত আলী প্রমুখ নযরবন্দ হয়েছেন, আপনার সম্পর্কেও সরকারের এমনই চিন্তা-ভাবনা চলছে। তাই এই ফিৎনার যুগে যখন কোন ইনভেস্টিগেশন যথাযথ হয় না, তখন নিজের হেফাযতের ব্যবস্থা আপনি নিজেই করুন! কিছুদিন আগে থেকেই মাওলানা মরহূমের হেজায সফরের ইচ্ছা ছিল। তাই এ সময়ে হেজায সফরই সমীচীন বোধ হয়। সেখানে অন্তত মহাযুদ্ধের দিনগুলি নিরাপদে ও নিশ্চিন্তে মা'বূদের স্মরণে কাটানো যাবে। জীবনের শেষাংশ এমন সৌভাগ্যের ও বরকতময় স্থানে ব্যয় করতে পারা খুবই উত্তম ও উপযোগী হবে'।[৪]

যেখানে গালিব পাশা ও অন্যদের সঙ্গে যোগ দিয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে সাহায্য লাভের কথা উঠছে সেখানে মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী মরহূম আগুনে পানি ঢালার মতো করে 'মাওলানার বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ ও তার অযৌক্তিকতা' শিরোনামে লিখছেন, 'এ স্থানে ঐ খবরের জট খুলে দেওয়াও সমীচীন মনে করছি, যে খবর শত্রুরা গভর্ণমেন্টের কানে পৌঁছিয়েছিল এবং যার সম্পর্কে আমাদেরকে বার বার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। গভর্ণমেন্টের কানে এ খবর পৌঁছানো হয়েছিল যে, মাওলানা মরহূম মক্কা মু'আযযমায় অবস্থানকালে হেজাযের গভর্ণর গালিব পাশার সাথে দেখা করে হিন্দুস্থান-বাসীদের উদ্বুদ্ধকরণ ও তুর্কীদের পক্ষ থেকে সকল প্রকার সাহায্য-সহযোগিতা প্রদানের প্রতিশ্রুতিযুক্ত একটি লিখিত পত্র লাভ করেছেন। সে পত্র মৌলভী মুহাম্মাদ মিয়াঁ ছাহেব মদীনা মুনাওয়ারা থেকে নিজে সাথে করে নিয়ে আসেন এবং হিন্দুস্থানের লোকেরা সে পত্র দেখেছে। আমি বুঝি না, এ ধরনের অবাস্তব কথা ও গুজবে গভর্ণমেন্ট কেন কান দেয় এবং প্রত্যেক ভদ্র-অভদ্রের অযৌক্তিক কথায় বিশ্বাস করে।

গালিব পাশার সাথে মাওলানার সাক্ষাৎ হয় হজ্জের আগে সম্ভব হবে, নয় পরে। কিন্তু যেহেতু সারা পৃথিবী জানে যে, গালিব পাশা তায়েফে বাস করতেন, বিশেষ করে গরমকালে। এজন্য হজ্জের আগে তার সাথে সাক্ষাৎ সম্ভব ছিল না। গালিব পাশা সে বছরও তায়েফ থেকে রওয়ানা দিয়ে সোজা আরাফাতে এসে হজ্জে শরীক হন। মাওলানা মরহূমও হজ্জের আগে মক্কা মু'আযযমার বাইরে কোথাও যাননি। হজ্জ শেষে অবশ্য গালিব পাশা মক্কায় এসেছিলেন, কিন্তু যেহেতু সিরীয় কাফেলা হজ্জে এসেছিল এবং তার পরিচালক ছিলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী আনোয়ার পাশার সম্মানিত পিতা, সেহেতু গভর্ণর ছাহেবের নিজের সরকারী দায়-দায়িত্বের বাইরে কারো সাথে একটা কথা বলারও অবকাশ ছিল না। পুরো কাফেলার ব্যবস্থা করা, কোষাগারের চিন্তা, আনোয়ার পাশার সম্মানিত পিতার যত্ন-আপ্যায়ন, হজ্জের ব্যবস্থাপনা, শহরের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, দূর-দূরান্ত থেকে আগত তুর্কী কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাৎ ইত্যাদি নানা কারণে তার এত সময় কোথায় ছিল যে, তিনি মাওলানার সাথে প্রারম্ভিক সাক্ষাৎ ও পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন করবেন? আবার সে সম্পর্কও এতটা গভীর ও উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছবে যে, তা শাহী অঙ্গীকারনামা এবং প্রতিশ্রুতি পত্র তৈরি ও হস্তান্তরের উপলক্ষ হয়ে দাঁড়াবে? এমন কাজে তো মাসের পর মাস লেগে যায়!

এদিকে মাওলানারও মদীনা মুনাওয়ারা যাত্রার চিন্তা, সেজন্য প্রস্তুতি নেওয়া, মাওলানার নিকট আগত বিভিন্ন শ্রেণীর হিন্দুস্থানী হাজীদের সব সময় লেগে থাকা ভিড় সামাল দেওয়া এবং হারাম শরীফে ইবাদতের আগ্রহ, যা বহুকাল পর নছীব হয়েছিল, এতসব কিছু তাকেই বা কি করে এ জাতীয় কথার সুযোগ করে দেবে? তদুপরি ঘটনা এমন দাঁড়ায় যে, গালিব পাশা সিরীয় কাফেলা রওয়ানা হওয়ার পরপরই তায়েফ ফিরে যান। আবার তুর্কী ভাষা ছাড়া না তিনি উর্দূ-ফারসী জানতেন, (দু'চারটে প্রয়োজনীয় শব্দ ছাড়া কথাবার্তা চালানোর মতো আরবীও তার জানা ছিল না) আর না মাওলানাও তুর্কী ভাষা জানতেন। মাওলানার সেখানে এমন কোন মধ্যস্থতাকারীও ছিল না যে তার মাধ্যমে এমন একজন উচ্চপদস্থ শাসকের নিকট তিনি পৌঁছতে পারবেন। আর জীবনভর মাওলানারও না শাসকশ্রেণী ও দুনিয়াদারদের প্রতি কোন আন্তরিক আকর্ষণ ছিল। এতসব প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও জানি না গভর্ণমেন্ট কোত্থেকে গালিব পাশার প্রতিশ্রুতি পত্রের পেরেশানী উদ্রেককারী স্বপ্ন দেখল এবং তার উপর দৃঢ় বিশ্বাস করে বসল। এভাবেই গভর্ণমেন্টের লোকেরা যারা দৃশ্যত গভর্ণমেন্টের বন্ধু কিন্তু বাস্তবে শত্রু, গভর্ণমেন্টকে ভুলভাল অনেক ধোঁকা দিয়েছে। ঘটনাবলীর সত্যতা তাদের সেসব ভুল দিবালোকের মতো স্পষ্ট করে দিয়েছে।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মাওলানার মধ্যে ইসলামের প্রতি সহানুভূতি ও দ্বীনী মহব্বত অনেক বেশী ছিল। এ কারণে স্বদেশ ও স্বজাতির আযাদী লাভের চিন্তাও তার মধ্যে বেশী মাত্রায় ছিল। এ নিয়ে তিনি সর্বদাই পেরেশান থাকতেন। নানারকম ব্যবস্থা ও কার্যক্রমও হাতে নিতেন। কিন্তু কথা এখানে যে, এসব উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মাওলানা কোন বাইরের রাষ্ট্রের সাহায্য গ্রহণ এবং তদ্বারা গভর্ণমেন্টের ক্ষতি করার মানসে কোন পদক্ষেপ নিয়েছিলেন কি? শত্রুরা তো এমনই এক জুজুবুড়ির ভয় দেখিয়ে গভর্ণমেন্টকে মাওলানার প্রতি

৪. *সফরনামা 'আসীরে মাল্টা' পৃ. ১৪-১৬, লাহোর ছাপা।*

সন্দেহাকুল করে তোলে। গভর্ণমেন্ট দেশের অভ্যন্তরে স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা এবং আইনী সীমারেখার মধ্যে থেকে ইসলামের যেসব কাজ নিরাপত্তা ও শান্তিপূর্ণ সেগুলির প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শনে বাধা দিত না এবং খারাপ বিবেচনা করত না ।

... মোটকথা, যেসব অকপট চাওয়া-পাওয়া আম-খাছ সবার মধ্যে থাকা সমীচীন, তা লাভের চেষ্টা করা বরং গভর্ণমেন্টের উদ্দেশ্য পূরণে সহযোগিতা করা। এজন্য গভর্ণমেন্টের নিকট প্রজাদের এমন কাজ খুবই প্রিয় ও পসন্দনীয়। কিন্তু সেক্ষেত্রে বাইরের রাষ্ট্র সমূহের সাথে যোগাযোগকে ভালো চোখে দেখা হয় না। অথচ শত্রুরা সেই মিথ্যা রটনাটাই বহু ভাবে করেছিল। কিন্তু আল-হামদুলিল্লাহ, তাদের কোন কথাই প্রমাণিত হয়নি এবং তাতে বাস্তবতার ছিটেফোঁটাও ছিল না।

লোকেরা গভর্ণমেন্টের কানে একথাও পৌঁছিয়েছিল যে, মাওলানা ছাহেব আনোয়ার পাশা ও জামাল পাশার নিকট থেকে লিখিত প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকারনামা হাছিল করে মৌলভী হাদী হাসান ছাহেবের মাধ্যমে অমুক কাপড়ে মুড়িয়ে অমুক সিন্দুকে করে পাঠিয়েছেন। এ খবর পাওয়ার সাথে সাথেই নিরাপত্তারক্ষীরা মৌলভী হাদী হাসান ছাহেবের অনুপস্থিতিতে তার বাড়িতে গিয়ে হাযির হয় এবং বাড়ি তল্লাশির নামে তন্ন তন্ন করে সিন্দুকের মধ্যে খোঁজ করে। প্রতিটা শেলফ বা তাক ভেঙে ফেলে। কিন্তু কিছুই বের হ'ল না। আর বের হবেই বা কি করে? যে জিনিস হয়ই নি তা বের হবে কোত্থেকে? কিন্তু শত্রুরা গভর্ণমেন্টকে ধোঁকায় ফেলতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করেনি।

এসব কাজে লাভের লাভ এতটুকু অবশ্যই হয়েছে যে, গভর্ণমেন্ট বুঝে ফেলেছে, মাওলানা সম্পর্কে আনীত অধিকাংশ কথাই বাস্তবতা বিরোধী এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ ও হিংসা চরিতার্থ করার জন্য এগুলি আনা হয়েছে'।[৫]

সামনে গিয়ে পুনরায় তিনি মাওলানা মরহূমের জামাল পাশা ও আনোয়ার পাশার সাথে দেখা করা এবং তাদের থেকে অঙ্গীকারনামা অর্জনকে অসত্য, মিথ্যা অপবাদ ও স্রেফ গুজব বলে আখ্যায়িত করেছেন।[৬]

এখন প্রশ্ন দাঁড়ায় যে, মাওলানা মাহমূদ হাসান মরহূম যদি গালিব পাশা ও অন্যান্যদের নিকট সাহায্যের আবেদন না-ই করবেন তাহ'লে তাকে গ্রেফতার করা হ'ল কেন? তার কারণ সম্পর্কে মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী মরহূম বলেছেন যে, তুর্কীদের বিরুদ্ধে কুফরীর ফৎওয়া তৈরি করা হয়েছিল। তার উপর শায়খুল হিন্দ ও তার সঙ্গীদেরও স্বাক্ষর করতে বলা হয়েছিল। কিন্তু তারা স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করায় হেজাযের শাসক শরীফ হুসাইন তাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হন এবং তাদের গ্রেফতার করে ইংরেজদের হাতে সোপর্দ করেন। *[সারকথা, আসীরে মাল্টা।]*

২- শায়খুল হিন্দের অন্য একজন জীবনী লেখক মাওলানা সাইয়েদ আছগার হুসাইন 'কুধারণা সৃষ্টির আরেক কাহিনী' শিরোনামে ঐ গ্রেফতারীর আরেকটি কারণ উল্লেখ করেছেন। সে কারণের সাথেও বর্ণিত রেশমী রুমাল আন্দোলনের কোন সম্পর্ক নেই।[৭]

স্মরণ রাখুন, এ গ্রন্থও বড়ই বিশ্বাসযোগ্য ও প্রামাণ্য। গ্রন্থের ভূমিকায় গ্রন্থটিতে বর্ণিত ঘটনাবলী ও বিবরণাদির প্রামাণ্যতা সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'এ গ্রন্থে যা কিছু লেখা হয়েছে তার অধিকাংশই চোখে দেখা অথবা হযরত আকদাসের বরকতময় মুখ থেকে শোনা, অথবা কিছু খুবই নির্ভরযোগ্য মনীষীর বর্ণনা *(পৃ. ১০)*। তাছাড়াও রূহানীভাবে গ্রন্থটি যে শায়খুল হিন্দের পসন্দসই হয়েছিল তার প্রকাশ নিম্নোক্ত শব্দে তুলে ধরা হয়েছে। 'গ্রন্থটি বিন্যাস ও রচনাকালে বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে সাতবার স্বপ্নে হযরতের যিয়ারত নছীব হওয়ায় এতটুকু আশা করা যায় যে, তিনি নারায নন' *(পৃ. ১১)*।

এ গ্রন্থেও হযরত শায়খুল হিন্দ ও তার সাথীদের গ্রেফতারের সেসব কারণ উল্লেখ করা হয়েছে যা 'আসীরে মাল্টা' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানেও কোথাও 'রেশমী রুমাল আন্দোলনের' উল্লেখ নেই। বরং এক জায়গায় লেখা আছে, 'নেককারদের এই জামা'আত, যাদের নির্জনতা, ইবাদতে ব্যস্ততা, দুনিয়াবিমুখতা ও সত্য প্রকাশ ছাড়া নিজেদের কোন অপরাধ আছে বলে জানা ছিল না তারা (গ্রেফতারের) এ হুকুম শুনে হতভম্ব হয়ে যান' *(পৃ. ৭২)*।

যাহোক শায়খুল হিন্দের এই দুইজন প্রথম দিকের বিশ্বস্ত জীবনীকার এ বিষয়ে একমত যে, তার গ্রেফতারী ইংরেজের বিরুদ্ধে কোন আন্দোলনের ফলে ছিল না, বরং তা ছিল অহেতুক গুজব, মিথ্যা অপবাদ, হেজাযে উদ্ভূত কাফের সাব্যস্ত করার ফৎওয়া স্বাক্ষরে অস্বীকৃতি এবং অন্যান্য সন্দেহজনক বিষয়ের ফলশ্রুতিতে সৃষ্ট ফিৎনা।

এছাড়াও ঐ দুই জীবনী গ্রন্থে একথাও বলা হয়েছে যে, হযরত শায়খুল হিন্দ হেজায সফরকালে স্বাভাবিক বয়সের শেষ দিকে উপনীত হয়েছিলেন। তখন তার বয়স ছিল সত্তুরের ঊর্ধ্বে। এ বয়সে তার কোন রাজনৈতিক আন্দোলনের সূত্রপাত করা কিংবা তাতে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো সক্ষমতা ছিল না।

গ্রেফতারকাল অবধি শায়খুল হিন্দ ও তার হাযার হাযার ছাত্র রাজনৈতিক বিষয়াদি ও কার্যাবলী থেকে সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কহীন ছিলেন। 'রাজনীতি ও বর্তমান পরিস্থিতির সাথে সম্পৃক্ততা' শিরোনামে মাওলানা সাইয়েদ আছগার হুসাইন (রহঃ) যা কিছু লিখেছেন তার শব্দে শব্দে উক্ত কথার সমর্থন মেলে। এতদ্বিষয়ক বিস্তারিত বর্ণনা নীচে উদ্ধৃত হ'ল।-

তিনি লিখেছেন, 'হযরত মাওলানা প্রকৃত অর্থেই দুনিয়াত্যাগী, পরকালে আগ্রহী, নির্জনতাপ্রিয় আলেম ছিলেন। বাইরে পড়া-পড়ানো ও হাদীছ শিক্ষাদান এবং ভিতরে হিম্মত, তাওয়াজ্জুহ ও যিকির-ফিকিরের তা'লীম প্রদানের মাধ্যমে সারা জীবন মানুষের সংশোধন ও সংস্কারে লিপ্ত ছিলেন। খ্যাতির পথ ও

৫. *আসীরে মাল্টা, পৃ. ২৩-২৭।*
৬. *ঐ, পৃ. ৪২-৪৩।*
৭. *দেখুন : হায়াতে শায়খুল হিন্দ, পৃ অ, ইদারায়ে ইসলামিয়াত, লাহোর।*

পন্থা না তিনি গ্রহণ করেছেন, না পসন্দ করতেন। রাজনৈতিক বিষয়ে না কখনও নাক গলিয়েছেন, না প্রয়োজন ছাড়া এ জাতীয় কাজকে নিজের উচ্চ মর্যাদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ মনে করেছেন। তার এই নির্জনতার ফল দাঁড়িয়েছিল এই যে, তার হাযার হাযার সমমনা ব্যক্তিবর্গ, মুরীদ, শুভাকাঙ্ক্ষী এবং শিক্ষার্থীও রাজনীতি জাতীয় কার্যাবলী থেকে বিরত থেকেছেন। যে কারো সাথে তার যতটুকু সম্পর্ক ছিল- কম হোক কিংবা বেশী এবং যার সাথেই সংযোগ ছিল, চাই তা ভালবাসাপূর্ণ হোক কিংবা বিদ্বেষপূর্ণ, তার সবই ছিল ইসলাম ও শরী'আতের নিরিখে এবং ঈমানী চাহিদা অনুসারে।

অমুসলিম রাষ্ট্র ও অনৈসলামী সরকার, চাই তা যতই ইনছাফপূর্ণ হোক এবং তা যতই প্রসার লাভ করুক, মুসলমানদের তাদের অধীনে থাকা বড়ই বেদনাদায়ক ও দ্বীনের জন্য বড় মুছীবত... কিন্তু তা সত্ত্বেও মাওলানা رضينا بقضاء الله 'আমরা আল্লাহ্র ফায়ছালায় সন্তুষ্ট' বলে একদম নীরবতা ও ধৈর্য অবলম্বন করে হিন্দুস্থানে বসবাস করতেন। অন্তরে যতই বেদনা ও কষ্ট থাকুক কিন্তু সময় সাক্ষী, মাওলানা লিখিত কিংবা বক্তৃতা-বিবৃতিতে এমন কোন কথা প্রকাশ ও ঘোষণা করেননি রাষ্ট্র যা সন্দেহের চোখে দেখতে পারে...। হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ (গাঙ্গুহী) কুদ্দিসা সিররুহু-এর নামে এক সময়ে 'শারঈ প্রয়োজনে চুক্তিবদ্ধ পক্ষের সাথে চুক্তি লঙ্ঘন না করা এবং চুক্তিবদ্ধ পক্ষকে হত্যা করা হারাম' হওয়ার বিষয়ে যে ফৎওয়া প্রকাশিত হয়েছিল তাতে হযরত মাওলানার সত্যায়ন ও স্বাক্ষর দ্বারা আলোকিত ছিল...।

গভর্ণমেন্ট কোন ভুল করুক, অথবা কর্তব্যে অবহেলা করুক, কিংবা ইচ্ছা করে কোন অন্যায় করুক অথবা আচমকা কিছু ঘটে যাক, তাতে যদি মুসলমানদের বিন্দুমাত্র মানহানি ও দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে তাতে ঈমানী প্রভাবের কারণে হযরত মাওলানার মনে খুবই কষ্ট লাগত এবং শাসক-কর্মচারীদের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্ম নিত। কিন্তু এ ধরনের সকল কাজে মনের মধ্যে কষ্ট ও জ্বালা সৃষ্টি হ'লেও বাইরে তিনি কোন পদক্ষেপ নিতেন না। তিনি فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ 'না পারলে অন্তরে ঘৃণা করো' হাদীছের এই অবকাশমূলক দিকের উপর সর্বদা আমল করতেন।

প্রসঙ্গত কানপুর মসজিদের বেদনাদায়ক ও দুঃখজনক ঘটনা যখন ঘটল, তখন তাতে হযরত মাওলানার মনে খুব কঠিন দাগ কেটেছিল। সে সময়ে কয়েক দিন ধরে মুখ দিয়ে শুধু আফসোসপূর্ণ কথা বের হত এবং চেহারার উপর বিষাদ ছেয়ে থাকত। যদিও সমকালীন নামী-দামী অনেকে উপকার ভেবে উক্ত বিষয়ে সাধ্যমতো বক্তৃতা ও বিবৃতিতে সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন। কিন্তু হযরত মাওলানা সেই ফরযে কেফায়ায় ঐ সকল ব্যক্তির হিম্মতকে যথেষ্ট মনে করেছিলেন অথবা ক্ষমতার অভাবে কোন সক্রিয় চেষ্টাগ্রহণ অর্থহীন মনে করে নীরব ছিলেন।

১৩৩২ হিজরীতে (১৯১৪ সালে) ইউরোপে যে ধ্বংসাত্মক মহাযুদ্ধ শুরু হয় এবং জার্মানী ও বৃটেনের মধ্যে টানাপোড়েন বাড়তে বাড়তে ঘটনা এতদূর গড়ায় যে, হিন্দুস্থানের আট কোটি মুসলমানের আবেগ-অনুভূতির বিরুদ্ধে গিয়ে বৃটেন জার্মানীর পক্ষ অবলম্বনকারী তুর্কী খেলাফতকে ভেঙে টুকরা টুকরা করে দেয়। এক সময়ে তুর্কী খেলাফত বৃটেনের শুধু সমান্তরাল ক্ষমতাধরই নয়; বরং তার ভয়ংকর শত্রু ছিল। সেই করুণার যোগ্য তুর্কী সালতানাতকে রক্ষা ও তার প্রতি আন্তরিক টান থেকে ভারতীয় মুসলিমরা যে তার সাহায্য-সহযোগিতা করবে সে সুযোগও ইণ্ডিয়ান সরকারের পক্ষ থেকে রুদ্ধ করে দেওয়া হয়। মুসলমানরা হৃদয়ের ক্ষত হৃদয়েই পুষে রাখতে বাধ্য হয়। এই সংকটময় অবস্থা ও ধৈর্যের পরীক্ষাকালে 'পবিত্র স্থানসমূহ হেফাযত ও খেলাফতের ক্ষমতাধারীদের সাহায্য করা হবে' মর্মে গভর্ণমেন্টের মন খুশী করা কিছু প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করে হিন্দুস্থানী আলেম-ওলামা, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও জননেতাগণ যে ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও নীরবতা দেখিয়েছেন এবং সাধারণ মানুষ যেভাবে শান্ত থেকেছে তা অক্ষমতা নামক সহজ অজুহাত সূত্রে তৎকালে বৈধ ভাবলেও ভবিষ্যতে কিন্তু এহেন আচরণকে বিস্ময়কর মানতেই হবে। এক্ষণে আমরা তা মাকরূহ বা অপসন্দনীয় মনে করি আর না করি।

হযরত মাওলানা ঐ সময়ে হিন্দুস্থানে ছিলেন। কিন্তু একেবারে চুপচাপ ছিলেন। তার মধ্যে মর্মবেদনা ও আত্মিক কষ্ট যেমন বাড়ছিল, তেমনি শূন্যতা ও ক্ষোভও বাড়ছিল। কিন্তু সবকিছু সহ্য করে যাচ্ছিলেন, কথায়-কাজে কোনভাবেই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নিচ্ছিলেন না। যেন অন্যদেরকে রাজনীতির যোগ্য ভেবে নিজেকে তার থেকে গুটিয়ে রাখছিলেন। কেননা আগে যেমনটা বলা হয়েছে, তার সমস্ত ভালো লাগা মন্দ লাগা শরী'আতের অনুগামী ছিল। নীরব থাকার সুযোগও শারঈভাবে আছে বলে তিনি মনে করতেন। এখানকার দুঃখ-কষ্ট তার মনে হারামাইনের মাটি চুম্বনের আগ্রহ দ্বিগুণ বাড়িয়ে তোলে। ফলে তিনি সফরের কথা ঘোষণা দেন। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এ দিনগুলিতে তার মনের ক্ষোভ ও অসন্তোষ অনেক বেড়ে গিয়েছিল। সম্ভবত এ কারণেই তার হেজায যাত্রার ছয় মাস আগে যুক্তপ্রদেশের লেফটেনেন্ট গভর্ণর স্যার জেমস যখন দারুল উলূমে শুভাগমন করেন, তখন সে উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি অংশগ্রহণ করেননি, নিজ বাড়িতেই রয়ে গিয়েছিলেন।[৮]

এরপর জীবনীকার লিখেছেন, হারামাইন শরীফাইনে হেজাযের তুর্কী শাসক শরীফের বিদ্রোহ, বৃটিশ গভর্ণমেন্টের শরীফকে সহযোগিতা দান, নিজের অন্যায় নযরবন্দী এবং বন্দিত্বের সময়কালে তুর্কী খেলাফত ও তার লোকজনদের বিরুদ্ধে ইংরেজদের কর্মকাণ্ড দেখে হযরত মাওলানার মনোকষ্ট আরো বেড়ে যায়। ফলে তিনি আর অনুগত ভীরু শহুরে প্রজাদের সারিতে থাকতে পারেননি, যারা কি-না সরকারের সন্দেহপূর্ণ ও অমনোপূত কাজকর্ম নিয়ে কথা বলাকে চিরস্থায়ী হারামতুল্য মনে করে। তাই মুক্তিলাভের পর

৮. *হায়াতে শায়খুল হিন্দ, পৃ.* ২১৯-২২৩।

তার ধৈর্যের পাল্লা সহনাতীত হয়ে পড়ে। চুপ থাকার মতো অবস্থা আর থাকেনি। শারঈ বিধানের প্রতি আনুগত্যের চেতনায় মাওলানার ইসলামী জোশ ও ধর্মীয় আবেগ উথলে ওঠে। ফলে তিনি আর বসে থাকতে পারেননি।[৯]

সেই একই কথা, যা আমরা লিখে আসছি, মাওলানা মাহমূদ হাসান ও অন্যান্য দেওবন্দী আলেমগণ মাল্টার বন্দীদশার পরে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন আন্দোলনে শরীক হয়েছেন। 'হায়াতে শায়খুল হিন্দ' গ্রন্থের লেখকও এ কথা লিখেছেন। তারপর মাওলানা মাহমূদ হাসান মাল্টা থেকে হিন্দুস্তানে ফিরে আসার পর যেসব ভূমিকা পালন করেছেন তার একটি নাতিদীর্ঘ বর্ণনা প্রদান করেছেন। যেহেতু আমরাও সে কথা অস্বীকার করছি না সেহেতু সে বর্ণনা এখানে তুলে ধরার আবশ্যকতা নেই।

যাহোক শায়খুল হিন্দের দু'জন জীবনী লেখকের বর্ণনা থেকেও এ কথার সমর্থন মেলে যে, 'রেশমী রুমাল আন্দোলন' নামে যে আন্দোলনের প্রচার-প্রোপাগাণ্ডা করা হয়, তার কোন সত্যতা নেই। না মাওলানার হেজায সফরের উদ্দেশ্য তা ছিল, যা দাবী করা হয় এবং না তার গ্রেফতারী ইংরেজদের বিরুদ্ধে কোন আন্দোলনের ফলশ্রুতি ছিল। বরং শায়খুল হিন্দ এবং তার হাযার হাযার ছাত্র ও অনুরাগী ভক্তকুল তার গ্রেফতার হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত রাজনৈতিক আন্দোলন ও কার্যকলাপ থেকে দূরে ছিলেন। প্রবাদ আছে, متفق گردید رائے بوعلی با رائے من আবু আলীর মত আর আমার মত এক মোহনায় মিলে গেছে।

এ আলোচনার পর সকল মানুষই অনুমান করতে পারছেন যে, 'নক্বশে হায়াত' গ্রন্থে 'রেশমী রুমাল আন্দোলন' ও দেওবন্দী আলেমদের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের যে বিবরণী প্রদান করা হয়েছে তা কি ইতিহাস, নাকি ইতিহাসের নামে জালিয়াতি? সত্য ঘটনা, নাকি গালগল্প? বাস্তব কাহিনী নাকি কল্পনার কারুকার্য? প্রত্যেক ন্যায়ানুরাগী এই আয়নায় দেখে বিষয়টির সঠিক ফায়ছালা করতে পারবেন। কেননা আমরা বললে তা অভিযোগ ও দুর্নাম বলে বিবেচিত হবে।

দেওবন্দী হানাফীদের ইতিহাস বিকৃতির আরেকটি জ্বলন্ত উদাহরণ ও সাক্ষ্য :

দেওবন্দী আলেমগণ ও লেখকবৃন্দ যে প্রোপাগাণ্ডার যোরে ইতিহাস জালিয়াতি করেছেন তার স্বীকৃতি এমন কিছু দেওবন্দী আলেম ও লেখকরাও প্রদান করেছেন যারা পরিস্থিতি সম্পর্কে জ্ঞাত, গুপ্ত রহস্য ও অন্দর মহলের গোপন কথা অবগত হিসাবে বিবেচনার মর্যাদা রাখেন। এমনই একজন ব্যক্তি হলেন দেওবন্দ থেকে প্রকাশিত 'তাজাল্লী' পত্রিকার সম্পাদক মাওলানা আমের ওছমানী। আমের ওছমানী ছিলেন মাওলানা শাব্বীর আহমাদ ওছমানীর নিকটতম প্রিয় ব্যক্তিদের একজন। দেওবন্দ মাদ্রাসার উন্নতি এবং তার অধ্যাপনা-কারিকুলাম ও পরিচালনা বিষয়ে এই ওছমানী পরিবার ও তার মুরব্বীদের যে অবদান রয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু দারুল উলূম দেওবন্দের উপর চেপে বসা কাসেমী পরিবার ওছমানী পরিবারের মুরব্বীদের সকল খেদমত পায়ে ঠেলে দারুল উলূম দেওবন্দের উন্নতির সকল কৃতিত্ব কাসেমী পরিবারকে অর্পণ করেছে। ফলে ওছমানী পরিবারের একজন জানাশোনা ব্যক্তি মাওলানা আমের ওছমানী মরহূম এই ইতিহাস বিকৃতির উপর নিম্নোক্ত ভাষায় আক্ষেপ করেছেন :

'দারুল উলূম দেওবন্দের বিষয়ে এ অক্ষমের পূর্বপুরুষ বুযর্গদের আলোচনা আপনি (মাওলানা মানাযির আহসান গীলানী) যেভাবে করেছেন তার উপর কিছু মন্তব্য অযাচিতভাবেই এসে যায়। আপনার জানা দরকার যে, দারুল উলূম দেওবন্দের ইতিহাস তা নয়, যা আপনি বুঝে বসে আছেন। বরং দারুল উলূম দেওবন্দের যে ইতিহাস আপনার রচিত 'সাওয়ানিহে ক্বাসেমী' গ্রন্থে প্রমাণের চেষ্টা করা হয়েছে তাতে বলতে হয়, বর্তমানে ইতিহাস রচনার যুগ বাসি হয়ে গেছে। এখন চলছে ইতিহাস বিকৃতির যুগ। মাওলানা মানাযির আহসান গীলানীর উপর আল্লাহ্র রহম হোক। কিছু কারিশমা তো তার মানসিক কল্পনা দেখিয়েছে, আর কিছু কৌশল সেসকল বুযর্গ দেখিয়েছেন যাদের নিকটে একটি বিশেষ পরিবারকে দারুল উলূমের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতির সকল কৃতিত্ব প্রদান দ্বীন ও মিল্লাতের সবচেয়ে বড় খেদমত বলে গণ্য। ১৯৬০ সালের জুলাই মাসে এ অধম করাচীতে ছিল। সেখানে সাইয়েদ মহিউদ্দীন ছাহেবের সাথে অধমের সাক্ষাৎ হয়। সাইয়েদ মহিউদ্দীন ছাহেব এক সময় দারুল উলূমের পরামর্শ পরিষদের (মজলিশে শূরা) সদস্য ছিলেন। তার সৎ ব্যক্তিত্ব, ধার্মিকতা ও তাক্বওয়া সম্পর্কে যারাই তাকে চিনেন-জানেন তাদের কারো কোন দ্বিমত নেই। আবার মাওলানা মানাযির আহসান গীলানীর সাথেও তার গভীর সখ্যতা ছিল। সাইয়েদ মহিউদ্দীন ছাহেব এক সুযোগে অধমকে একটি ঘটনা শুনান যে, 'সাওয়ানিহে ক্বাসেমী' যখন ছাপার প্রস্তুতি চলছিল তখন তা পড়ার জন্য আমার মনে অপরিসীম আগ্রহ জন্মে। ছেপে হাতে এসে গেলে খুব শখ ও আগ্রহ নিয়ে পড়তে শুরু করলাম। কিন্তু এটা দেখে বড়ই হতবাক হলাম যে, যেসব ঐতিহাসিক ঘটনা আমাদের জানা তার কোন দূরতম সন্ধানও সেখানে নেই। কিন্তু নতুন এক ইতিহাস তাতে অবশ্যই জায়গা পেয়েছে। মনের অস্থিরতা নিয়ন্ত্রণ করতে পারলাম না। সফর করে গীলানী ছাহেবের কাছে গেলাম এবং তাকে বললাম, হযরত, আপনি এ কি লিখেছেন? গীলানী ছাহেবের চেহারায় বিষণ্নতা ফুটে উঠল। তিনি আফসোসের সাথে বলতে লাগলেন, ভাই কি বলব! সর্বনাশ হয়ে গেছে! আমি যা কিছু লিখেছিলাম তা ছিল ভিন্নতর। আমি বললাম, তাহ'লে মতলবটা কি? তিনি বললেন, আমার লেখা প্রায় পাঁচশ' পৃষ্ঠা বদলে ফেলা হয়েছে।[১০] দারুল উলূমের পক্ষ থেকে প্রকাশিত দারুল উলূম দেওবন্দের প্রামাণ্য ও

৯. *প্রাগুক্ত, পৃ ২২৪।*

১০. *স্মর্তব্য যে, 'সাওয়ানিহে ক্বাসেমী' ১৩২০ পৃষ্ঠার এক বিশাল গ্রন্থ। যা তিন খণ্ডে প্রকাশিত।-লেখক।*

নির্ভরযোগ্য ইতিহাস গ্রন্থ 'সাওয়ানিহে ক্বাসেমী'-এর আসল পাণ্ডুলিপিকে যে কিভাবে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছাড়াই পরিবর্তন করে ছাপানো হয়েছে, সে সত্য আরো বেশ কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তি জানেন, যারা এখনও (১৯৬০ সালে) বেঁচে আছেন। আর এ পরিবর্তন খুব সামান্যও নয়, বরং অনেক ব্যাপক ও মৌলিক'।[১১]

একটি আন্তরিক আবেদন

পরিশেষে এ গ্রন্থকার দেওবন্দী লেখক ও ইতিহাস রচয়িতাদের উদ্দেশ্যে একটি আন্তরিক আবেদন রাখছেন যে, দেওবন্দের মরহূম আলেমদের ধর্মীয় ও শিক্ষা বিস্তারজনিত অবস্থান একটি স্বীকৃত বিষয় এবং তাদের শ্রেষ্ঠত্বের জন্য এই একটা বিষয়ই যথেষ্ট। যোর-যবরদস্তী করে তাদেরকে রাজনীতির ময়দানের বীরপুরুষ এবং যুদ্ধ-জিহাদের শাহেনশাহ বানানোর কোন প্রয়োজন নেই। তা নিয়ে এতটা বাড়াবাড়ি করারও প্রয়োজন নেই যে, জামা'আতে মুজাহিদীন (আহলেহাদীছ)-কে ইংরেজদের অনুগত প্রমাণ করতে হবে এবং যখন ইংরেজদের শক্তিমত্তা উচ্চতার শীর্ষে অবস্থান করছিল, আর তাদের ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ জানাতে কেবল সেই মুজাহিদরাই ময়দানে ছিলেন যাদের অধিকাংশ ছিলেন হাদীছ অনুযায়ী আমলকারী, তখন দেওবন্দী আলেমদেরকে ইংরেজ শক্তির একমাত্র প্রতিপক্ষ বানানোর চেষ্টাও নিষ্প্রয়োজন, যারা ছিলেন জিহাদ আন্দোলন থেকে সর্বদা দূরে এবং অন্তত পক্ষে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত রাজনৈতিক ডামাডোল থেকে মুক্ত।

আল্লাহ সাক্ষী, আমাদের জন্য এ আলোচনা মোটেও প্রীতিকর নয়। আমাদের নিশ্চিত অনুমান যে, আমাদের এই প্রত্যুত্তর ও প্রতিরক্ষামূলক জওয়াবে দেওবন্দী ঘরানার কপালে ভাঁজ পড়বে। কিন্তু শুধু 'রাজনীতি'ই যে মান-মর্যাদার মাপকাঠি নয়, তা বুঝতে ও বুঝাতে আমাদের এ অপ্রিয় আলোচনায় অংশ নিতে হয়েছে। যদি আমাদের দেওবন্দী ভাইগণ দয়া করে এ বিষয়কে তাদের গৌরব অনুশীলন ক্ষেত্র না বানাতেন এবং আহলেহাদীছ জামা'আতের উপর মিথ্যা অপবাদ না চাপাতেন, তাহ'লে আমরা দেওবন্দী আলেমদের রাজনৈতিক ও জিহাদী খেদমত নিয়ে কখনও কলম ধরতাম না।

কেননা আমাদের দৃষ্টিতে শুধু রাজনীতিই প্রত্যেক মানুষের খেদমতের পরিধির পরিমাপক নয়। ধর্মীয় ও জাতীয়ভাবে সেবা ও খেদমতের বিভিন্ন সেক্টর রয়েছে। আর যে সেক্টরেই হোক, তাতে কেউ ধর্মীয় ও জাতীয় খেদমত আঞ্জাম দিলে তিনিই হবেন মুসলিম জাতির কল্যাণকারী। সে ক্ষেত্রেই তার সম্মান ও মহত্ত্বের স্বীকৃতিদান যরূরী। কিন্তু কারো সাধ্যমতো খিদমতের পরেও কোন বিভাগ যদি তার কার্যক্রমের আওতার বাইরে থেকে যায় তবে এটা যরূরী নয় যে, তাকে ঠেলে-গুঁজে ঐ বিভাগেরও বীরপুরুষ বানাতে হবে। অন্যদের খেদমত অস্বীকার করে তাদের মুকুটও নিজেদের প্রশংসাভাজনদের মাথায় পরানোর ব্যর্থ চেষ্টা বরং যুলুম। আমাদের এ লেখা প্রকৃতপক্ষে এই জোরাজুরি ও যুলুমের বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদী আওয়ায মাত্র। আর আমরা যা বলছি তার সাক্ষী স্বয়ং মহান আল্লাহ।

[ক্রমশঃ]

১১. *মাসিক 'তাজাল্লী', দেওবন্দ, পৃ. ৫৭, ফেব্রুয়ারী-মার্চ ১৯৬১।*

দারুল হাদীছ আস-সালাফী মাদরাসা

গুটিরডাঙ্গার হাট, পোঃ কালুপাড়া, বদরগঞ্জ, রংপুর

হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড, রাজশাহী-এর অধিভুক্ত একটি আদর্শ দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

শিশু শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত এবং হিফয ও কিতাব বিভাগে ভর্তি চলছে

আবাসিক/অনাবাসিক/ডে-কেয়ার

ফরম বিতরণ

১লা ডিসেম্বর-২৯শে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত

ভর্তি পরীক্ষা : ৩০শে ডিসেম্বর ২০২১ইং

ক্লাস শুরু : ৫ই জানুয়ারী ২০২২ইং

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন :

০১৭২১-৪৫৮২২৮, ০১৩১০-১৫৫১৮৭।

শিক্ষক/শিক্ষিকা আবশ্যক

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর বালক ও বালিকা শাখার জন্য নিম্নোক্ত পদসমূহে শিক্ষক/শিক্ষিকা আবশ্যক।

(১) জুনিয়র সহকারী শিক্ষক (আরবী) (১ জন)। যোগ্যতা : দাওরায়ে হাদীছ/ফাযিল/স্নাতক।
(২) জুনিয়র সহকারী শিক্ষক (জেনারেল) (২ জন)। যোগ্যতা : স্নাতক/ডিগ্রি।
(৩) হাফেয/ক্বারী (১ জন)। (প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীগণ অগ্রাধিকার পাবেন)।
(৪) সহকারী শিক্ষিকা (বিজ্ঞান) (১ জন)। যোগ্যতা : এমএসসি (প্রাণীবিদ্যা)।
(৫) জুনিয়র সহকারী শিক্ষিকা (আরবী) (১ জন)। যোগ্যতা : দাওরায়ে হাদীছ/ফাযিল/স্নাতক।
(৬) হাফেযা (২ জন)। (প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীগণ অগ্রাধিকার পাবেন)।

আগ্রহী প্রার্থীগণকে সভাপতি বরাবরে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদন করার শেষ তারিখ আগামী ২৫শে ডিসেম্বর ২০২১।

যোগাযোগ : সভাপতি, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭১১-১৬৭৭১৭, ০১৭১৭-৮৬৫২১৯, ০১৭৩৯-৮৯৮৬২৯।

দ্বীনের পথে ত্যাগ স্বীকার

-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ*

ভূমিকা :

ত্যাগের মাধ্যমে দ্বীন বেঁচে থাকে। বিশ্বের দিগ্‌দিগন্তে ইসলামের অমিয় বাণী পৌঁছিয়ে দেওয়ার পিছনে আল্লাহ্‌র ত্যাগী বান্দাদের অবদান অনস্বীকার্য। নবী-রাসূল এবং তাদের সনিষ্ঠ অনুসারীদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও আত্মত্যাগ ইতিহাসের পাতায় চিরভাস্বর হয়ে আছে। তারা যমীনের বুকে আল্লাহ্‌র দাসত্ব প্রতিষ্ঠায় পৃথিবীর পথে-প্রান্তরে নানা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে তাওহীদের দাওয়াত পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। এ পথে নির্যাতনের কঠিন অগ্নিপরীক্ষায় সঁপে দিতেও তারা বিন্দুমাত্র পরওয়া করেননি। এমনকি নির্ভেজাল তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় তারা নিজেদের জান-মাল, সময়-শ্রম সবকিছুই উৎসর্গ করেছেন। আল্লাহ্‌র পথে তাদের সেই ত্যাগপূত অবদানের মাধ্যমে যুগ যুগ ধরে ইসলামের সুমহান আদর্শ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। তাদের রক্তের অক্ষরে লেখা ত্যাগের অমলিন ইতিহাস আমাদের প্রেরণার উৎস হয়ে আছে।

ত্যাগ স্বীকার বলতে কি বুঝায়?

ত্যাগ স্বীকার বলতে বুঝায় কোন কিছু বিসর্জন দেওয়া। একে আরবীতে التضحية বা الفداء বলা হয়। এর পারিভাষিক অর্থ হ'ল- هو بذل النَّفس أو الوقت أو المال لأجل غاية أسمى، ولأجل هدف أرجى، مع احتساب الأجر والثواب على ذلك عند الله عزَّ وجلَّ 'আল্লাহ্‌র কাছে প্রতিদান ও ছওয়াব লাভের আশায় কোন মহান ও কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তে সম্পদ, সময় কিংবা জীবন বিসর্জন দেওয়া'।[১] অর্থাৎ পরকালীন মুক্তির জন্য আল্লাহ্‌র পথে অর্থ-সম্পদ, সময়-শ্রম ব্যয় করা এবং আল্লাহ্‌র দ্বীনকে বিজয়ী ও প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রয়োজনবোধে নিজের জীবন উৎসর্গ করা। একে জিহাদ নামেও অভিহিত করা হয়। অনুরূপভাবে আল্লাহ প্রদত্ত অভ্রান্ত সত্যের চূড়ান্ত উৎস পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দাওয়াত মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্য আপতিত বিপদাপদ ও কষ্ট-ক্লেশের সম্মুখীন হওয়া এবং নেকীর আশায় ধৈর্যের সাথে সেগুলো সহ্য করাও দ্বীনের পথে ত্যাগ স্বীকারের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। বেলাল বিন রাবাহ, মুছ'আব বিন উমায়ের, খাব্বাব ইবনুল আরাত্ব, ইয়াসির পরিবারসহ ছাহাবায়ে কেরাম ও তৎপরবর্তী মনীষীদের ত্যাগ-তিতিক্ষার নমুনা ইতিহাসের পাতায় সোনালী হরফে দেদীপ্যমান হয়ে আছে।

উৎসর্গের প্রকারভেদ :

উৎসর্গ দু'ভাগে বিভক্ত : (ক) নন্দিত বা প্রশংসিত উৎসর্গ এবং (খ) নিন্দিত বা মন্দ উৎসর্গ।

ক. প্রশংসিত উৎসর্গ :

আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির লক্ষ্যে শরী'আত অনুমোদিত কোন পন্থায় নিজের প্রিয় জিনিস বিসর্জন দেওয়াই হ'ল প্রশংসিত উৎসর্গ। এই প্রিয় জিনিস বস্তুগত হ'তে পারে আবার অবস্তুগত হ'তে পারে। যেমন ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে নিজের নয়নের পুত্তলী সন্তানকে আল্লাহ্‌র নিকটে উৎসর্গ করেছিলেন। তাবূকের যুদ্ধে আবুবকর, ওমর, ওছমান (রাঃ) প্রমুখ ছাহবীগণ নিজেদের সহায়-সম্পদ উৎসর্গ করেছিলেন। অনুরূপভাবে ছাহাবায়ে কেরাম মাক্কী জীবনে নিজেদের সর্বস্ব হারিয়ে অবর্ণনীয় নির্যাতনের কষাঘাতে ছবর করেছিলেন এবং বদর, ওহোদ ও মুতা প্রান্তরে নিজেদের জীবন বিলিয়ে দিয়েছিলেন কেবল দ্বীনের জন্যই। এগুলো প্রশংসিত উৎসর্গের উদাহরণ। প্রতি বছর ঈদুল আযহাতে ইব্রাহীম (আঃ)-এর সেই ত্যাগের আদর্শ জাগরুক রাখার জন্য বিশ্বব্যাপী মুসলিমগণ পশু কুরবানী করে থাকেন। যেন পশু কুরবানীর মাধ্যমে নিজের জীবন কুরবানী করার অনুপ্রেরণা লাভ করা যায়। প্রশংসিত উৎসর্গের মাধ্যমে বান্দা দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বিশেষ নেকী ও মর্যাদা প্রাপ্ত হন।

(খ) নিন্দিত উৎসর্গ :

আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোন লক্ষ্যে বা বাতিলকে সহযোগিতা করার জন্য যে বিসর্জন দেওয়া হয়, সেটা নিন্দিত উৎসর্গ।[২] প্রকারান্তরে এটা শিরকের সমপর্যায়ভুক্ত মহাপাপ। যেমন জাহেলী আরবের মুশরিকরা মূর্তি ও দেব-দেবীর নামে পশু বলি দিত এবং সেই পশুর রক্ত কা'বার দেয়ালে লেপে দিত। অধুনা হিন্দুরা পাঠা বলি দেয়। নামধারী মুসলিমরা (?) খানকা-মাযারে পীরের নামে বিভিন্ন ধরনের পশু যবেহ করে। ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারী রাজনীতিবিদরা ইহুদী-নাছারাদের কপোলকল্পিত আদর্শকে বাস্তবায়নের জন্য অর্থ-শ্রম বিসর্জন দেয় এবং অনেক ত্যাগ স্বীকার করে। এই মন্দ উৎসর্গের পরিণতি জাহান্নাম। এমনকি কেউ যদি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে জিহাদ করে এবং জান-মাল উৎসর্গ করে, তাহ'লে সেটাও মন্দ উৎসর্গ হিসাবে গণ্য হবে এবং এর কারণে তাকে জাহান্নামে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হ'তে হবে।[৩] কেননা আল্লাহ্‌র কাছে তাক্বওয়া ও ইখলাছবিহীন উৎসর্গ বা ত্যাগের কোন মূল্য নেই। মহান আল্লাহ বলেন, لَنْ يَنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ 'ওগুলির গোশত ও রক্ত আল্লাহ্‌র নিকটে পৌঁছে না। বরং তাঁর নিকট পৌঁছে তোমাদের আল্লাহভীরুতা' *(হজ্জ ২২/৩৭)*।

আবূ হাইয়ান আন্দালুসী (রহঃ) বলেন, এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নিয়ত ও ইখলাছের বিশুদ্ধতা ছাড়া উৎসর্গকারীরা কখনোই আল্লাহ্‌র নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারবে না। কারণ যেকোন আমল সম্পাদনের ক্ষেত্রে

---

* *এম.এ (অধ্যয়নরত), আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।*

১. *মাওসূ'আতুল আখলাক্ব, সম্পাদনা: 'আলাভী বিন আব্দুল ক্বাদের আস-সাক্কাফ (সঊদী আরব : আদ-দুরারুস সানিইয়াহ, তা.বি) ৩/২৫।*

২. *মাওসূ'আতুল আখলাক্ব, ৩/২৯।*

৩. *মুসলিম হা/১৯০৫; তিরমিযী হা/২৩৮২।*

তাক্বওয়া অবলম্বন করা ওয়াজিব। তাই উৎসর্গ ও কুরবানী যত বড়ই হোক না কেন, তাক্বওয়া ও ইখলাছের শর্ত পূরণ না করলে তা কোনই কাজে আসবে না।[৪] সুতরাং বলা যায়, জিহাদের ময়দানে হোক বা দাওয়াতের ময়দানে হোক, যতই টাকা-পয়সা, সময়-শ্রম কুরবানী দেওয়া হোক না কেন, তা যদি একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্র জন্য না হয়, তাহ'লে সেই ত্যাগ স্বীকারের পাঁচ পয়সা মূল্য নেই; বরং সেটা নিন্দিত উৎসর্গ হিসাবে গণ্য হবে।

ত্যাগ স্বীকারের মাধ্যম সমূহ :

১. জীবন উৎগর্স :

একজন মানুষের সবচেয়ে বড় পার্থিব সম্পদ হ'ল তার জীবন। এই জীবনকে দু'দণ্ড প্রশান্তি দেওয়ার জন্য মানুষ তার যাবতীয় কর্ম সম্পাদন করে। এই জীবনকে ঘিরেই মানুষের বুকে কত স্বপ্ন-আশা লালিত হয়। আর সে যখন তার এই প্রিয় জীবনকে আল্লাহ্র পথে উৎসর্গ করে, তখন সেটা হয় সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসর্গ। আল্লাহ বলেন, مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، 'মুমিনদের মধ্যে অনেকে আল্লাহ্র সাথে তাদের কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে। তাদের কেউ মৃত্যুবরণ করেছে এবং কেউ প্রতীক্ষায় রয়েছে। আর তারা তাদের অঙ্গীকার আদৌ পরিবর্তন করেনি' *(আহযাব ৩৩/২৩)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مِنْ خَيْرِ مَعَاشِ النَّاسِ لَهُمْ، رَجُلٌ مُمْسِكٌ عِنَانَ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، يَطِيرُ عَلَى مَتْنِهِ، كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً، أَوْ فَزْعَةً طَارَ عَلَيْهِ، يَبْتَغِي الْقَتْلَ وَالْمَوْتَ مَظَانَّهُ، أَوْ رَجُلٌ فِي غُنَيْمَةٍ فِي رَأْسِ شَعَفَةٍ مِنْ هَذِهِ الشَّعَفِ، أَوْ بَطْنِ وَادٍ مِنْ هَذِهِ الْأَوْدِيَةِ، يُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَيَعْبُدُ رَبَّهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْيَقِينُ، لَيْسَ مِنَ النَّاسِ إِلَّا فِي خَيْرٍ، 'সর্বোত্তম জীবন হ'ল সেই ব্যক্তির জীবন, যে আল্লাহ্র পথে জিহাদের জন্যে ঘোড়ার লাগাম ধরে থাকে। শত্রুর উপস্থিতি ও শত্রুর দিকে ধাবমান হওয়ার শব্দ শোনামাত্র ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে দ্রুত বেরিয়ে পড়ে। যথাস্থানে সে শত্রুকে হত্যা এবং নিজ শাহাদতের সন্ধান করে। অথবা ঐ লোকের জীবনই উত্তম, যে ছাগপাল নিয়ে কোন পাহাড় চূড়ায় বা (নির্জন) উপত্যকায় বসবাস করে আর যথারীতি ছালাত আদায় করে, যাকাত প্রদান করে এবং আমৃত্যু তার প্রভুর ইবাদতে নিমগ্ন থাকে। তখন লোকটি কেবল কল্যাণের মাঝেই বিরাজ করে'।[৫]

এই হাদীছে বুঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ্র পথে উৎসর্গিত জীবনই সর্বশ্রেষ্ঠ জীবন। সেই উৎসর্গের চূড়ান্ত রূপ হ'ল জিহাদ করে আল্লাহ্র পথে শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করা। তবে জিহাদ বলতে শুধু সশস্ত্র যুদ্ধকে বুঝানো হয় না। বরং শিরক-বিদ'আত ও শয়তানের বিরুদ্ধে আপোষহীনভাবে রুখে দাঁড়ানোই জিহাদের মূলমন্ত্র। সেটা যেমন বিশেষ শর্তে সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে হ'তে পারে, তেমনি হ'তে পারে দাওয়াত, বক্তব্য, লেখনী, সংগঠন প্রভৃতি উপায় অবলম্বনের মাধ্যমে। আল্লাহ্র রাহে নিজের জীবন বিলিয়ে দেওয়া সর্বোচ্চ পর্যায়ের উৎসর্গ। শায়খ উছায়মীন (রহঃ) বলেন, 'জান ও মাল উভয়ের মাধ্যমে জিহাদ করা যায়। তবে জীবন উৎসর্গের মাধ্যমে যে জিহাদ করা হয়, তার প্রতিদান ও ফযীলত সবচেয়ে বেশী'।[৬]

২. অর্থ-সম্পদ উৎসর্গ :

আল্লাহ্র পথে উৎসর্গ করার অন্যতম বড় উপাদান হ'ল অর্থ-সম্পদ। মহান আল্লাহ জীবন ও রক্তের আগে সম্পদ উৎসর্গ করতে বলেছেন। কেননা জীবন চলে গেলে আল্লাহ্র পথে সম্পদ ব্যয় করার আর সুযোগ থাকে না। তাই রক্ত দেওয়ার আগে মাল উৎসর্গ করতে বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, انْفِرُوْا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، 'তোমরা বেরিয়ে পড় অল্প সংখ্যায় হও বা অধিক সংখ্যায় হও এবং জিহাদ কর আল্লাহ্র পথে তোমাদের মাল দ্বারা ও জান দ্বারা। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা জানো' *(তওবা ৯/৪১)*। মুফাস্সিরগণ বলেন, জিহাদের জন্য জান-মাল উভয়ই উৎসর্গ করা আবশ্যক। কেননা অধিকাংশ সময় জিহাদের প্রস্তুতি নির্ভর করে আর্থিক প্রস্তুতির উপরে। সেকারণ আল্লাহ্র পথে জান বিসর্জন দেওয়ার আগে মাল বিসর্জন দেওয়া প্রয়োজন।[৭] যেমন তাবূকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবায়ে কেরামকে জিহাদে অংশগ্রহণ করার পূর্বে তাদের মাল উৎসর্গ করতে বলেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ 'তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে তোমাদের মাল, জান ও যবান দ্বারা জিহাদ কর'।[৮] সুতরাং দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য জীবন উৎসর্গের পাশাপাশি ইসলামের অর্থনৈতিক ভিত্তি মযবূত করার জন্য মাল উৎসর্গের গুরুত্ব কোন অংশে কম নয়। কেননা জিহাদ অন্যান্য সরঞ্জামাদির মতো অর্থের উপরেও নির্ভরশীল। তাই আল্লাহ্র দ্বীনকে সহযোগিতার জন্য অর্থ ব্যয় করা কর্তব্য।

আল্লাহ্র পথে সম্পদ উৎসর্গ করার আরেকটি উপায় হ'ল দান-ছাদাক্বাহ করা। ছাহাবায়ে কেরাম জান্নাত লাভের আশায় তাদের সহায়-সম্পদ আল্লাহ্র পথে দান করেছেন। দানশীল ছাহাবীদের অন্যতম ছিলেন আবূ ত্বালহা (রাঃ)। তিনি মদীনার আনছারগণের মধ্যে সবচেয়ে বেশী খেজুর বাগানের মালিক ছিলেন। মসজিদে নববীর নিকটবর্তী 'বায়রুহা' নামক

৪. আবূ হাইয়ান, আল-বাহরুল মুহীত্ব, ৭/৫১০।
৫. মুসলিম হা/১৮৮৯; ইবনু মাজাহ হা/৩৯৭৭; মিশকাত হা/৩৭৯৬।
৬. উছায়মীন, শারহু রিয়াযিছ ছালেহীন ৫/৩৬১।
৭. যুহায়লী, আত-তাফসীরুল ওয়াসীত্ব, ১/৯৭।
৮. আবূদাঊদ হা/২৫০৪; নাসাঈ হা/৩০৯৬; মিশকাত হা/৩৮২১, সনদ ছহীহ।

বাগানটি তার কাছে অধিক প্রিয় ছিল। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তার বাগানে প্রবেশ করে এর সুপেয় পানি পান করতেন।

কিন্তু আল্লাহ যখন এই মর্মে আয়াত নাযিল করেন যে, لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ– ‘তোমরা কখনোই কল্যাণ লাভ করবে না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তু থেকে দান করবে। আর তোমরা যা কিছু ব্যয় কর, আল্লাহ তা সবই জানেন’ *(আলে ইমরান ৩/৯২)*। এখানে পুণ্য বলতে জান্নাতকে বুঝানো হয়েছে।[৯]

তখন আবূ ত্বালহা (রাঃ) আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে এসে বললেন, ‘হে আল্লাহ্র রাসূল! বায়রুহা বাগানটি আমার কাছে অধিক প্রিয়। আমি এটা আল্লাহ্র নামে ছাদাক্বাহ করে দিলাম। কাজেই আপনি যাকে দান করা ভাল মনে করেন তাকে দান করুন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, بَخٍ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ ‘বাহ! এটা তো একটা লাভজনক সম্পদ, এটা তো একটা লাভজনক সম্পদ। অতঃপর সেই বাগানটি আবূ ত্বালহা (রাঃ)-এর আত্মীয়-স্বজনদের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া হ’ল।[১০] অনুরূপভাবে জান্নাতের একটি খেজুর গাছের জন্য আবূ দাহদাহ (রাঃ) একজন ইয়াতীমকে তার দামী বাগানটি দান করে দিয়েছিলেন।[১১] তাদের রচিত ত্যাগের ইতিহাস যুগ-যুগান্তরে জান্নাতপিয়াসী মুমিনদের জন্য প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

৩. সময় উৎসর্গ :

সময় মানুষের অমূল্য সম্পদ। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহ্র দেওয়া অফুরন্ত নে‘মত সমূহের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নে‘মত। সময়ের সমষ্টিই জীবন। সময়ের মাঝেই মানুষ বেঁচে থাকে। যারা জীবনের অমূল্য সময়ের সদ্ব্যবহার করতে পারে, সফলতা তাদের পদ চুম্বন করে। সময়ের কুরবানী করে যারা জীবনের মুহূর্তগুলোকে আল্লাহ্র পথে পরিচালিত করে, তারা উভয়কালে মুক্তির মনযিলে মকছূদে পৌঁছতে সক্ষম হন। আল্লাহ্র পথে সময় উৎসর্গ করার ফযীলত বর্ণনা করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَغُدْوَةٌ فِى سَبِيلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، ‘আল্লাহ্র পথে একটি সকাল বা একটি সন্ধ্যা ব্যয় করা দুনিয়া ও তার মধ্যবর্তী সকল কিছুর চেয়ে উত্তম’।[১২]

বিদ্বানদের মতে, এই হাদীছের মর্মার্থ হ’ল- কেউ যদি দুনিয়া এবং তার মধ্যস্থিত তাবৎ সম্পদের মালিক হয় এবং সেটা আল্লাহ্র পথে দান করে দেয়, তাহ’লে সে আল্লাহ্র কাছে যত প্রতিদান পাবে, একজন মুমিন একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্র পথে একটি সকাল বা একটি সন্ধ্যা ব্যয়ের মাধ্যমে তার চেয়ে অধিক প্রতিদান লাভ করেন।[১৩] সুতরাং আল্লাহ্র দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য দাওয়াত ও জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে সময় কুরবানী করা যরূরী।

তাছাড়া আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে বিভিন্ন ইবাদতে বান্দা যে সময় ব্যয় করে, সেটাও সময়ের উৎসর্গ হিসাবে গণ্য হয়। যেমন আল্লাহ বলেন, وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، ‘আমরা তাদেরকে প্রত্যাদেশ করেছিলাম সৎকর্ম করতে, ছালাত আদায় করতে এবং যাকাত প্রদান করতে। আর তারা আমাদেরই ইবাদত করত’ *(আম্বিয়া ২১/৭৩)*। এই আয়াতে আল্লাহ বান্দাকে সময়ের কুরবানী করে ছালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন এবং যাকাতের মাধ্যমে সম্পদের একটি অংশ উৎসর্গ করতে বলেছেন। কেননা মানুষ যে সম্পদ উপার্জন করে তা মূলতঃ আল্লাহ্র দেওয়া সময় খরচ করেই অর্জন করতে হয়। উক্ত আয়াতের তাফসীরে শা‘রাভী বলেন, فالزكاة تضحية بجزء من المال، والمال في الحقيقة نتيجة العمل، والعمل فرع الوقت، أما الصلاة فهي تضحية بالوقت ذاته، ‘যাকাত হ’ল সম্পদের একটি অংশ উৎসর্গ করা। মূলতঃ সম্পদ মানুষের কাজ-কর্মের ফসল। আর কর্ম সময়েরই একটি শাখা। পক্ষান্তরে ছালাত মূলতঃ সময়ের উৎসর্গ হিসাবে বিবেচিত হবে’।[১৪]

তিনি আরো বলেন, ‘যে সময় আপনি ছালাত আদায় করেন, তখন যেন আপনি সম্পদ উপার্জনের সেই সময়টা আল্লাহ্র পথে কুরবানী করে দিলেন। ফলে এই সময়ের উপার্জিত সম্পদের একশত ভাগই আপনি আল্লাহ্র পথে খরচ করে দিলেন। অথচ আপনি সম্পদ কামাই করলে এর এক-দশমাংশ (ওশর), বিশ ভাগের একভাগ (নিছফে ওশর) অথবা চল্লিশ ভাগের একভাগ যাকাত হিসাবে ছাদাক্বাহ করে দিতেন। আর বাকী সম্পদ আপনার কাছে থেকে যেত। ফলে এখানে যাকাতের চেয়ে ছালাতই অধিক বড় ও ফযীলতপূর্ণ ছাদাক্বাহ হিসাবে প্রতিভাত হচ্ছে।[১৫]

অপরদিকে দ্বীনী জ্ঞান অর্জনে ব্যয়িত মুহূর্তগুলোও সময়ের উৎসর্গ হিসাবে বিবেচিত হয়। আহলুছ ছুফ্ফার সদস্য ছাহাবীদের ইলমী তৃষ্ণা এবং পরবর্তী যুগের মুহাদ্দিছীনে কেরাম, ফুক্বাহায়ে এযাম এবং আইম্মায়ে মুজতাহিদীন জ্ঞান সাধনায় তাদের জীবনের মূল্যবান সময় অকাতরে ব্যয় করেছেন। ইলমী ময়দানে তাদের ত্যাগ স্বীকারের বদৌলতে অহি-র জ্ঞান আমাদের কাছে পৌঁছেছে।

ইবাদতের জন্য প্রয়োজনীয় শারঈ জ্ঞান অর্জন করা সকল মুমিনের জন্য আবশ্যক। শায়খ উছায়মীন (রহঃ) বলেন, من فضائل العلم، إذ بالعلم يعبد الإنسان ربه على بصيرة، فيتعلق

---

৯. শাওকানী, ফাৎহুল ক্বাদীর, ১/৪১৩।
১০. বুখারী হা/১৪৬১; দারেমী হা/১৬৯৫; মিশকাত হা/১৯৪৫।
১১. মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা/১৫৭৯১-৯৩; হাকেম হা/২১৯৪; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৯৬৪।
১২. বুখারী হা/২৭৯২; মুসলিম হা/১৮৮০; মিশকাত হা/৩৭৯২।
১৩. ইমাম নববী, শরহে মুসলিম ১৩/২৬-২৭।
১৪. তাফসীরে শা‘রাভী ১৫/৯৫৯৩।
১৫. তাফসীর শা‘রাভী ১৯/১১৬৫৮।

قلبه بالعبادة ويتنور قلبه بها، ويكون فاعلا لها على أنها عبادة لا على أنها عادة، ‘ইলম অর্জনের অন্যতম ফযীলত হচ্ছে- মানুষ ইলমের মাধ্যমে সুস্পষ্ট দলীলের ভিত্তিতে তার রবের ইবাদত করতে পারে। ফলে তার হৃদয় ইবাদতের সাথে লেগে থাকে এবং এর মাধ্যমে তার হৃদয় জগৎ আলোকিত হয়। আর সে অভ্যাসের কারণে নয়; বরং ইবাদতের ভিত্তিতেই আল্লাহ্র দাসত্ব করে থাকে’।[১৬]

জ্ঞান সাধনার ফযীলত ও প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করে তিনি আরো বলেন, لا شك أن طلب العلم من أفضل الأعمال، بل هو من الجهاد في سبيل الله، ولا سيما في وقتنا هذا، ‘নিঃসন্দেহে ইলম অন্বেষণ করা সর্বশ্রেষ্ঠ আমলের অন্তর্ভুক্ত। বরং এটা আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদের অন্তর্ভুক্ত। বিশেষ করে বর্তমান সময়ে’।[১৭] সুতরাং দাওয়াতের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে আল্লাহ্র দ্বীনের ঝাণ্ডাকে সমুন্নত রাখা এবং জান্নাতের পথে পরিচালিত হওয়ার জন্য জীবনের সময়গুলো তাঁরই পথে কুরবানী করা আবশ্যক।

৪. শ্রম বিসর্জন :

দ্বীনের খেদমতের জন্য কখনো শ্রমের প্রয়োজন পড়ে। তখন আল্লাহ্র পথে শ্রম বিসর্জন দেওয়া মুমিন বান্দার কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। খন্দকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এবং ছাহাবায়ে কেরাম যে মেহনত করেছিলেন, তা ইতিহাসের পাতায় অমলিন হয়ে আছে। এ সময় পরিখা খননের কাজে মাটি বহন করার কারণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দেহ-পেট ধূলি-ধূসরিত হয়েছিল।[১৮] আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, মসজিদে নববী নির্মাণের সময় আমরা মাথায় একটি করে ইট বহন করছিলাম। আর আম্মার বিন ইয়াসির (রাঃ) একটির বদলে দু'টি করে ইট বহন করছিলেন। এ দৃশ্য দেখে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আম্মারের মাথার ধূলা ঝেড়ে দিয়ে বললেন, يَا عَمَّارُ أَلاَ تَحْمِلُ لَبِنَةً كَمَا يَحْمِلُ أَصْحَابُكَ، ‘হে আম্মার! তুমি কি তোমার বন্ধুদের মত একটা করে ইট বহন করতে পার না’? তখন আম্মার (রাঃ) বললেন, إِنِّى أُرِيدُ الأَجْرَ مِنَ اللهِ، ‘আমি আল্লাহ্র নিকট থেকে অধিক নেকী কামনা করি’।[১৯] এভাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীগণ দ্বীনের জন্য জান-মাল ও সময়-শ্রম সব কিছু অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং মুমিন বান্দার অবশ্য করণীয় হ'ল দ্বীনের খেদমতের জন্য শ্রম বিসর্জনে সর্বদা প্রস্তুত থাকা। আর সেটা কায়িক শ্রম হ'তে পারে অথবা মানসিক শ্রমও হ'তে পারে। এমনকি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির লক্ষ্যে মুসলিম ভাইয়ের উপকার ও সহযোগিতা করাও দ্বীনের পথে শ্রম উৎসর্গের আওতাভুক্ত।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللهِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ، وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ أَوْ تَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً أَوْ تَقْضِى عَنْهُ دَيْنًا أَوْ تَطْرُدُ عَنْهُ جُوْعًا، وَلأَنْ أَمْشِىَ مَعَ أَخِى الْمُسْلِمِ فِى حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِى هَذَا الْمَسْجِدِ يَعْنِىْ مَسْجِدَ الْمَدِيْنَةِ شَهْرًا، ‘আল্লাহ্র নিকট সেই ব্যক্তি সবচেয়ে প্রিয় যে মানুষের জন্য সবচেয়ে বেশী উপকারী। আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে প্রিয় আমল হ'ল কোন মুসলিমকে আনন্দিত করা অথবা তার কোন কষ্ট লাঘব করা অথবা তার ঋণ পরিশোধ করে দেওয়া অথবা তার ক্ষুধা নিবারণ করা। আমার কোন ভাইয়ের সাহায্যে তার সাথে হেঁটে যাওয়া আমার নিকট এই মসজিদে (মসজিদে নববীতে) এক মাস ই'তিকাফ করার চেয়েও প্রিয়’।[২০] সুতরাং একজন শ্রমিক তার শ্রম ব্যয় করে পার্থিব জীবনে যেমন রূযী তালাশ করবে, তেমনি মুমিন বান্দা দ্বীনের জন্য শ্রম বিলিয়ে দিয়ে আল্লাহ্র কাছে জান্নাতের প্রত্যাশী হবেন।

৫. স্বার্থ বিসর্জন :

নিজের পসন্দনীয় জিনিস অপরের জন্য বরাদ্দ করার নামই হ'ল স্বার্থ বিসর্জন। পূর্ণাঙ্গ ঈমানের দাবী হ'ল অপর মুসলিম ভাইয়ের জন্য নিজের স্বার্থ ত্যাগ করা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, সেই সত্তার কসম! যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، ‘তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ মুমিন হ'তে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তা-ই পসন্দ করে, যা সে নিজের জন্য পসন্দ করে’।[২১] অন্যত্র তিনি বলেন, وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، ‘তুমি নিজের জন্য যা পসন্দ কর, মানুষের জন্যও তা পসন্দ করবে, তাহ'লে পূর্ণ মুসলিম হ'তে পারবে’।[২২]

এই হাদীছগুলোর মর্ম ছাহাবীদের হৃদয় জগতে যে প্রভাব বিস্তার করেছিল, ইতিহাসে তার নযীর খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় হিজরত করার পরে আনছারদের সাথে মুহাজিরদের ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে দেন। তখন আনছার ছাহাবী সা'দ বিন রাবী (রাঃ) আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ)-কে বলেছিলেন, إِنِّى أَكْثَرُ الأَنْصَارِ مَالاً فَأَقْسِمُ مَالِى نِصْفَيْنِ، وَلِى امْرَأَتَانِ، فَانْظُرْ أَعْجَبَهُمَا إِلَيْكَ فَسَمِّهَا لِى أُطَلِّقْهَا، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَتَزَوَّجْهَا، ‘আনছারদের মধ্যে আমি সর্বাধিক সম্পদের অধিকারী। আমি আমার সম্পদকে দুই ভাগে ভাগ করে দিব। আমার দু'জন স্ত্রী আছে, আপনার

১৬. *মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন, কিতাবুল ইলম (মিসর: মাকতাবাতু নূরিল হুদা, তা.বি) পৃ. ১৩।*
১৭. *কিতাবুল ইলম, পৃ. ১৮।*
১৮. *বুখারী হা/৪১০৪।*
১৯. *আহমাদ হা/১১৮৭৯; ইবনু হিব্বান হা/৭০৭৯, সনদ ছহীহ।*
২০. *ত্বাবারাণী, আল-মু'জামুল আওসাত্ব হা/৬০২৬; ছহীহাহ হা/৯০৬।*
২১. *বুখারী হা/১৩; মুসলিম হা/৪৫; মিশকাত হা/৪৯৬১।*
২২. *তিরমিযী হা/২৩০৫; ইবনু মাজাহ হা/৪২১৭; মিশকাত হা/৫১৭১; সনদ হাসান।*

যাকে পসন্দ হয় বলুন, আমি তাকে তালাক দিয়ে দিব। ইদ্দত শেষে তাকে আপনি বিবাহ করবেন'। ইবনু আওফ (রাঃ) তার আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়ে তার জন্য বরকতের দো'আ করলেন এবং ব্যবসার পথ বেছে নিলেন'।[২৩]

অনুরূপভাবে বাহরাইন এলাকা বিজিত হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সেখানকার পতিত জমিগুলো আনছারদের অনুকূলে বরাদ্দ দিতে চাইলে তারা আপত্তি করে বললেন, حَتَّى تُقْطِعَ لِإِخْوَانِنَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِثْلَ الَّذِيْ تُقْطِعُ لَنَا، 'আমাদের মুহাজির ভাইদের উক্ত পরিমাণ জমি দেওয়ার পর আমাদের দিবেন। তার পূর্বে নয়'।[২৪] আনছারদের এই অতুলনীয় স্বার্থ ত্যাগ ও মহত্ত্বের প্রশংসা করে আল্লাহ আয়াত নাযিল করেন, وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، 'আর যারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে এ নগরীতে বসবাস করত এবং ঈমান এনেছিল। যারা মুহাজিরদের ভালবাসে এবং তাদেরকে (ফাই থেকে) যা দেওয়া হয়েছে, তাতে তারা নিজেদের মনে কোনরূপ আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে না। আর তারা নিজেদের উপর তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়, যদিও তাদেরই রয়েছে অভাব। বস্তুতঃ যারা হৃদয়ের কার্পণ্য হ'তে মুক্ত, তারাই সফলকাম' *(হাশর ৫৯/৯)*। আল্লাহ আমাদেরকে স্বার্থ ত্যাগের সেই মহান গুণ অর্জনের তাওফীক্ব দান করুন! আমীন!!

৬. পদ ও মর্যাদা বিসর্জন :

দ্বীনের পথে চলতে গেলে কখনো নিজের পদ ও মর্যাদাকে বিসর্জন দিতে হয়। একজন প্রকৃত মুমিন বান্দা দুনিয়ার সব কিছু উৎসর্গ করে হ'লেও আখেরাতের চির শান্তির জন্য উন্মুখ থাকেন। ইসলামের প্রথম দাঈ মুছ'আব বিন উমায়ের (রাঃ) ছিলেন মক্কার শ্রেষ্ঠ ধনাঢ্য তরুণদের অন্যতম। কিন্তু ইসলাম গ্রহণের কারণে তিনি পরিবারের সকল উত্তরাধিকার সম্পদ থেকে বঞ্চিত হন। তাকে হাত-পা বেঁধে নির্যাতন করা হয়। তিনি যখন ওহোদের যুদ্ধে শহীদ হন তাঁর কাফনের জন্য একখণ্ড চাদর ব্যতীত কোন কিছু পাওয়া যায়নি। যা দিয়ে তার মাথা ঢাকলে পা বেরিয়ে যেত, পা ঢাকলে মাথা বেরিয়ে যেত। অবশেষে রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশে চাদরটি দিয়ে মাথা ঢেকে 'ইযখির' ঘাস দিয়ে পা ঢেকে তাকে দাফন করা হয়।[২৫]

মক্কার মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে নেতৃত্ব, বাদশাহী, সম্পদ, সুন্দরী নারী সবকিছু দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল। তাদের দাবী একটাই ছিল মুহাম্মাদ (ছাঃ) যেন দ্বীনের দাওয়াত পরিত্যাগ করেন। কিন্তু রাসূল (ছাঃ) সকল লোভনীয় প্রস্তাবকে দু'পায়ে দলে সংস্কার ও তাওহীদ প্রতিষ্ঠার দাওয়াত অব্যাহত রেখেছিলেন। বর্তমানে এই নব্য জাহেলিয়াতের যুগেও বাড়ী-গাড়ি, সম্পদ ও নেতৃত্বের লোভনীয় প্রস্তাব আসবে, শয়তান তার সর্বশক্তি দিয়ে দ্বীনের বিশুদ্ধ দাওয়াতকে অবরুদ্ধ করতে চাইবে, কিন্তু নির্ভেজাল তাওহীদের দাওয়াত থেকে কখনো পিছপা হওয়া যাবে না। বরং ঈমানের বলে বলীয়ান হয়ে দ্বীনের উপর কায়েম-দায়েম থেকে জান্নাতের রাজপথ ধরে এগিয়ে যেতে হবে সম্মুখ পানে। অলসতার চাদর ছুঁড়ে ফেলে আখেরাতমুখী দাওয়াতের মাধ্যমে সমাজ সংস্কারে আত্মনিয়োগ করতে হবে। কেননা আখেরাতমুখী দাওয়াতই মানুষকে দুনিয়া ত্যাগে উদ্বুদ্ধ করে এবং সংস্কার আন্দোলনকে সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছিয়ে দেয়।

৭. পরিবার-পরিজনের মায়া বিসর্জন :

পরিবার-পরিজন মানুষের প্রধান আশ্রয়স্থল। কিন্তু দ্বীনের পথে আসলে বান্দা কখনো কখনো এই আশ্রয় থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। ফলে তাকে ঈমানের কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হ'তে হয়। হকের পথে মানুষ যতগুলো বাঁধার সম্মুখীন হয়, তন্মধ্যে অন্যতম হ'ল পরিবার। পরিবার থেকে বাধা আসলে সেটা দারুণ মনোকষ্ট এমনকি দৈহিক কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সে অবস্থায় মুমিন বান্দা যেন ভেঙ্গে না পড়ে, সেজন্য মহান আল্লাহ সূরা শু'আরাতে বিগত যুগের সাতজন নবীর কষ্ট ভোগের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর পরিবার ও নিকটাত্মীয়দের কাছে মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। ছাহাবায়ে কেরাম সহ্য করেছেন অবর্ণনীয় নির্যাতন। কিন্তু দ্বীনের পথ থেকে তারা বিন্দুমাত্র সরে আসেননি; বরং বুকভরা ঈমান নিয়ে শত কষ্টের পাহাড় মাড়িয়ে এগিয়ে গেছেন জান্নাতের পানে। তারা জীবন দিয়েছেন, কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালবাসাকে সর্বদা বুকে ধারণ করে রেখেছেন। পরিবার-পরিজনের মায়া ভুলে মাতৃভূমি ত্যাগ করেছেন আল্লাহ্র নির্দেশে। যায়েদ বিন দাছেনাহ (রাঃ)-কে হত্যার পূর্বে আবু সুফিয়ান তাকে বললেন, 'তুমি কি এটাতে খুশী হবে যে, তোমার স্থলে আমরা মুহাম্মাদকে হত্যা করি এবং তুমি তোমার পরিবারসহ বেঁচে থাক?' তখন তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেছিলেন, وَاللهِ مَا أُحِبُّ أَنَّ مُحَمَّدًا الْآنَ فِيْ مَكَانِهِ الَّذِيْ هُوَ فِيهِ تُصِيبُهُ شَوْكَةٌ تُؤْذِيْهِ، 'আল্লাহ্র কসম! আমি চাই না যে, আমার স্থলে মুহাম্মাদ আসুক এবং তাকে একটি কাঁটারও আঘাত লাগুক'। অতঃপর হারাম এলাকা থেকে বের করে ৬ কিঃ মিঃ উত্তরে 'তানঈম' নামক স্থানে তাঁকে শূলে চড়িয়ে হত্যা করা হয়।[২৬]

মুছ'আব বিন সা'দ (রাঃ) যখন ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিলেন, তখন তার মা তাকে কসম দিয়ে বলেন, আল্লাহ কি তোমাকে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করতে এবং

২৩. *বুখারী হা/৩৭৮০; তিরমিযী হা/১৯৩৩।*
২৪. *বুখারী হা/২৩৭৬; আহমাদ হা/১২০৮৫।*
২৫. *মুসলিম হা/৯৪০; রিজালুন হাওলার রাসূল, পৃ. ৩০।*
২৬. *ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৪/৬৫-৬৬; গৃহীত: সীরাতুর রাসূল (ছাঃ), ৩৯২-৯৩ পৃ.।*

পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করতে নির্দেশ দেননি? فَوَاللهِ لاَ أَطْعَمُ طَعَاماً وَلاَ أَشْرَبُ شَرَاباً حَتَّى أَمُوْتَ أَوْ تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ، ‘আল্লাহ্র কসম! আমি কিছুই খাব না ও পান করব না, যতক্ষণ না মৃত্যুবরণ করব অথবা তুমি মুহাম্মাদের সাথে কুফুরী করবে’।[২৭]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, মা বললেন, তুমি অবশ্যই তোমার দ্বীন ছাড়বে। নইলে আমি খাব না ও পান করব না, এভাবেই মরে যাব। তখন লোকেরা তোমাকে তিরস্কার করে বলবে, يَا قَاتِلَ أُمِّهِ! ‘হে মায়ের হত্যাকারী’! তখন মুছ‘আব বিন সা’দ (রাঃ) বললেন, يَا أُمَّاهُ! لَوْ كَانَتْ لَكِ مِائَةُ نَفْسٍ، فَخَرَجَتْ نَفْسًا نَفْسًا مَا تَرَكْتُ دِينِي هَذَا فَإِنْ شِئْتِ فَكُلِي، وَإِنْ شِئْتِ فَلَا تَأْكُلِي، ‘হে মা! যদি তোমার একশ’টি জীবন হয়, আর এক একটি করে এভাবে বের হয়, তবুও আমি আমার এই দ্বীন ছাড়ব না। এখন তুমি চাইলে খাও, চাইলে না খাও! অতঃপর ছেলের এই দৃঢ় অবস্থান দেখে তিনি খেলেন’।[২৮] এভাবে পরিবার-পরিজনের নির্মল ভালবাসাকে বিসর্জন দিয়ে ছাহাবায়ে কেরাম ঈমানকে নিজেদের বক্ষে ধারণ করে রেখেছিলেন।

৮. সদাচরণে ত্যাগ স্বীকার :

দ্বীনের পথে ত্যাগ স্বীকারের আরেকটি মাধ্যম হ’ল সদাচরণ। অনেক সময় দাওয়াতের চেয়ে সুন্দর ব্যবহার মানুষকে বেশী প্রভাবিত করে। হকের পথে অশ্রাব্য গালি-গালাজ, হুমকি-ধমকি এবং নিন্দাবাদের বিপক্ষে সদাচরণ প্রদর্শন করা আল্লাহ্র নির্দেশ। আল্লাহ বলেন, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، ‘ভাল ও মন্দ কখনো সমান হ’তে পারে না। তুমি উত্তম দ্বারা (অনুত্তমকে) প্রতিহত কর। ফলে তুমি দেখবে যে, তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে, সে যেন (তোমার) অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে গেছে’ *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/৩৪)*।

একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদে নববীতে বসে ছিলেন। এমন সময় এক বেদুঈন এসে মসজিদে প্রস্রাব করতে লাগল। ছাহাবীগণ তাকে থামাতে গেলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ তাকে থামাতে নিষেধ করলেন। তারপর প্রস্রাব করা শেষ হ’লে রাসূল (ছাঃ) তাকে ডেকে কোমল কণ্ঠে বললেন, إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ، وَلَا الْقَذَرِ إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، ‘এই মসজিদগুলো প্রস্রাব ও অপবিত্র করার জায়গা নয়। বরং এটা শুধু আল্লাহ্র যিকর, ছালাত ও কুরআন তেলাওয়াতের জন্য’। অতঃপর তিনি সেই জায়গাতে পানি ঢেলে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন।[২৯] তারপর ছাহাবীদের বললেন, إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ، ‘তোমাদেরকে (মানুষের জন্য) সহজ পন্থা অবলম্বনকারী হিসাবে পাঠানো হয়েছে, কঠোরতা আরোপকারী রূপে নয়’।[৩০] সুতরাং দাওয়াতের ময়দানে আচরণ কোমল হ’তে হবে। রাগ, অভিমান, হিংসা, অহংকার ও গীবত-তোহমতের কষাঘাতকে হজম করে ধৈর্যের সাথে মানুষকে আল্লাহ্র পথে ডাকতে হবে।

[চলবে]

২৭. *আহমাদ হা/১৬১৪, সনদ হাসান।*
২৮. *কুরতুবী হা/৪৮৪৯, ৪৮৫০; তাফসীর ইবনে কাছীর ৬/৩৩৭; তিরমিযী হা/৩১৮৯, হাদীছ ছহীহ; ওয়াহেদী হা/৬৭০, সনদ হাসান, মুহাক্কিক্ব কুরতুবী।*
২৯. *বুখারী হা/১২২১; মুসলিম হা/২৮৫; মিশকাত হা/৪৯২।*
৩০. *বুখারী হা/২২০; নাসাঈ হা/৫৬; ইবনু মাজাহ হা/৫২৯; মিশকাত হা/৪৯১।*

জাতীয় গ্রন্থপাঠ প্রতিযোগিতা ২০২২

সকলের জন্য উন্মুক্ত

সার্বিক যোগাযোগ | ০১৭২৩-৭৮৭৬৩৩, ০১৭৭৪-৫৮৫৭৯৪

নির্বাচিত বই

১. ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন
মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

২. ইক্বামতে দ্বীন পথ ও পদ্ধতি
মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

৩. ইসলামী আন্দোলনে বিজয়ের স্বরূপ
ড. নাছের বিন সোলায়মান আল-ওমর

পুরস্কার
- ১ম পুরস্কার ১০,০০০/- (সনদসহ)
- ২য় পুরস্কার ৭,০০০/- (সনদসহ)
- ৩য় পুরস্কার ৫,০০০/- (সনদসহ)
- বিশেষ পুরস্কার (১০টি সনদসহ) ১,০০০/-

- পরীক্ষার ফী — ৫০ টাকা
- প্রতিযোগিতার তারিখ — ১৮ই ফেব্রুয়ারী, সকাল ১০ টা
- প্রশ্নপদ্ধতি — এম সি কিউ, সময় : ১ ঘণ্টা
- প্রতিযোগিতার স্থান — অনলাইন : www.juboshongho.org
- পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান — তাবলীগী ইজতেমা, ২য় দিন, যুব সমাবেশ মঞ্চ

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ
কেন্দ্রীয় কার্যালয় : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৯৯২

প্রাক-মাদ্রাসা যুগে ইসলামী শিক্ষা

মূল (ইংরেজী): মুনীরুদ্দীন আহমাদ

*অনুবাদ : আসাদুল্লাহ আল-গালিব**

(শেষ কিস্তি)

পাঠদান :

সাধারণভাবে বললে, শিক্ষকবৃন্দ কখন কিভাবে দরস দিবেন, এ ব্যাপারে তাদের পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল।[১] কেউ কেউ প্রতিদিন দরস দিতেন। যেমন একজন বিদ্বানের ব্যাপারে বর্ণিত আছে যে, তিনি ত্রিশ বছর যাবৎ একটি দরসও স্থগিত করেননি।[২] একজন বিদ্বান (মৃ. ৪১৫ হি.) বছরে মাত্র একবার হাদীছের মজলিসের আয়োজন করতেন।[৩] আরেকজন বছরে দু'টি ক্লাস নিতেন।[৪] স্বাভাবিকভাবে সপ্তাহে একটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হ'ত[৫] বা কখনো কখনো দু'টি অধিবেশনও সম্পন্ন হ'ত। অবশ্য সেক্ষেত্রে একটি হাদীছ বর্ণনার জন্য ও অপরটি শ্রুতলিখনের জন্য নির্ধারিত থাকত।[৬] একজন ছাত্র শ্রবণের (সামা') জন্য নির্ধারিত ক্লাসে কোনকিছু নোট করতে পারত না। তাত্ত্বিকরা এ ব্যাপারে বিস্তর গবেষণা করে জানিয়েছেন, শ্রবণের (সামা') ক্লাসে যে ছাত্র লিখনকার্য চালায়, ইলমী ব্যাপারে তার উপর আস্থা রাখা যায় না। শ্রবণের (সামা') সময় অন্যমনস্ক হওয়া উচিত নয়। একজন ছাত্র আগে একটি বিষয় পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে শুনবে, তারপর যখন লিখন অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়, তখন লিখে নিবে।[৭] একজন শিক্ষক ক্লাসের পিছন দিকে একজন দাসকে দাঁড় করিয়ে রাখতেন একারণে যে, কেউ যদি পড়ার সময় লেখার চেষ্টা করে, তাহ'লে সে তাকে ক্লাস থেকে বের করে দেবে।[৮]

বলতে গেলে সারাদিন ধরেই ক্লাস চলত। কোন কোন শিক্ষক সকাল সকাল ক্লাস শুরু করতেন।[৯] কখনোবা ফজর ছালাতের পূর্বেই শুরু হয়ে যেত[১০], আবার কখনো ফজরের পরপরই শুরু হ'ত।[১১] মধ্যদিবস পর্যন্ত[১২] বা বাদ যোহর পর্যন্ত[১৩] কিংবা কখনো কখনো সূর্যাস্ত[১৪] কোন কোন ক্লাস স্থায়ী হ'ত।

বিদ্যাপীঠগুলো যেহেতু শহরের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল, তাই ছাত্রদেরকে এক জায়গা হ'তে আরেক জায়গায় যাতায়াত করতে হ'ত। এই যাতায়াত 'দাওরান' নামে পরিচিত ছিল।[১৫] ইসহাক বিন ইবরাহীম মাওছীলী (মৃ. ২৩৫ হি.) একদিনে তার 'দাওরানে' পাঁচজন শিক্ষকের নিকট যেতেন।[১৬] একজন ছাত্রকে (মৃ. ১৬৮ হি.) তার সহপাঠীরা 'জাওয়াল' (যে অধিক ঘোরাঘুরি করে) নামে ডাকত। কারণ সে সবসময় কোন না কোন শিক্ষকের নিকট পাঠ গ্রহণ করত এবং যখনই অন্য ছাত্ররা কোন শিক্ষকের নিকট যেত, তাকে সেখানে দেখতে পেত।[১৭]

প্রত্যেকটি ক্লাসের স্বতন্ত্র নিয়ম-কানূন ও আদব-কায়দা ছিল। ছাত্র-শিক্ষক সবাইকে শালীনতা বজায় রাখতে হ'ত। আবু হানীফা (রহঃ) আদব-কায়দার জন্য প্রশংসিত ছিলেন। একবার তাঁর কোলের উপর ছাদ থেকে সাপ পড়ল। তিনি ব্যতীত সবাই ভয়ে দৌড় দিল। তিনি চুপচাপ বসে থেকে সাপটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।[১৮] একজন ছাত্রকে পা না ছড়িয়ে সোজা হয়ে বসতে হ'ত। অন্য ছাত্রদের মাড়িয়ে শিক্ষকের কাছাকাছি আসন গ্রহণ করা অত্যন্ত আপত্তিকর ছিল। ক্লাসের আসন বিন্যাস শিক্ষকের এখতিয়ারে ছিল। তবে ছাত্রদের সাধারণত পসন্দমত জায়গায় বসার স্বাধীনতা ছিল। শুধুমাত্র 'শিক্ষকের সামনের আসনের' ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যত্যয় ঘটত। কারণ এই আসন সংরক্ষিত থাকত সবচেয়ে সিনিয়র ছাত্রের (ছাহিব) জন্য অথবা এমন কারো জন্য যে কি-না ক্লাসের পক্ষ থেকে শিক্ষককে কিতাব পাঠ করে শোনাত। কখনো কখনো আসন বিন্যাস হ'ত ক্লাসের পারফর্মেন্স অনুযায়ী এবং সেক্ষেত্রে যারা একটি বিষয়ে তুলনামূলকভাবে বেশী পারদর্শী, তারা অগ্রাধিকার পেত।[১৯] ক্লাস চলাকালে কেউ শিক্ষকের দিকে পিছন ফিরে বসতে পারত না বা তাকে বাধাগ্রস্ত করতে পারত না, এমনকি শিক্ষকের চেয়ে উচ্চৈঃস্বরে কথাও বলতে পারত না।

যদি ছাত্রদেরকে এক এক করে পাঠদান করা হ'ত, সেক্ষেত্রে সাধারণত ক্লাসে আগমনের ক্রম অনুযায়ী ছাত্রদেরকে পাঠ গ্রহণ করতে হ'ত।[২০] তবে বহিরাগত ছাত্রদের ক্ষেত্রে মনে হয় ক্লাসে আগমনের ক্রম ধর্তব্য ছিল না, তারা স্থানীয় ছাত্রদের আগে পাঠ গ্রহণ করতে পারত। বাগদাদের উপকণ্ঠের একজন ছাত্র একবার এই সুযোগ নেয়ার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সচেতন শিক্ষক তা ধরে ফেলেছিলেন এবং বলেছিলেন, 'আমরা কখনো শহরের ছাত্রদের এ সুযোগের আওতায় আনিনি। আল্লাহ যেন তোমার এ চেষ্টাকে সফল না করেন। তুমি আমার নিকট আগমনের পূর্বে তোমার মায়ের সঙ্গে সকালের নাশতা গ্রহণ করেছ'।[২১]

ক্লাসের মধ্যে শিক্ষকের সাথে তর্ক করা বেয়াদবী বলে গণ্য হ'ত। তবে উপযুক্ত প্রশ্ন হ'লে তা সাদরে গৃহীত হ'ত।

---

* শিক্ষার্থী, ইংরেজী বিভাগ, ২য় বর্ষ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১. তারীখু বাগদাদ, ২/২৬৬-৭; ১১/১৭৮; ১২/২১০; ১৩/৯, ৩৫৬, ৪৭১।
২. প্রাগুক্ত, ১১/১৭৮।
৩. প্রাগুক্ত, ৫/৬৭।
৪. প্রাগুক্ত, ১০/৩৬৭।
৫. ইয়াকূত, মু'জামুল উদাবা, ১৭/১৭৭।
৬. তারীখু বাগদাদ ৩/১৮৩; ৭/৩৫৩; ১০/৬৮।
৭. খত্বীব বাগদাদী, আল-কিফায়াহ, পৃ. ৬৬, ৬৮।
৮. তারীখু বাগদাদ ৮/২৩৩।
৯. প্রাগুক্ত, ৪/৪১-৪২; ৫/৪৬৯; ১১/১৭৮; ১২/৯৫।
১০. প্রাগুক্ত, ৩/২৩০; ৮/৩২৩।
১১. প্রাগুক্ত, ১০/১৪৫।
১২. প্রাগুক্ত, ১১/৪৫৬-৭; ১৩/৪৭১।
১৩. প্রাগুক্ত, ১৩/৪৭১।
১৪. প্রাগুক্ত।
১৫. প্রাগুক্ত, ৬/৩৪০; ৯/১১।
১৬. প্রাগুক্ত, ৬/৩৪০।
১৭. প্রাগুক্ত, ১২/৪৫৮।
১৮. প্রাগুক্ত, ১৩/৩৩৬।
১৯. al-Jawzi, al-Muntazam, Xn. 73 (7-12).
২০. তারীখু বাগদাদ ১৩/১১৬।
২১. প্রাগুক্ত, ১০/৩৭২।

অপ্রয়োজনে কেউ দরসে ব্যাঘাত ঘটাতে পারত না। কোন শিক্ষক যদি এক মজলিসে দুই বার বিরক্ত করা হ'ত, তাহ'লে তিনি সেদিনের মত ক্লাস সমাপ্ত করে দিতেন।[২২]

পাঠদান ও গ্রহণের পদ্ধতি :

প্রথম দিকে শুধুমাত্র হাদীছ শাস্ত্রকে বুঝানোর জন্য 'ইলম' শব্দটি ব্যবহৃত হ'ত এবং প্রকৃতপক্ষে এ শাস্ত্রটি ইলমের অন্য সব শাখাকে প্রভাবিত করেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ শাস্ত্রের পঠন-পাঠনের পদ্ধতি ও পরিভাষা অনুসৃত হয়েছে। যেমন চিকিৎসা শাস্ত্রের কিতাবা সমূহে ইসনাদের (বর্ণনাকারীদের পরম্পরা) ব্যবহার শুরু হয়েছিল। এমনিভাবে কেউ যদি কোন কথা একজন নির্ভরযোগ্য শিক্ষকের নিকট থেকে সরাসরি শ্রবণ না করে থাকে তাহ'লে সে তা অন্যের নিকট প্রচার করতে পারবে না। এই মূলনীতিটিও অন্যান্য সব শাস্ত্রের ক্ষেত্রে স্বীকৃত নিয়ম ছিল। শ্রবণরীতি (সামা') ছিল এমন যে, প্রথমে কোন কিছুর, যেমন হাদীছ, বর্ণনা বা উপস্থাপনা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করতে হ'ত, অতঃপর শ্রুত বিষয়টি লিখে (ইমলা) নিতে হ'ত। ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে মুখস্থকরণ (হিফয) গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হ'ত। ইবনুল মুবারকের পিতা তার সন্তানের পড়াশোনার ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি তার সন্তানকে হুমকি দিয়ে বললেন, তিনি যদি কখনো তার কিতাব দেখতে পান, তাহ'লে তা তৎক্ষণাৎ পুড়িয়ে দেবেন। কিন্তু পিতার ধমকিকে পুত্র মোটেই পরোয়া করল না; বরং নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বলল, 'পোড়ানোর মতো কোন বই আপনি কখনো পাবেন না। কারণ আমি প্রত্যেকটি বিষয় হিফয করে নিয়েছি। সেকারণ একটা কিতাবও ঘরে রাখিনি।[২৩] হিফয করার জন্য যে পদ্ধতি প্রয়োগ করা হ'ত তা হ'ল পুনরাবৃত্তি এবং একাজের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পুনরাবৃত্তিকারীদের (মুঈদ) নিয়োগ দেয়া হ'ত।

হাদীছের ক্ষেত্রে মুযাকারার (অন্যের সাথে আলোচনা করার মাধ্যমে কোন কিছু ইয়াদ করা) মজলিসগুলো খুবই জনপ্রিয় ছিল।[২৪] প্রথমদিকে এটি ছিল ছাত্রদের মধ্যে বা শিক্ষকদের মধ্যে ঘরোয়াভাবে আলোচনা-পর্যালোচনার মাধ্যমে হাদীছ বিনিময়ের সভা। মূলতঃ এটি কোন পাঠদান সভা ছিল না, তবে 'মুযাকারায়' শ্রুত হাদীছ অন্যের নিকট বর্ণনার অনুমতি ছিল।[২৫] তবে এক্ষেত্রে হাদীছটি যে উক্ত উপায়ে শ্রুত হয়েছিল, তা উল্লেখ করে দিতে হ'ত।[২৬] মুযাকারা বৈঠকগুলো সকলের জন্য উন্মুক্ত ছিল। শায়খরা সংক্ষিপ্ত সফরে দরস প্রদান করার চেয়ে মুযাকারায় শরীক হয়ে স্থানীয় শায়খদের সাথে হাদীছ বিনিময় করা বেশী পসন্দ করতেন।[২৭] কখনো কখনো বিশেষভাবে মুযাকারার আয়োজন করা হ'ত।[২৮]

ইবনুল মাদীনী (আলী বিন আব্দুল্লাহ, আবুল হাসান) বলেন, 'আমি গত চল্লিশ বছর যাবৎ যখনই বাগদাদে গিয়েছি, আহমাদ বিন হাম্বলের সাথে মুযাকারা আকারে হাদীছ নিয়ে আলোচনা করেছি।[২৯] নীতি অনুসরণ করার কারণে কোন কোন শিক্ষক হাদীছের দরস দিতেন না, কিন্তু মুযাকারা পেলে তারা তৎক্ষণাৎ অংশগ্রহণ করতেন।[৩০] বিশর হাফী (মৃ. ২২৭ হি.) যা কিছু লিপিবদ্ধ করেছিলেন, তার সবই মুযাকারায় শ্রুত ছিল।[৩১] যাহোক মুযাকারাগুলো প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও ঈর্ষামুক্ত ছিল না। একজন শায়খের ব্যাপারে শোনা যায়, তিনি তৎকালীন শায়খদের সাথে মুযাকারায় অংশগ্রহণ করতেন এবং সবসময় যেকোন উপায়ে বিজয়ী হ'তেন।[৩২]

প্রথমদিকে ইলমে হাদীছের মূল লক্ষ্য ছিল হাদীছ বর্ণনা করা (রিওয়াইয়া)। এরপর আসল হাদীছ অনুধাবন করার (দিরায়া) প্রসঙ্গ এবং এ থেকেই এক সময় ফিক্বহ শাস্ত্রের উৎপত্তি হ'ল। মুনাক্বাশার (যুক্তি-তর্ক উপস্থাপন করা) মাধ্যমে ইলমে ফিক্বহের চর্চা হ'ত। এই পদ্ধতিতে শিক্ষক, মুফতী বা ছাত্রদের সামনে একটি প্রশ্ন (মাসআলা) পেশ করে উত্তর (জওয়াব, ফৎওয়া) দিতে বলা হ'ত। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এই পদ্ধতিটি বিশেষভাবে পসন্দ করতেন এবং পাঠদানের ক্ষেত্রে এটি অনুসরণ করতেন।[৩৩] তাঁর একজন প্রাক্তন ছাত্র প্রাতিষ্ঠানিক আকারে 'মাজলিসুন নযর' (বিতর্কসভা) গড়ে তুলেছিলেন।[৩৪] পরবর্তীতে এ ধরনের প্রতিষ্ঠান মুসলিম সমাজের অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে গেল। আমরা অন্যত্র মজলিসে নযর বা কাযী মাহামিলীর কথা উল্লেখ করেছি। মজলিসটি ২৭০ হিজরীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং দুইশত বছর পরে হিজরী পঞ্চম শতকেও এটি বহাল ছিল। স্বয়ং খত্বীব বাগদাদী এই মজলিসে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

'মজলিসে মুনাযারা' নামে পরিচিত তর্ক-বিতর্কের প্রতিষ্ঠানগুলোও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মনে করা হয়, আব্বাসীয় খলীফা মামূন এ ধরনের সংস্থার প্রবর্তন করেছিলেন। তিনি একবার প্রধান বিচারপতি ইবনে আকসামকে (মৃ. ২৪২হি.) বাগদাদের বাছাই করা পণ্ডিতদের নিয়ে একটি সভার আয়োজন করতে বললেন। অনুষ্ঠান শেষে তিনি এটি নিয়মিতভাবে আয়োজন করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।[৩৫] পরবর্তীতে মন্ত্রী ও অভিজাত শ্রেণী তার পদাঙ্ক

---

২২. *প্রাগুক্ত, ১৪/২৭৪।*
২৩. *প্রাগুক্ত, ১০/১৬৬।*
২৪. *See: Munir-ud-Din Ahmed, "The Institution of al-Mudhakara," ZDGM. XVII. Deutscher Orientalistentag vom 21. bis 27. Juli 1968 in Würzburg. Supplementa I: Vorträge Teil 2. 1969. 595-603.*
২৫. *তারীখু বাগদাদ ১/৩৫৪; ৮/৯৪।*
২৬. *ইবনুছ ছালাহ, উলূমুল হাদীছ (আলেপ্পো, ১৩৫০হি./১৯৩১খ্রি.) পৃ. ৭৫।*
২৭. *তারীখু বাগদাদ ৪/৩৪৩; ৫/৪১৭।*
২৮. *প্রাগুক্ত, ৬/৩১০।*
২৯. *প্রাগুক্ত, ১৪/১৮২।*
৩০. *প্রাগুক্ত, ৬/১৭৩; ৮/৯২, ৯৪।*
৩১. *প্রাগুক্ত, ৭/৬৭।*
৩২. *প্রাগুক্ত, ২/১৬৯।*
৩৩. *প্রাগুক্ত, ১২/৩০৮; বুরহানুদ্দীন যারনূজী, তা'লীমুল মুতা'আল্লিম পৃ. ১৮, ১৯।*
৩৪. *তারীখু বাগদাদ ৮/৩২।*
৩৫. *তাইফুর, বাগদাদ, পৃ. ৭৫, দেখুন: আহমাদ আমীন, যুহাল ইসলাম (কায়রো : ১৯৫৬), পৃ. ৫৭-৫৮।*

অনুসরণ করে এ ধরনের বহু বিতর্কসভা গড়ে তোলেন। গাযালী মনে করেন, খলীফা ও অন্যান্য কর্মকর্তারা, যারা ধর্মতত্ত্বের ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন, তারাই মূলতঃ ইলমে কালাম নিয়ে মুনাযারার বিষয়টিকে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। অবশ্য পরবর্তীতে ফিক্বহী জিজ্ঞাসা সামনে উঠে এসেছিল।[৩৬] মুনাযারাগুলোতে প্রায় সব শাস্ত্রের চর্চা হ'ত। এমনকি কবিরা পর্যন্ত এসব মজলিসে একজন আরেকজনের সাথে প্রতিযোগিতা করেছেন বলে জানা যায়। ব্যাকরণবিদ মুবার্রাদ এবং অভিধান রচয়িতা ছা'লাবের মাঝে কয়েকটি বিখ্যাত 'মুনাযারা' অনুষ্ঠিত হয়েছিল।[৩৭] সিবাওয়াইহ যখন ইয়াহ্ইয়া বারমাকীর নিকট আগমন করলেন, তিনি তখন তাকে তার ও কিসাঈর মাঝে একটি মুনাযারা আয়োজন করতে অনুরোধ করেছিলেন।[৩৮] ইমাম শাফেঈ ও ইবনু রাহওয়াইহ-এর মাঝে মক্কাবাসীদের প্রসঙ্গে একটি মুনাযারা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।[৩৯] আরেকবার 'খবরে আহাদ' (যে হাদীছের কোন স্তরে মাত্র একজন রাবী রয়েছে) প্রসঙ্গে ইবনে উলাইয়ার সাথে ইমাম শাফেঈর বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এমনিভাবে মুনাযারা প্রাক-মাদ্রাসা যুগে ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়েছিল।[৪০]

পাঠদানের ভাষা :

পাঠদানের মাধ্যম ছিল আরবী। অবশ্য কোন কোন জায়গায় আঞ্চলিক ভাষায় দরস চলত। তবে কতিপয় দ্বিভাষী শিক্ষক সম্পর্কে জানা যায়, তারা যুগপৎভাবে আরবী ও ফারসী ভাষায় পাঠদান করতেন বা আরবী বয়ানগুলো বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় তরজমা করে দিতেন। এতে উপকৃত হ'ত সেসব ছাত্র, যারা হয়ত উচ্চতর আরবী ভাষায় পারদর্শী ছিল না। তবে একজন ছাত্রের মাতৃভাষা যা-ই হোক, তাকে আরবী ভাষা শিখতে হ'ত। মুসলিম বিশ্বের সাংস্কৃতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠায় এর ব্যাপক ভূমিকা ছিল। যেমন যেকোন জায়গা হ'তে আগত একজন ছাত্র বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্যের যেকোন শহরের যেকোন মসজিদে প্রবেশ করে ইলমী মজলিসে অংশগ্রহণ করতে পারত। কারণ তার যদি আরবী জানা থাকত, তাহ'লে দরস বুঝতে কোন সমস্যা হ'ত না।

উস্তাযগণ ছাত্রদের ভাষার বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখতেন। আব্দুল্লাহ বিন ইদরীস (রহঃ)-এর ক্লাসে কেউ যদি ব্যাকরণগত ভুল করত, সাথে সাথে তিনি ক্লাসের সমাপ্তি ঘোষণা করতেন। তিনি একবার বলেছিলেন, 'মাওছিলে কি এমন একজনও নেই, যে শুদ্ধরূপে আরবী বলতে পারে?[৪১] তবে শুদ্ধ আরবীর উপর এমন জোর দেয়ার বিরূপ প্রতিক্রিয়াও ছিল।

যেমন ক্লাসের মধ্যে ছাত্ররা কিতাব পাঠ করতে ভয় পেত। একজন ছাত্র তার সিনিয়র সহপাঠী প্রসঙ্গে বলেছে যে, তারা তার আগমনের অপেক্ষায় থাকত। কারণ সে ক্লাসের পক্ষ থেকে শিক্ষককে কিতাব পাঠ করে শোনাত।[৪২] জনৈক শিক্ষক একবার এক ছাত্রের আরবী পড়া শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি এতটা চমৎকৃত হয়েছিলেন যে, ছেলেটির আরবী ভাষায় পারদর্শিতা দেখে তিনি জানতে চাইলেন, সে আরবের কোন গোত্রভুক্ত, যদিও ছেলেটি ছিল অনারব।[৪৩] শিক্ষকদের জন্যও আরবী ভাষায় পারদর্শিতা অর্জন করা সমানভাবে যরূরী ছিল। কারণ তারা যদি ভুল আরবী বলতেন, তাহ'লে ছাত্ররা তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করত। যেমন একজন শিক্ষক একবার ব্যাকরণগত ভুল করলে একজন ছাত্র তাকে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় শুধরে দিয়েছিল।[৪৪]

টিউশন ফী :

উস্তাযদের টিউশন ফী গ্রহণ করা উচিত কি-না, এ নিয়ে অনেক বিতর্ক হয়েছে। কেউ কেউ ফী গ্রহণের তীব্র বিরোধী, আবার কেউ কেউ পাঠদানের বিনিময়ে ফি গ্রহণে কোন দোষ দেখেন না। এটি বিশেষ করে সেসব শিক্ষকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যাদের অর্থোপার্জনের অন্য কোন মাধ্যম নেই। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মুবার্রাদ (মৃ. ২৮৫ হি.) ফী গ্রহণ করতেন।[৪৫] একজন ছাত্রকে একটি হাদীছের জন্য তিন 'দীনার' দিতে হ'ত।[৪৬] আরেকজন হাদীছ প্রতি দুই 'দানাক্ব' দিয়েছিল।[৪৭] এমনিভাবে আরেকজন হাদীছ প্রতি মাত্র এক 'দানাক্ব' দিয়েছিল।[৪৮] ইবরাহীম হারবী নিজে টিউশন ফী নিতেন না। কিন্তু ছাত্রদেরকে একজন শিক্ষকের নিকট যাওয়ার পরামর্শ দিতেন, যিনি দরসের বিনিময়ে ফী গ্রহণ করতেন।[৪৯]

সেই ঘটনা ইতিমধ্যে বলা হয়ে গেছে, যেখানে একজন ছাত্রকে টিউশন ফী দিতে না পারায় ক্লাস থেকে বেরিয়ে যেতে হয়েছিল।[৫০] ইবনুল আরাবীর (মৃ. ২৩০ হি.) ব্যাপারে বর্ণিত আছে যে, তিনি প্রতি মাসে টিউশন ফী হ'তে এক হাযার দিরহাম আয় করতেন।[৫১] মুহাম্মাদ বিন জা'ফর (মৃ. ৩৪৮ হি.) নিজেই বর্ণনা করেছেন, তিনি কুরআন শিখিয়ে তিন লক্ষ দীনার আয় করেছিলেন।[৫২]

---

৩৬. আবূ হামেদ গাযালী, ইহইয়াউ 'উলূমিদ্দীন. (কায়রো) ১/৪২।
৩৭. তারীখু বাগদাদ ৫/২০৮-৯।
৩৮. প্রাগুক্ত, ১২/১০৪-৫; ১৯৭-৮।
৩৯. প্রাগুক্ত, ৬/৩৫১।
৪০. আরো দেখুন: মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম গুনাইমা, তারীখুল জামি'আতিল ইসলামিয়াতিল কুবরা (Historia de los grandes universidades). (Tetuan, 1953). পৃ. ২০৪; মাকদেসী, দি রাইজ অব কলেজেস, পৃ. ১২৮।
৪১. তারীখু বাগদাদ ৯/৪১৯।
৪২. প্রাগুক্ত, ১৩/১৩৩।
৪৩. প্রাগুক্ত, ৭/৪০৮।
৪৪. প্রাগুক্ত, ৪/১৯১।
৪৫. ইয়াকূত, মু'জামুল উদাবা, ১/১৩১।
৪৬. তারীখু বাগদাদ ১৪/২৭৮।
৪৭. প্রাগুক্ত, ১২/৮৯-৯০।
৪৮. প্রাগুক্ত, ৯/৪৩৬।
৪৯. প্রাগুক্ত, ৮/২১৯।
৫০. প্রাগুক্ত, ১২/৮৯-৯০।
৫১. মু'জামুল উদাবা, ১৮/১৯১।
৫২. হামাদানী, আত-তাকমিলাহ, ১৭৫।

ছাত্রবৃন্দ ও তাদের আর্থিক অবস্থা :

এটা নিশ্চিত যে, সব ছাত্র ধনী পরিবার থেকে উঠে আসেনি। যেমন ইয়াহ্ইয়া ইবনু মাঈন উত্তরাধিকার সূত্রে দশ লক্ষ দিরহামেরও বেশি পেয়েছিলেন। তার সমগ্র অর্থ তিনি হাদীছ চর্চায় ব্যয় করেছিলেন।[৫৩] এমন অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে, যেখানে দেখা যায়, ইলম অর্জনে বিপুল পরিমাণ অর্থ খরচ করা হয়েছে।[৫৪] অর্থের বিবেচনায় অন্য অনেকে কম সৌভাগ্যবান ছিলেন। যেমন জনৈক ছাত্র যখন ইসফাহানে ফিরে আসল, তখন তার নিকট মাত্র এক দিরহাম অবশিষ্ট ছিল। অতঃপর শহরের একজন রুটি প্রস্তুতকারকের সাথে তার দেখা হয়, যে কি-না তাকে মাত্র এক দিরহামের বিনিময়ে পুরো মাস ধরে প্রতিদিন দুই টুকরো করে রুটি দিতে রাযী হয়েছিল।[৫৫] ইবরাহীম হারবীর ব্যাপারে কথিত আছে যে, তিনি মাত্র আড়াই দিরহাম দিয়ে দীর্ঘ এক মাস কাটিয়েছিলেন।[৫৬]

সচ্ছল শিক্ষকরা গরীব ছাত্রদের সহযোগিতা করতেন। আবু হানীফা (রহঃ) ছিলেন একজন ধনাঢ্য ব্যবসায়ী এবং তিনি কেবল তার নিয়মিত ছাত্রদের প্রতিই নয়; বরং অন্যদের প্রতিও উদারহস্ত ছিলেন।[৫৭] তিনি একবার একজন ছাত্রকে দরিদ্র মনে করে ক্লাস শেষে অপেক্ষা করতে বললেন। ছাত্রটি তাই করল এবং সে খুব অবাক হ'ল যখন দেখল আবু হানীফা (রহঃ) তার সামনে ১০০০ দিরহাম পেশ করছেন। অবশ্য ছেলেটি তা গ্রহণ করেনি।[৫৮] আবু ইউসুফের পিতা ছিলেন অত্যন্ত গরীব এবং তিনি তার পুত্রের পড়াশোনার ঘোর বিরোধী ছিলেন। ফলে আবু ইউসুফ আবু হানীফা (রহঃ)-এর নিকট থেকে নিয়মিত ভাতা লাভ করতেন।[৫৯] এমন অনেক শিক্ষক ছিলেন, যারা তাদের দরসে উপস্থিত প্রত্যেকটি ছাত্রকে তাদের সাথে খাবার গ্রহণের জন্য পীড়াপীড়ি করতেন।[৬০] কতিপয় শায়খের কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁরা ছাত্রদেরকে ভাতা দিতেন বা অন্য উপায়ে সহযোগিতা করতেন। এসব শায়খের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হ'লেন, মুহাম্মাদ ইবনু হিব্বান আল-বুসতী (মৃ. ৩৫৪ হি.) এবং শরীফ রাযী (মৃ. ৪০৬ হি.)। আবু হামিদ ইসফারাঈনী (মৃ. ৪০৬ হি.) প্রতি মাসে ছাত্রদের মাঝে ১৬০ দীনার করে বিতরণ করতেন।[৬১]

মন্ত্রী ইয়াকূব বিন কিল্লিস, যিনি ফাতেমীয় খলীফা আযীয বিল্লাহ্র অনুমতিক্রমে ৩৭৮ হিজরীতে আযহার মসজিদে ছাত্রদের জন্য একটি ভবন নির্মাণ করেছিলেন। তিনি তাদের জন্য রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে ভাতারও ব্যবস্থা করেছিলেন।[৬২] এছাড়াও অনেক জনহিতৈষী ছাত্রদেরকে আর্থিকভাবে সাহায্য করতেন।[৬৩] একজন ধনী ব্যক্তির ব্যাপারে শোনা যায়, তিনি ছাত্রদের জন্য বছরে ৪০,০০০ থেকে ৫০,০০০ দিরহাম ব্যয় করতেন।[৬৪] আরেকজন ধনী ব্যক্তি সাহিত্যের ছাত্রদের জন্য তার সম্পত্তির অংশবিশেষ ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন।[৬৫] একজন ধনী ব্যক্তির ব্যাপারে বর্ণিত আছে, তিনি একবার একজন শায়খের নিকট গিয়ে তাকে ১০০ দীনার পেশ করলেন, কিন্তু তিনি তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালেন। তখন লোকটি তাকে উক্ত অর্থ ছাত্রদের মাঝে বিতরণ করে দেয়ার অনুরোধ করলেন। শায়খ তখন লোকটিকে উক্ত অর্থ মেঝের উপর রাখতে বললেন এবং সেখান থেকে ছাত্রদেরকে প্রয়োজন মতো গ্রহণ করতে বললেন।[৬৬]

কখনো কখনো সরকারের পক্ষ থেকে অনুদান আসত। যেমন 'ইলমুল ক্বিরাআহ' (আবৃত্তিবিদ্যা)-এর ছাত্ররা একবার অনুদান লাভ করেছিল। তবে এটা সম্ভবত একবারই দেয়া হয়েছিল। কারণ একজন লোক সেসময় উক্ত অর্থ গ্রহণে আপত্তি জানিয়েছিল। যদিও লোকটি পরে সত্যি সত্যি অর্থাভাবে পড়লে কোন রাষ্ট্রীয় সহায়তা পায়নি।[৬৭] হারূনুর রশীদ সম্পর্কেও বলা হয়, তিনি মুহাম্মাদ বিন হাসান শায়বানীর নিকট ছাত্রদের মাঝে বিতরণ করার জন্য অর্থ পাঠিয়েছিলেন।[৬৮] মন্ত্রী ইবনুল ফুরাত ছাত্রদের মাঝে উদারহস্তে দান করার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন।[৬৯]

অনেক সময় ছাত্ররা একে অপরের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিত। বেশ কিছু দৃষ্টান্ত রয়েছে, যেখানে দেখা যায়, ধনী ছাত্ররা তাদের গরীব সহপাঠীদের দেখাশোনা করেছে।[৭০] কথিত আছে, একজন ছাত্র উস্তাযের সামনেই ১০,০০০ দিরহাম বিলিয়ে দিয়েছিল।[৭১] এমনিভাবে একজন মেধাবী ছাত্রের জন্য অন্য ছাত্ররা মিলে মাসিক ১০০ দিরহাম ভাতার ব্যবস্থা করেছিল।[৭২] আবু ইসহাক রিফাঈও (মৃ. ৪১১ হি.) তার ছাত্রবন্ধুদের নিকট থেকে আর্থিক সহযোগিতা লাভ করেছিলেন।[৭৩]

সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী থেকে ছাত্ররা আসত। তাদের কেউ কেউ ছিল ধনীর দুলাল, আবার কেউবা ছিল দরিদ্র পিতা-

---

৫৩. ইবনু খাল্লিকান, অফায়াত, ৫/১৯০-৯৩।
৫৪. তারীখু বাগদাদ, ২/১৭৩; ৭/২২২; ৮/৩১৪; ৪২১-২২।
৫৫. প্রাগুক্ত, ৪/৩৭৫।
৫৬. প্রাগুক্ত, ৬/৩১।
৫৭. প্রাগুক্ত, ১৩/৩৬০।
৫৮. প্রাগুক্ত, ১৩/৩৬১।
৫৯. প্রাগুক্ত, ১৪/২৪৪।
৬০. প্রাগুক্ত, ৮/১৯৪; ১০/৩০৮-৯।
৬১. ইবনুল জাওযী, আল-মুনতাযাম, ৭/২৭৭।
৬২. মাকূরীযী, আল-খিতাত, ৪/৪৯।
৬৩. তারীখু বাগদাদ, ১২/২৭৮।
৬৪. প্রাগুক্ত, ১১/২০।
৬৫. প্রাগুক্ত, ১১, ৩৬৭।
৬৬. প্রাগুক্ত, ১১/৪৪।
৬৭. প্রাগুক্ত।
৬৮. প্রাগুক্ত, ২/১৭৩; তানূখী, নিশওয়ারুল মুহাযারা, ৫/১৮৭।
৬৯. মিসকাওয়াইহ, তাজারিবুল উমাম, ১/১২০; কিতাবুল উয়ূন ওয়াল হাদায়েক্ব ফী আখবারিল হাক্বায়েক্ব, ওমর সাঈদী কর্তৃক সম্পাদিত (দামেশক, ১৯৭২-৩)।
৭০. তারীখু বাগদাদ ২/৭৪-৫।
৭১. প্রাগুক্ত, ৬/৪।
৭২. তানূখী, নিশওয়ারুল মুহাযারা, ২/২৭৫-৬।
৭৩. ইয়াকূত, মু'জামুল উদাবা, ১/১৫৫।

মাতার সন্তান। যাহোক অধিকাংশই ছিল কারিগর ও ব্যবসায়ীর মতো পেশাজীবির সন্তান। ইবনু খালদূনের বিবৃতিতে এ কথার প্রমাণ মেলে। যেমন তিনি বলেন, জ্ঞানবিজ্ঞানে আরবদের তেমন কোন অংশগ্রহণ ছিল না। কারণ একদিকে তারা ক্ষমতাদ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিল, অপরদিকে ইলমের সাথে সম্পর্কিত পেশা ও শিল্পের প্রতি তাদের কোন আগ্রহ ছিল না।[৭৪]

অনেক সময় ছাত্ররা অন্যের দোকানে কাজ করত[৭৫] অথবা ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করত।[৭৬] আবু আহমাদ বিন আলী বিন ফাঙ্গয়ী (মৃ. ৪২৮ হি.) এমনই একজন প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি ব্যবসায়িক কাজে নিশাপুরে গিয়ে হাদীছও অধ্যয়ন করেছিলেন। পরবর্তীতে নিশাপুরে স্থায়ী হওয়ার আগে তিনি খোরাসান, হেরাত এবং তুরান সফর করেছিলেন। তিনি নিশাপুরের খারকুশী মাদ্রাসায় দরসও দিয়েছেন।[৭৭] বিশেষ করে ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করতে গিয়ে ছাত্রদেরকে দূরদেশে পাড়ি জমাতে হ'ত। সেজন্য তাদের পক্ষে 'রিহলা' (ইলম অন্বেষণের জন্য সফর) সহজ ছিল।

পেশা হিসাবে শিক্ষকতা :

প্রথম যুগে যখন বেতনভুক্ত কর্মকর্তাদের নিয়ে স্থায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি, সে সময়ের ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থায় পেশাদার শিক্ষকের সংখ্যা ছিল খুবই কম, আদৌ যদি থেকে থাকে। প্রায় প্রত্যেকটি শিক্ষক পাঠদান ছাড়াও কোন না কোন পেশার সাথে যুক্ত ছিলেন। আর তাই তারা পাঠদানের জন্য অবসর সময়কে বেছে নিতেন। সে সময় যারা নিজেদেরকে দ্বীনী ইলম চর্চায় নিয়োজিত রেখেছিলেন, সংখ্যার বিচারে তাদের অধিকাংশই ছিল ব্যবসায়ী।[৭৮] একটি গবেষণা মতে, হিজরী তৃতীয় ও চতুর্থ শতকে শায়খদের প্রায় ৭৫ শতাংশ ছিলেন হয় ব্যবসায়ী না হয় কারিগর।[৭৯] এ কারণে তারা আর্থিকভাবে সচ্ছল ছিলেন।

তবে কতিপয় শিক্ষক যে টিউশন ফী গ্রহণ করতেন, তা থেকে প্রমাণিত হয়, তাদের কারো কারো নিকট পাঠদান ছিল উপার্জনের একটি মাধ্যম।[৮০] কখনো কখনো রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তার পক্ষ থেকে আর্থিক সহযোগিতা আসত, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা আসত ব্যক্তিগত উদ্যোগে। সরকারী অনুদানব্যবস্থা ছিল বলে মনে হয় না। কতিপয় শায়খের ব্যাপারে জানা যায়, তারা রাষ্ট্রীয় ভাতা পেতেন।[৮১] তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'লেন, হাসান বছরী (মৃ. ১১০ হি.)[৮২] এবং হানাফী ফক্বীহ আবু ইউসুফ[৮৩] ও আলী বিন সাঈদ ইসতাখরী (মৃ. ৪০৪ হি.) খলীফা ক্বাদিরের (৩৮১-৪২২ হি.) নিকট থেকে ভাতা পেয়েছিলেন।[৮৪] যাজ্জাজ (মৃ. ৩১১ হি.) একই সাথে তিনটি রাষ্ট্রীয় ভাতা লাভ করেছিলেন।[৮৫] অনেক সময় শায়খগণ রাষ্ট্রীয় ভাতা প্রত্যাখ্যান করতেন।[৮৬] জীবিকা নির্বাহের জন্য তারা সাধারণত রাষ্ট্রীয় ভাতা বা দাতা ব্যক্তিদের উপর নির্ভর না করে কোন একটা কাজ বেছে নিতেন।[৮৭]

---

৭৪. *হাজী খলীফা, কাশফুয যুনূন (ইস্তাম্বুল, ১৩৬০-২হি./১৯৪১-২খ্রি.)।*
৭৫. *তারীখু বাগদাদ, ৯/৪৫৬; ১৩/৪২৮।*
৭৬. *প্রাগুক্ত, ১১/৩১২; ১২/৪৮৩।*
৭৭. *Sarifini, Muntakhab, fol.24 b - 25 a.*
৭৮. *S.D. Goetein, Studies in Islamic History and Institutions (Leiden, 1966), p.219.*
৭৯. *Hayyim J. Cohn, Peraqim mi-tok: Motsa am ha kalkali n-farnaso-theham shel hokme-ha-halakah we-anshe-ha-masovah bithequfath haqlasith shel ha-Islam (Chapters from: The economic background and the secular occupation of Muslim jurisprudents and traditionists in classical period of Islam). (Jerusalem, 1962).*
৮০. *তারীখু বাগদাদ ৬/৯০-২; ৭/২১৯; ৯/৪৩৬; ১১/৩৮৬; ১২/১৫৬; ১৪/২৭৮।*
৮১. *প্রাগুক্ত, ৬/২১০; ৭/১৬০, ২৫৮; ১২/৪০৬; ১৩/২৮৮।*
৮২. *তানূখী, নিশওয়ারুল মুহাযারা ২/৫২-৩।*
৮৩. *প্রাগুক্ত, ১/২৫৩।*
৮৪. *ইবনুল জাওযী, আল-মুনতাযাম ৭/২৬৮।*
৮৫. *ইয়াকূত, মু'জামুল উদাবা, ১৩/২৫৬।*
৮৬. *তারীখু বাগদাদ, ১/৩৫২; ৬/৩২-৩; ৭/২৫৮; ৮/৩৫২, ৪২৫; ১২/১৮৮-৯; ৩১৬; ১৩/৩৪০।*
৮৭. *প্রাগুক্ত, ৩/৪-৫; ৬২; ৯২; ১৪৩; ১৬০; ২৫০-১; ৫/১৫; ৭/২৮৪; ৯/৪৪৪; ১১/৩৬১; ১৩/১৯; ৩২৫।*

মাসিক আত-তাহরীক www.at-tahreek.com

তাবলীগী ইজতেমা সংখ্যা মার্চ ২০২২

লেখা আহ্বান

লেখা পাঠানোর শেষ তারিখ ১৫ই জানুয়ারী ২০২২

নিয়মিত প্রকাশনার ২৫ বছর << আত-তাহরীক পড়ুন! যুগ-জিজ্ঞাসার দলীল ভিত্তিক জবাব নিন!! >>

তাবলীগী ইজতেমা ২০২২ উপলক্ষে মাসিক আত-তাহরীক বিগত বছরের ন্যায় এবারও বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করতে যাচ্ছে। বৃহৎ কলেবরে প্রকাশিতব্য এ সংখ্যাটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ-নিবন্ধের সমাহারে বিন্যস্ত করা হবে। উক্ত সংখ্যায় আক্বীদা-আমল, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সভ্যতা-সংস্কৃতি, রাজনীতি-অর্থনীতি, ছাহাবী চরিত, মনীষী চরিত প্রভৃতি বিষয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্যসূত্র সম্বলিত লেখা পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা : সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩।
ফোন : (০২৪৭) ৮৬০৮৬১ মোবাইল : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪,
০১৭১৭-৮৬৫২১৯, ই-মেইল : tahreek@ymail.com

আত-তাহরীকে লিখুন! কলমী জিহাদের গর্বিত সৈনিক হৌন!!

যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)

-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব

(৩য় কিস্তি)

আম্মানে হিজরত :

নানাবিধ নির্যাতন-নিপীড়নের মুখোমুখি হওয়ার পর ১৪০০ হিজরীর ১লা রামাযানে তিনি সপরিবারে দামেশক হ'তে জর্দানের রাজধানী আম্মানে হিজরত করেন এবং সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য একখণ্ড জমি ক্রয় করে গৃহ নির্মাণ শুরু করেন। নির্মাণকাজে ব্যাপক পরিশ্রমের কারণে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। এদিকে দামেশকে অবস্থিত তাঁর সমৃদ্ধ লাইব্রেরীর অনেককিছুই নানা জটিলতার কারণে আম্মানে স্থানান্তর সম্ভব হয়নি। ফলে এসময় তাঁর অনেক পাণ্ডুলিপি হারিয়ে যায়। যাইহোক কিছুটা সুস্থ হওয়ার পর তিনি পুনরায় দারস-তাদরীস ও তাহক্বীক্ব-তা'লীফে আত্মনিয়োগ করেন।

তবে এক সাক্ষাৎকারে তিনি জর্দানে হিজরতের আরেকটি কারণ উল্লেখ করেন। তা হ'ল দামেশকে তাঁর দারস-তাদরীস ও দাওয়াতী সফর অনেক বৃদ্ধি পাওয়ায় তাহক্বীক্বী ময়দানে প্রয়োজনীয় সময় ব্যয় করা তাঁর জন্য কঠিন হয়ে উঠেছিল। তাই তিনি এমন একটি দেশে বসবাস করতে চাচ্ছিলেন যেখানে তিনি পরিচিত নন।[১]

সিরিয়ায় অবস্থানকালে তিনি এক বা দুইমাস অন্তর আম্মানে এসে দারস প্রদান করতেন। ফলে সেই সময়কার ছাত্ররা তাঁকে পুনরায় দরস চালু করার অনুরোধ জানান। তাদের অনুরোধক্রমে তিনি প্রতি বৃহস্পতিবার রিয়াযুছ ছালেহীনের উপর দরস শুরু করেন। কিন্তু একমাস যেতে না যেতেই জর্দান সরকারের পক্ষ থেকে তাঁকে বাধ্যতামূলকভাবে সিরিয়ায় ফিরে যাওয়ার নির্দেশ জারি করা হয়।

ফলে ১৪০১ হিজরীর ১৯ শাওয়াল বুধবার বিকালে তিনি আম্মান ত্যাগ করে সপরিবারে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন এবং দামেশকে অবস্থান শুরু করেন। কিন্তু সেখানকার পরিস্থিতি অনুকূল মনে না হওয়ায় অন্যত্র গমনের ব্যাপারে তিনি ইস্তিখারা করেন এবং শুভাকাংখীদের সাথে পরামর্শ করেন।

অতঃপর দুই রাত অবস্থানের পর তিনি লেবাননের রাজধানী বৈরূতে গমন করেন এবং প্রিয় বন্ধু শায়খ যুহাইর শাবীশের বাসায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। যদিও সেখানে তখন নানা ধরণের ফিৎনা-ফাসাদের কারণে ভীতিকর পরিস্থিতি বিরাজ করছিল। কিছুটা স্থির হওয়ার পর সেখানে তিনি শায়খ যুহাইরের ব্যক্তিগত লাইব্রেরীতে অধ্যয়ন শুরু করেন। সেখানেও তিনি বিরল পাণ্ডুলিপিসহ নতুন নতুন বহু গ্রন্থের সন্ধান পান।[২] এসময় তিনি তাঁর সবচেয়ে প্রিয়ভাজন বড় ভাই মুহাম্মাদ নাজী আবূ আহমাদের মৃত্যুসংবাদ পান, যিনি হজ্জব্রত পালনকালে মৃত্যুবরণ করেন। এ সংবাদ তাঁকে খুবই ব্যথিত করে।

যাইহোক বন্ধুর গৃহে প্রভূত সম্মান-মর্যাদার সাথে অবস্থান করলেও অল্পদিনের মধ্যে তিনি অনুভব করেন যে, বৈরূতের অরাজক-বিশৃংখল পরিবেশ তাঁর জন্য মোটেও অনুকূল নয়। এসময় সেখানে অজ্ঞাত হত্যাকাণ্ড ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছিল। এমনকি একদিন তিনি পরিবার নিয়ে গাড়ীযোগে শহরে চলার সময় স্নাইপারের গুলির সম্মুখীন হন। এতে তার গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হ'লেও সৌভাগ্যক্রমে তিনি বেঁচে যান।[৩]

এদিকে আরব আমিরাতের বাসিন্দা তাঁর প্রিয়ভাজন কিছু শুভাকাংখীর পক্ষ থেকে সেখানে যাওয়ার আমন্ত্রণ আসে। ফলে বৈরূতে প্রায় ছয় মাস অবস্থানের পর তিনি আরব আমিরাতে গমন করেন। সেখানে তিনি সাদর অভ্যর্থনায় বরিত হন। পার্শ্ববর্তী উপসাগরীয় দেশগুলো থেকে ভক্ত-অনুরক্তরা তাঁর আগমনের খবর পেয়ে সেখানে গিয়ে তাঁর দরসে অংশগ্রহণ শুরু করেন। ফলে জ্ঞানপিপাসু একদল শিক্ষার্থীর সাথে দারস-তাদরীসের মধ্যে তাঁর সময়গুলো কাটতে থাকে। এসময় তিনি পার্শ্ববর্তী কয়েকটি রাষ্ট্রেও দাওয়াতী সফরে গমন করেন।[৪]

শায়খ আলবানী আরব আমিরাতে অবস্থান করলেও জর্দানে ফিরে যাওয়ার জন্য তাঁর প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিল। অবশেষে কয়েকমাস পর আলবানীর প্রসিদ্ধ ছাত্র শায়খ আবূ মালিক ইবরাহীম আবূ শাকরা জর্দানের তৎকালীন বাদশাহ হোসাইন ইবনু তালালকে আলবানীর বিষয়টি বুঝানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি বাদশাহের নিকটে একথা পৌঁছাতে সক্ষম হন যে, আলবানী কোন রাজনৈতিক বা বিপ্লবী ব্যক্তিত্ব নন। বরং তিনি একজন আলেম মাত্র। এভাবে একপর্যায়ে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে তাঁর জর্দান প্রবেশের অনুমতি প্রদান করা হয়। ফলে তিনি ফিরে আসেন।[৫] অতঃপর আমৃত্যু জর্দানেই বসবাস করেন।

বিভিন্ন দেশে দাওয়াতী সফর :

আলবানী দাওয়াতী কার্যক্রমের অংশ হিসাবে জর্দান, সঊদী আরব, লেবানন, কাতার, স্পেনসহ বেশ কয়েকটি দেশে গমন করেন। যেমন ১৯৭২ খৃষ্টাব্দে 'ইত্তিহাদুল 'আলামী লি তালাবাতিল মুসলিমীন' নামে একটি সংগঠনের আমন্ত্রণে তিনি স্পেন সফরে যান। সেখানে তিনি الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام (হাদীছ আক্বীদা, আহকাম উভয়

১. *ইমাম আলবানী হায়াতুহু ওয়া দাওয়াতুহু, পৃ. ৩৫।*

২. *মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল আছ-ছান'আনী, রাফ'উল আসত্বার লি ইবত্বালি আদিল্লাতিল ক্বাইলীনা বি ফানাইন্নার, তাহক্বীক্ব : আলবানী (বৈরূত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৪ খ্রি.), ভূমিকা দ্রষ্টব্য, পৃ. ৬-৭।*

৩. *হায়াতুল আল্লামা আলবানী, পৃ. ২০।*

৪. *হায়াতুল আলবানী ওয়া আছারুহু, পৃ. ৫৬।*

৫. *ইমাম আলবানী হায়াতুহু ওয়া দাওয়াতুহু, পৃ. ৩৫।*

ক্ষেত্রেই দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য) বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন। যা পরবর্তীতে পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়।

তিনি কাতার সফর করেন এবং ড. ইউসুফ কারযাভী, শায়খ মুহাম্মাদ আল-গাযালী, শায়খ মাহমূদ প্রমুখ বিদ্বানের সাথে একটি সম্মেলনে মিলিত হন। সেখানে তিনি 'ইসলামে হাদীছের মর্যাদা' বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন। ১৪০২ হিজরী সনে তিনি কুয়েত সফরে গমন করেন এবং বেশ কয়েকটি স্থানে বক্তব্য ও দরস প্রদান করেন। এছাড়া তিনি আরো কয়েকবার আরব আমিরাত ও ইংল্যাণ্ডসহ ইউরোপের কয়েকটি দেশ সফর করেন।

১৩৮৫ হিজরীতে তিনি বায়তুল মাক্বদিস সফরে যান এবং সেখানে ছালাত আদায়ের সৌভাগ্য লাভ করেন। আরেকবার তিনি শায়খ বিন বাযের আমন্ত্রণে মিসর, মরক্কো এবং ইংল্যাণ্ডে দাওয়াতী সফরে গমন করেন।

এছাড়া বিভিন্ন সময়ে বহু দেশ থেকে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য তাঁকে আহ্বান করা হ'লেও গবেষণার ব্যস্ততার কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি অপারগতা প্রকাশ করতেন। যদিও মূলতঃ লেখনীর মাধ্যমে তাঁর দাওয়াতের প্রভাব মধ্যপ্রাচ্যসহ এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ ও আমেরিকাসহ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল।[৬]

জীবন সায়াহ্নে আলবানী :

জীবনের শেষ তিন বছর তিনি কষ্টকর রোগে আক্রান্ত ছিলেন। স্ত্রী উম্মুল ফযলের তথ্য অনুযায়ী তিনি এনিমিয়া বা রক্তশূন্যতা রোগে আক্রান্ত ছিলেন।[৭] তবে জীবনীকার ইছাম মূসা হাদীর মতে, মৃত্যুকালে তিনি ক্যান্সারে আক্রান্ত হন।[৮] এছাড়া বার্ধক্যজনিত আরো কিছু রোগে তিনি আক্রান্ত ছিলেন। তবে আমৃত্যু তিনি গবেষণা কর্মেই নিরত ছিলেন।

আলী হাসান হালাবী বলেন, মৃত্যুর কয়েকমাস পূর্বেও তিনদিন যাবৎ একটি যঈফ ও মুনকার হাদীছ নিয়ে তিনি গবেষণারত ছিলেন। এসময় তিনি প্রকাশিত, হস্তলিখিত বিভিন্ন হাদীছ গ্রন্থের সাহায্য নিয়ে স্বীয় নাতী 'উবাদা ইবনু আব্দুল লতীফের মাধ্যমে ১৮ পৃষ্ঠাব্যাপী আলোচনাটি লিপিবদ্ধ করান। তিনি বলেন, রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ায় একসময় তিনি বিছানা থেকে উঠার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন। কিন্তু তখনও তিনি সন্তানদের ডেকে বলতেন, আমাকে লাইব্রেরীতে নিয়ে চল! সেখানে গিয়ে বলতেন আমাকে বসিয়ে দাও! সন্তানরা বলত, আপনি বসতে সক্ষম নন। তখন তিনি সেখানে শুয়ে পড়তেন এবং কাঙ্ক্ষিত গ্রন্থটি নামিয়ে তা থেকে পড়ে শুনাতে বলতেন।[৯]

শায়খ ইবরাহীম শাকরাহ বলেন, 'অসুস্থ অবস্থাতেও গবেষণাকর্ম থেকে তিনি বিরত হ'তেন না। কিছু লিখতে চাইলে বলতেন, হে আব্দুল লতীফ[১০] তুমি লেখ! কখনো বলতেন হে উবাদা[১১] বা হে লুআই[১২] তুমি লেখ!'

আলবানীর পুত্র আব্দুল লতীফ বলেন, 'মৃত্যুর ৪৮ ঘন্টা পূর্বেও তিনি ছহীহ সুনান আবূদাঊদের একটি খণ্ড তাঁর নিকট থেকে চেয়ে নেন, যাতে তিনি হঠাৎ মনে আসা একটি বিষয়ে নযর বুলাতে পারেন'।[১৩]

শায়খ আলী খাশান বলেন, মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে তিনি কিছু সময়ের জন্য সুস্থতা বোধ করছিলেন। সেসময় তিনি বললেন, আমাকে জারহ ছানী (অর্থাৎ ইবনু আবী হাতেম-এর জারাহ তা'দীল) গ্রন্থটি দাও।[১৪]

শেষ দিনগুলোতে তিনি আর নড়াচড়া করতে পারতেন না। এসময় নিরবচ্ছিন্নভাবে কেবল যিকর-আযকারে রত থাকতেন। পাশে অবস্থানকারীদের বলতেন, এই সময়টুকু আমি আল্লাহ্র যিকরে ব্যয় করতে চাচ্ছি।

মৃত্যুর পূর্বে কৃত অছিয়ত :

১৪১০ হিজরীতে মৃত্যুর ১০ বছর পূর্বে আলবানী স্বীয় পরিবার ও শুভাকাংখীদের উদ্দেশ্যে একটি অছিয়তপত্র লিখে যান। যেখানে তিনি মৃত্যুর পর করণীয় সম্পর্কে নছীহত করেন। তাঁর বক্তব্যটি ছিল নিম্নরূপ-

(১) 'আমি আমার স্ত্রী, সন্তান ও বন্ধুদের প্রতি এবং আমার অনুরাগীদের প্রতি অছিয়ত করছি যে, তারা যেন আমার মৃত্যু সংবাদ পৌঁছানোর পর আমার জন্য আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা ও রহমত প্রার্থনা করে। এবং আমার জন্য বিলাপ ও উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন না করে।

(২) তারা যেন দ্রুততার সাথে আমার দাফনকার্য সম্পাদন করে। আমার মৃত্যুসংবাদ যেন আমার দাফন প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজনীয় লোক ব্যতীত অন্য কোন ভাই ও আত্মীয়-স্বজনকে না পৌঁছায়। প্রতিবেশী ও একনিষ্ঠ বন্ধু ইযযত খিযির বা আব্দুল্লাহ যেন আমার গোসল করায়। একাজে সহযোগিতার জন্য সে যেন পসন্দমত কাউকে বেছে নেয়।

(৩) দাফনের জন্য নিকটবর্তী স্থান নির্বাচন করবে। যাতে আমার জানাযা গাড়ীতে করে নিয়ে যেতে এবং তাঁর পিছে পিছে বিদায়দাতাদের গাড়ী নিয়ে চলতে বাধ্য না করা হয়। কবর দিতে হবে কোন পুরাতন কবরস্থানে, যেটা সহসাই খনন করা হবে না।

যে দেশে আমি মৃত্যুবরণ করব, সে দেশের বাইরে অবস্থানকারী আমার কোন সন্তানকে বা অন্য কাউকে আমার জানাযা

৬. *নাছিরুদ্দীন আলবানী : মুহাদ্দিছুল 'আছর ওয়া নাছিরুস সুন্নাহ, পৃ. ৩১। আল-ইত্তিজাহাতুল মু'আছারাহ, পৃ. ৩৫৬।*
৭. *ছাফহাতুন বায়যা, পৃ. ৯৩।*
৮. *হায়াতুল আল্লামা আলবানী, পৃ. ১৭।*
৯. *মুহাদ্দিছুল 'আছর ইমাম আলবানী কামা 'আরাফতুহু, পৃ. ৬৬।*
১০. *আব্দুল লতীফ : আলবানীর প্রথমা স্ত্রীর ২য় সন্তান। তিনি আম্মানে বসবাস করতেন এবং পিতার অসুস্থতাকালীন সময়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে তার পাশে অবস্থান করতেন।*
১১. *উবাদা : আলবানীর পুত্র আব্দুল লতীফের সন্তান। সেসময় তিনি আরব আমিরাতে আজমানে কর্মরত ছিলেন। অসুস্থতার শেষ কয়েক মাস তিনি দাদার সাথে অবস্থান করেন।*
১২. *লুআই : আলবানীর প্রথমা স্ত্রীর ৩য় সন্তান আব্দুর রাযযাকের ছেলে। তিনিও শেষ কয়েকমাস দাদার সাথে ছিলেন।*
১৩. *আহদাছুন মুছীরাহ মিন হায়াতিশ শায়খ আলবানী, পৃ. ৫৫।*
১৪. *ছাফহাতুন বায়যা, ৯৫ পৃ.।*

সম্পন্ন হওয়ার পূর্বে যেন মৃত্যুসংবাদ না দেওয়া হয়। তাতে আবেগ প্রাধান্য পেয়ে যাবে এবং তার ক্রিয়া শুরু করবে। ফলে সেটাই আমার জানাযা দেরী হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

মহান প্রভুর নিকটে কামনা! আমি যেন তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে পারি। তিনি যেন আমার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেন।

আমি আমার নিজস্ব লাইব্রেরীতে প্রকাশিত, ফটোকৃত, নিজ বা অন্য কারো হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিসহ যা কিছু রয়েছে, তার সবই মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীর জন্য দান করলাম। কেননা সেখানে শিক্ষকতাকালীন সময়ে সালাফে ছালেহীনের আদর্শ ভিত্তিক কুরআন-সুন্নাহ্র দাওয়াতের ক্ষেত্রে আমার অনেক উত্তম স্মৃতি রয়েছে। আমি মহান আল্লাহ্র নিকটে আশা রাখি যে, উক্ত বইপত্রের মাধ্যমে গবেষকবৃন্দ উপকৃত হবেন। যেভাবে বর্তমানে এর সান্নিধ্য গ্রহণের মাধ্যমে ছাত্ররা উপকৃত হচ্ছে এবং তাদের দাওয়াত ও ইখলাছের মাধ্যমে আমাকে উপকৃত করছে।

হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে এমন ক্ষমতা দাও যাতে আমি তোমার নে'মতের শুকরিয়া আদায় করতে পারি, যা তুমি দান করেছ আমার ও আমার পিতা-মাতার উপরে। আর আমি যেন এমন সৎকর্ম করতে পারি, যা তুমি পসন্দ কর। আর আমার জন্য আমার সন্তানদের মধ্যে তুমি কল্যাণ দান কর। আমি তোমার দিকে ফিরে গেলাম এবং আমি তোমার আজ্ঞাবহদের অন্তর্ভুক্ত।

-প্রতিপালকের নিকটে অনুগ্রহপ্রার্থী নাচীজ : মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী।[১৫]

মৃত্যু :

আলবানী ৮৮ বছর বয়সে ১৪২০ হিজরীর ২২ জুমাদাল আখেরাহ মোতাবেক ১৯৯৯ খৃষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর শনিবার বিকাল সাড়ে ৪টায় আম্মানের শামাইসানী হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। অছিয়ত অনুযায়ী অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর জানাযা প্রস্তুত করা হয়। তাঁর ছাত্র শায়খ মুহাম্মাদ ইবরাহীম শাকরাহ তাঁর জানাযায় ইমামতি করেন। পাঁচ সহস্রাধিক মতান্তরে দুই সহস্রাধিক মানুষ উক্ত জানাযায় অংশগ্রহণ করেন। অতঃপর ঐদিন বাদ এশা মৃত্যুর প্রায় তিন ঘন্টা পর আলবানীর বাসস্থানের নিকটবর্তী দক্ষিণ মারেক-এর হামালান পাহাড়ে অবস্থিত স্থানীয় একটি পুরাতন কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।[১৬]

পরিবার :

দাম্পত্য জীবনে তিনি মোট চারটি বিবাহ করেন। প্রথমা স্ত্রী উম্মে আব্দুর রহমান তিন পুত্র সন্তান রেখে মারা যান। তারা হল- (১) আব্দুর রহমান (২) আব্দুল লতীফ (৩) আব্দুর রাযযাক। তারপর তিনি নাজীয়া নাম্নী আরেক যুগোস্লাভিয়ান নারীকে বিবাহ করেন। তার ঘরে ৪ পুত্র এবং ৫ কন্যার জন্ম হয়। (৪) আব্দুল মুছাব্বির (৫) আব্দুল আ'লা (৬) মুহাম্মাদ (৭) আব্দুল মুহাইমিন (৮) আনীসাহ (৯) আসিয়াহ (১০) সালামাহ (১১) হাসানাহ (১২) সাকীনাহ।

এরপর তিনি খাদীজা নাম্নী এক সিরীয় নারীকে বিবাহ করেন, যিনি ছিলেন মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য শিক্ষক ও আলবানীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু শায়খ মুহাম্মাদ আমীন মিছরীর স্ত্রীর বোন। যার গৃহে তাঁর একটি কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। যার নাম ছিল (১৩) হেবাতুল্লাহ। অতঃপর তাকে তালাক প্রদানের পর তিনি ফিলিস্তীনী নারী উম্মুল ফযলকে বিবাহ করেন এবং আমৃত্যু তার সাথেই দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করেন। তবে তার গর্ভে কোন সন্তান জন্মলাভ করেনি।[১৭]

ইলমী ময়দানে গ্রহণযোগ্যতা :

১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে দামেশক বিশ্ববিদ্যালয়ের শারী'আহ বিভাগ কর্তৃক 'মাওসূ'আতুল ফিক্বহিল ইসলামী' প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এই বিশ্বকোষের ব্যবসা-বাণিজ্য অধ্যায়ে বর্ণিত হাদীছ ও আছারসমূহ তাখরীজ করার জন্য আলবানীর প্রতি আহ্বান জানালে তিনি তাতে সাড়া দেন।[১৮]

১৯৬০ খৃষ্টাব্দে আলবানী মিসর ও সিরিয়া সরকারের[১৯] যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত 'লাজনাতুল হাদীছ'-এর সদস্য নির্বাচিত হন। যেটা হাদীছ গ্রন্থসমূহের তাহক্বীক্ব ও প্রকাশনা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৬১ থেকে ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে হাদীছ বিভাগে শিক্ষকতা করেন।

১৯৬৮ খৃষ্টাব্দে সঊদী আরবের তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী শায়খ হাসান আব্দুল্লাহ মক্কা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাদীছ বিভাগের ডীন হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণের জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানান। তবে এ আহ্বানে সাড়া দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। একইভাবে ভারতের জামে'আ সালাফিইয়াহ বানারসে শিক্ষকতার জন্য তাঁকে আহ্বান করা হ'লে তিনি তাতে অপারগতা প্রকাশ করেন।[২০]

১৯৭৫ থেকে ১৯৭৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরিষদের সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।[২১]

---

১৫. *ছাফহাতুন বায়যা, পৃ. ৯৮-৯৯; মুহাম্মাদ খায়ের রামযান ইউসুফ, মু'জামুল মুআল্লিফীন আল-মু'আছিরীন (রিয়াদ : মাকতাবাতুল মালিক ফাহাদ আল-ওয়াতানিইয়াহ, ১ম প্রকাশ ২০০৪ খৃ./ ১৪২৫ হি.), পৃ. ৭৩০-৩১।*

১৬. *Moyeed-ul-Zafar, Contribution of Shaykh Nāṣir al-Dīn al-Albanī to hadīth literature (Aligarh : Department of Islamic Studies, Aligarh Muslim University, 2005), P. 81.*

১৭. *ছাফহাতুন বায়যা, পৃ. ৪৬-৪৭।*

১৮. *পূর্বোক্ত, পৃ. ৭০।*

১৯. *সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র (الجمهورية العربية المتحدة) নামক এই ইউনিয়নটি মিশর ও সিরিয়া নিয়ে গঠিত ছিল। ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে এর সৃষ্টি হয় এবং ১৯৬১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত টিকে থাকে। তবে মিশর ১৯৭১ সাল পর্যন্ত 'সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র' নামে সরকারীভাবে পরিচিত ছিল। জামাল আবদেল নাসের এর রাষ্ট্রপতি ছিলেন।*

২০. *সামীর ইবনু আমীন আয-যুহায়রী, মুহাদ্দিছুল 'আছর মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রিয়াদ : দারুল মুগনী, ১ম প্রকাশ, ১৪২০ হি.), পৃ. ৭০।*

২১. *নাছিরুদ্দীন আলবানী; মুহাদ্দিছুল 'আছর ওয়া নাছিরুস সুন্নাহ, পৃ. ৩১।*

১৯৮৫ খৃষ্টাব্দে মাকতাবাতুত তারবিয়াতিল ইসলামিইয়াহ তাঁকে সুনানে আরবা'আহ (আবূদাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ) তাখরীজ করার আমন্ত্রণ জানালে তিনি তা সাদরে গ্রহণ করেন এবং আল্লাহ্র অশেষ রহমতে এ মহান দায়িত্ব পালন করেন। যা পরবর্তীতে ছহীহ ও যঈফ পৃথকভাবে খণ্ডাকারে প্রকাশিত হয়।[২২]

১৯৯৯ খৃষ্টাব্দে তিনি হাদীছের তাখরীজ, তাহক্বীক্ব ও তাদরীসে বিশেষ অবদান রাখায় সঊদী সরকার কর্তৃক 'বাদশাহ ফয়ছাল পুরস্কারে' ভূষিত হন। এসময় পুরস্কার প্রদান কমিটি যে লিখিত স্বীকৃতি প্রদান করে সেখানে বলা হয়েছিল যে, 'ইসলামী গবেষণার ক্ষেত্রে বাদশাহ ফয়ছাল আন্তর্জাতিক পুরস্কার নির্ধারণ কমিটি 'হাদীছে নববীর তাহক্বীক্ব, তাখরীজ ও গবেষণার ক্ষেত্রে ইলমী অবদান' বিষয়ে ১৪১৯/১৯৯৯ খৃষ্টাব্দের পুরস্কার সিরীয় বংশোদ্ভূত সম্মানিত শায়খ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানীকে প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। শতাধিক গ্রন্থ রচনার মধ্য দিয়ে হাদীছে নববীর তাহক্বীক্ব, তাখরীজ ও গবেষণার মাধ্যমে তিনি যে মূল্যবান প্রচেষ্টা চালিয়েছেন, তাঁর সম্মাননা হিসাবে এই পুরস্কার প্রদান করা হল'। সেখানে আরো বলা হয়েছে,

ويعد الشيخ الألباني شخصية علمية رائدة وصاحب مدرسة متميزة وله عطاء حديثي أغنى الحقل العلمي وأصبحت جهوده وأعماله مراجع لطلاب العلم وعونًا للدارسي السنة النبوية–

'শায়খ আলবানী একজন নেতৃস্থানীয় বিদ্বান এবং স্বতন্ত্র চিন্তাধারার অধিকারী হিসাবে পরিগণিত। ইলমুল হাদীছে তার প্রভূত অবদান ইলমী ময়দানকে সমৃদ্ধ করেছে। সাথে সাথে তাঁর অবদান ও রচনাসমূহ জ্ঞানান্বেষীদের প্রত্যাবর্তনস্থল ও হাদীছ পাঠকদের সহায়ক হিসাবে পরিণত হয়েছে'।[২৩]

সমসাময়িক ওলামায়ে কেরামের সাথে সম্পর্ক :

সমসাময়িক বহু আলেম-ওলামা ও জ্ঞানী-গুণীদের সাথে আলবানীর গভীর সম্পর্ক ছিল। তারা একে অপরের নিকট যাওয়া-আসা করতেন। পরস্পরে ইলমী ফায়েদা হাছিল করতেন। যেসব আলেমের সাথে তাঁর অধিক সম্পর্ক ছিল এবং বিভিন্ন সময়ে যাঁদের সাথে মিলিত হয়েছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন-

(১) মিসরের জামা'আতু আনছারিস সুন্নাহ-এর তৎকালীন সভাপতি শায়খ মুহাম্মাদ হামেদ আল-ফিক্বী।

(২) মিসরের প্রখ্যাত মুহাক্কিক আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির। তাঁর সাথে তাঁর একাধিকবার ইলমী বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়।

(৩) বহু গ্রন্থ প্রণেতা মিসরীয় শায়খ আব্দুর রাযযাক হামযা ও মরক্কোর বিশিষ্ট সালাফী বিদ্বান ড. তাক্বীউদ্দীন হেলালী।

(৪) সঊদী আরবের সাবেক গ্রাণ্ড মুফতী শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (রহঃ)। তারা বহু মজলিসে একত্রিত হয়েছেন এবং বিভিন্ন সময়ে পত্র বিনিময় করেছেন।[২৪]

(৫) মিসরের বিখ্যাত দু'টি পত্রিকা 'মাজাল্লাতুল ফাতহ' ও 'হাদীক্বাহ'-এর সম্পাদক ও 'মাকতাবা সালাফিইয়াহ'-এর পরিচালক সাইয়েদ মুহিব্বুদ্দীন আল-খত্বীব। আদাবুয যিফাফ গ্রন্থটি রচনার পর আলবানীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে তিনি এতে গুরুত্বপূর্ণ একটি ভূমিকা সংযোজন করেন।

(৬) ভারতের প্রখ্যাত হানাফী মুহাদ্দিছ হাবীবুর রহমান আ'যমী। আলবানী একাধিকবার তাঁর সাথে মিলিত হন। ১৩৯৮ হিজরীতে দামেশক সফরকালে শায়খ আলবানী তাঁকে আন্তরিক আতিথ্য প্রদান করেন।

(৭) ভারতের প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ মুছত্বফা আ'যমী। তিনি ছহীহ ইবনু খুযায়মার তাহক্বীক্ব সম্পন্ন করার পর আলবানীর নিকটে প্রেরণ করেন এবং আলবানী তা পুনঃনিরীক্ষণের কাজ সম্পন্ন করেন।

(৮) ভারতের শায়খ আব্দুছ ছামাদ শারফুদ্দীন। তাদের মাঝে বিভিন্ন সময়ে ইলমী চিঠি-পত্র আদান-প্রদান হ'ত। এক স্থানে তিনি লিখেছেন- 'একবার রিয়াদের দারুল ইফতা থেকে শব্দগত ও অর্থগত দিক থেকে অপ্রসিদ্ধ একটি হাদীছের ব্যাখ্যা জানতে চেয়ে জামে'আ সালাফিইয়াহর শায়খুল জামে'আ শায়খ উবায়দুল্লাহ মুবারকপুরীর নিকটে একটি পত্র

---

২২. *আবূ মু'আয তারেক ইবনু 'আওযিল্লাহ, রাদ'উল জানি আল-মু'তাদ্দা 'আলাল আলবানী (কায়রো : মাকাতাবাতুত তারবিয়াহ আল-ইসলামিয়াহ, ২য় প্রকাশ, ২০০১ খ্রি.), পৃ. ৩৭।*

২৩. *ড. আবূ উসামা সালীম ইবনু 'ঈদ আল-হিলালী, ইমাম আলবানী শায়খুল ইসলাম ও ইমামু আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ ফী 'উয়ূনি আ'লামিল ওলামা ও ফুহূলিল উদাবা (কায়রো : দারুল ইমাম আহমাদ, ১ম প্রকাশ, ২০১২ খ্রি.), পৃ. ৩৬-৩৭; https://kingfaisalprize.org/ar/sheikh-mohammad-nasir-ad-din-al-albani, 16.03.2019.*

২৪. *তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কত গভীর ছিল এবং তাঁরা একে অপরকে কত মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখতেন তা বুঝা যায় একটি শিক্ষণীয় ঘটনা থেকে। তা হ'ল- শায়খ আলবানী জীবনের শেষ হজ্বব্রত পালনকালে মিনায় অবস্থান করছেন। সেখানে তিনিসহ আরো ছিলেন শায়খ বিন বায এবং শায়খ উছায়মীন। তাদের উপস্থিতিতে বিরাট মজলিসে প্রশ্নোত্তর বৈঠক শুরু হ'ল। সভাপতি হিসাবে শায়খ বিন বায হাদীছ সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর শায়খ আলবানীকে, ফিক্বহী প্রশ্নের উত্তর শায়খ উছায়মীনকে এবং আক্বীদাগত প্রশ্নের উত্তর প্রদানের দায়িত্ব নিজেই পালন করলেন। অতঃপর যোহরের সময় হ'ল। শায়খ বিন বায আলবানীকে বললেন, হে আবূ আব্দির রহমান! যোহরের ছালাতে আপনি আমাদের ইমামতি করবেন। কারণ আপনি আমাদের ইমাম। শায়খ আলবানী অস্বীকৃতি জানিয়ে বললেন, না, বরং আপনাকেই ইমামতি করতে হবে। কেননা আপনি আমাদের শায়খ। শায়খ বিন বায বললেন, আমরা কুরআনের ক্ষেত্রে সকলেই সমান হ'তে পারি। কিন্তু রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছের ক্ষেত্রে আপনি আমাদের মাঝে সর্বাধিক অবগত। সুতরাং আপনিই ইমামতি করুন। অবশেষে শায়খ আলবানী ইমামতির জন্য এগিয়ে গেলেন এবং বললেন, হে শায়খ! আমি কি রাসূল (ছাঃ)-এর ন্যায় ছালাত আদায় করব, না সংক্ষিপ্তভাবে আদায় করব? শায়খ বিন বায বললেন, রাসূল (ছাঃ)-এর অনুরূপ ছালাত আদায় করুন এবং আমাদেরকে শিখিয়ে দিন কিভাবে রাসূল (ছাঃ) ছালাত আদায় করতেন। দ্র. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (মাসিক আত-তাহরীক, ৩য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ডিসেম্বর, ১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ৩১।*

আসে। তখন সেখানে উপস্থিত আলেমগণ হাদীছটির উপর পর্যালোচনার জন্য যুগশ্রেষ্ঠ হাদীছ বিশারদ হিসাবে শায়খ আলবানীই উপযুক্ত বলে ঐক্যমত পোষণ করেন।

(৯) সঊদী আরবের প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ শায়খ আব্দুল মুহসিন আল-'আব্বাদের সাথে তাঁর গভীর সম্পর্ক ছিল। তিনি স্বীয় গ্রন্থসমূহের বিভিন্ন স্থানে শায়খ 'আব্বাদের ইলমী অবস্থানের স্বীকৃতি দিয়েছেন। যেমন সিলসিলা ছহীহাহ ২২৩৬ নং হাদীছের আলোচনায় তিনি বলেন, ...এর সনদ জাইয়িদ। শায়খ 'আব্বাদও ইমাম মাহদী সম্পর্কে লিখিত তাঁর রিসালায় এ ব্যাপারে স্বীকৃতি দিয়েছেন।[২৫]

(১০) মিসরে ইখওয়ানুল মুসলিমীন-এর প্রতিষ্ঠাতা শায়খ হাসানুল বান্না। তিনি শায়খ আলবানীর নিকটে পত্র প্রেরণ করে তাঁর গৃহীত মানহাজের প্রশংসা করেন এবং তার উপর অটল থাকার জন্য উৎসাহিত করেন।

(১১) মিরক্বাতুল মাফাতীহ শারহু মিশকাতিল মাছাবীহ-এর রচয়িতা ভারতের উবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী।[২৬]

(১২) মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সাবেক প্রধান ড. আমীন মিছরী। উক্ত দায়িত্ব গ্রহণকালে তিনি শায়খ আলবানী ঐ পদের যথার্থ হকদার এবং নিজেকে তাঁর ছাত্র হিসাবে দাবী করেন। এছাড়া আলবানী মদীনায় আগমন করলে তিনি ছাত্রদেরকে তাঁর নিকট থেকে ইলমী ফায়েদা হাছিলের জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন।

(১৩) দামেশক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলমুল হাদীছ বিভাগের প্রফেসর ড. ছুবহী ছালেহ। তিনিও নিজেকে আলবানীর ছাত্রতুল্য গণ্য করতেন।[২৭]

(১৪) মিসরের বিশিষ্ট বিদ্বান ও বিখ্যাত গ্রন্থ 'ফিক্বহুস সুন্নাহ'-এর রচয়িতা সাইয়েদ সাবিক্ব। আলবানী তাঁর গ্রন্থের উপর তা'লীক্ব পেশ করে আরেকটি গ্রন্থ রচনা করেন। তারা পরস্পর হাদিয়া বিনিময় করতেন।[২৮]

এছাড়া বিভিন্ন দেশ থেকে ওলামায়ে কেরাম তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য গমন করতেন। অনেকে তাঁর প্রতি ভালোবাসা ও সাক্ষাতের গভীর আগ্রহের কথা জানিয়ে পত্র লিখতেন।

ছাত্রবৃন্দ :

শায়খ আলবানীর ছাত্র সংখ্যা অগণিত। সিরিয়া, জর্দান, লেবানন, আরব আমিরাতসহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে তিনি দরস প্রদান করেছেন। সেসময় হাযারো ছাত্র তাঁর নিকট থেকে ইলমী ফায়েদা হাছিল করেছেন। মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা কালে সেখানেও বহু ছাত্র তাঁর নিকটে অধ্যয়ন করেছেন। এছাড়া আজীবন তিনি বিভিন্ন গ্রন্থের উপর পাঠদান ও প্রশ্নোত্তরের মজলিস চালু রেখেছিলেন। এসব মজলিসে অগণিত মানুষ অংশগ্রহণ করতেন। সেকারণে তাঁর বহু ছাত্র শারঈ জ্ঞান-গবেষণা ও তার প্রচার-প্রসারে এবং আলবানীর দাওয়াতী মিশনকে এগিয়ে নেওয়ার কাজে অবদান রেখে চলেছেন।

তাঁর ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম হ'লেন, (১) পাকিস্তানের প্রখ্যাত বিদ্বান আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর, (২) জর্দান বিশ্ববিদ্যালয়ের উছূলুদ্দীন বিভাগের শিক্ষক প্রখ্যাত আলেম প্রফেসর ড. বাসেম ফয়ছাল আল-জাওয়াবিরাহ, (৩) মিসরের প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ আবূ ইসহাক্ব আল-হুওয়াইনী, (৪) বিশিষ্ট সঊদী বিদ্বান ও রিয়াদের বাদশাহ আব্দুল আযীয বিশ্ববিদ্যালয়ের হাদীছ বিভাগের প্রফেসর রবী' ইবনুল হাদী আল-মাদখালী, (৫) সিরিয়ার প্রখ্যাত সালাফী বিদ্বান সালীম ইবনু 'ঈদ আল-হেলালী, (৬) সঊদী আরবের মুহাম্মাদ ইবনু স'ঊদ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'উলূমুল হাদীছ বিভাগের প্রফেসর ড. 'আছিম ইবনু আব্দুল্লাহ আল-কারয়ূত্বী, (৭) সঊদী আরবের প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ ও মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর শায়খ আব্দুল মুহসিন আল-'আব্বাদ, (৮) জর্দানী বিদ্বান ও মুহাক্কিক্ব আলী হাসান হালাবী আল-আছারী, (৯) ড. ওমর ইবনু সুলায়মান আল-আশক্বার, (১০) মুহাম্মাদ ইবরাহীম শাকরাহ, (১১) সিরিয়ার প্রখ্যাত সালাফী দাঈ মুহাম্মাদ জামীল যায়নূ, (১২) ইয়ামনের প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ এবং প্রসিদ্ধ ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্র 'দারুল হাদীছ দাম্মাজ'-এর প্রতিষ্ঠাতা মুক্বিল বিন হাদী আল-ওয়াদেঈ। তাঁর সম্পর্কে আলবানী বলতেন- 'মুক্বিল আমার শ্রেষ্ঠ ছাত্রদের অন্যতম। এখন সে শায়খ মুক্বিলে পরিণত হয়েছে।[২৯] (১৩) বিশিষ্ট ফিলিস্তীনী মুহাদ্দিছ মাশহূর ইবনু হাসান আলে সালমান, (১৪) সিরীয় বংশোদ্ভূত আলেম ও মুহাক্কিক্ব, রিয়াদের মালিক স'ঊদ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'উলূমুল কুরআন ওয়াল হাদীছ বিভাগের প্রফেসর মুহাম্মাদ লুৎফী ছাব্বাগ, (১৫) বিশিষ্ট সিরীয় বিদ্বান ও মুহাদ্দিছ মুহাম্মাদ ঈদ আল-আব্বাসী (১৬) মক্কাস্থ উম্মুল ক্বোরা বিশ্ববিদ্যালয়ের আক্বীদা বিভাগের প্রফেসর ড. রেযা ইবনু না'সান মু'ত্বী (১৭) মুহাম্মাদ আহমাদ আবূ লায়লা আল-আছারী, (১৮) বৈরূতের বিখ্যাত প্রকাশনা সংস্থা আল-মাকতাবুল ইসলামী-এর পরিচালক যুহাইর শাবীশ (১৯) হোসাইন 'আওদাহ 'আওয়াইশাহ (২০) হুসাইন খালিদ আশীশ প্রমুখ।[৩০]

(চলবে)

---

২৫. তারজামাতুন মু'জাযাহ লি ফাযীলাতিল মুহাদ্দিছ নাছিরুদ্দীন আলবানী, পৃ. ১৯।

২৬. কোন এক হজ্জের মওসুম। প্রতিবছরের ন্যায় সেবছরও আলবানী হজ্জে গিয়েছেন। অন্যদিকে ভারতের স্বনামধন্য সালাফী বিদ্বান শায়খ উবায়দুল্লাহ মুবারকপুরীও হজ্জে গিয়েছেন। মিনায় অবস্থানকালে ভারতের অপর আহলেহাদীছ বিদ্বান শায়খ মুখতার আহমাদ নাদভী শায়খ আলবানীর তাঁবুতে আল্লামা মুবারকপুরীকে নিয়ে গেলেন। অতঃপর তাঁকে আলবানীর সাথে পরিচয় করিয়ে দিতেই শায়খ আলবানী প্রবল আবেগে তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। যেন তাঁর কতদিনের আকাংখা আজ স্বার্থক হয়েছে। শায়খ মুখতার বলেন, মুসলিম বিশ্বের দুই শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছের সেই অপূর্ব মিলন দৃশ্য দেখে উপস্থিত কেউ সেদিন চোখের পানি ধরে রাখতে পারেনি। দ্র. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (মাসিক আত-তাহরীক, ৩য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ডিসেম্বর, ১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ৩১।

২৭. তারজামাতুন মু'জাযাহ, পৃ. ১৯; আল-ইত্তিজাহাতুল, পৃ. ৩৫৬।

২৮. ড. জামাল 'আযযূন, হুছূলুত তাহানী বিল কুতুবিল মুহদাতি ইলা মুহাদ্দিছিশ শাম মুহাম্মাদ আল-আলবানী, ১ম খণ্ড (রিয়াদ : মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ১ম প্রকাশ, ২০০৭ খ্রি.), পৃ. ২৭৮।

২৯. ছাফহাতুন বায়যা, পৃ. ৬২।

৩০. জুহূদুশ শায়খ আলবানী ফিল হাদীছ, পৃ. ৪৫-৪৮; ছাফহাতুন বায়যা, পৃ. ৫১-৬২; হায়াতুল আলবানী ওয়া আছারুহু, পৃ. ৯৪-১০৬।

প্রয়োজন মানসম্মত শিক্ষা

-অজয় কান্তি মণ্ডল

শিক্ষা মানুষের অন্যতম মৌলিক অধিকার। শিক্ষা মানুষের বিবেককে জাগ্রত ও প্রশস্ত করে দেয়। সমাজ থেকে দূর করে দেয় যাবতীয় কুসংস্কার। একটি সুখী-সমৃদ্ধ এবং সম্ভবনাময় জাতি গঠনে শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। এককথায় যেকোন জাতির উন্নয়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে শিক্ষা। তাই সঠিক, মানসম্মত ও যুগোপযোগী শিক্ষা সবসময় একটি আদর্শ জাতি গঠনের প্রধান হাতিয়ার হিসাবে গণ্য হয়ে আসছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য হ'লেও সত্য, আমাদের দেশের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা বিশ্বের সাথে তাল মেলাতে হিমশিম খাচ্ছে। নানান ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের প্রকৃত মূল্যায়ন হচ্ছে না। বেশ কিছু কারণে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় এমন অবস্থা বিরাজ করছে।

বিগত ২০ বছরের চিত্র তুলে ধরলে দেখা যায়, আমাদের দেশের শিক্ষা পদ্ধতিতে ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়েছে। ২০০১ সালের মাধ্যমিকে নতুনভাবে সংযোজিত হয় লেটার গ্রেডিং পদ্ধতিতে ফলাফল মূল্যায়ন। সেবারে চতুর্থ বিষয় বাদ দিয়ে চালু করা হয় বর্তমানে বহুল প্রচারিত লেটার গ্রেডিং পদ্ধতি। অধিকাংশ শিক্ষকেরই সেবার লেটার গ্রেডিং পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা ছিল না। ফলাফল যা হওয়ার তাই হয়েছিল। সারাদেশে সর্বমোট ৭২ জন জিপিএ ৫ পায়। চরম ফলাফল বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে সেবার মাধ্যমিকে অংশগ্রহণ-কারীরা হতাশার ভয়াবহ শিকারে পরিণত হয়। ঠিক দুই বছর পর থেকে আবার চতুর্থ বিষয়সহ ফলাফল হিসাব করা শুরু হয়। লেটার গ্রেডিং পদ্ধতি সংযোজন ছাড়াও ২০০১ সালের মাধ্যমিকের ইংরেজির সিলেবাসে সর্বপ্রথম 'কমিউনিকেটিভ ইংলিশ' চালু করে নতুন আঙ্গিকে মাধ্যমিক পরীক্ষা হয়েছিল। ২০০১ সালে মাধ্যমিকে উত্তীর্ণদের দুই বছর পরে অর্থাৎ ২০০৩ সালের উচ্চ মাধ্যমিকে এসেও আবার একই পরিস্থিতির মুখোমুখি হ'তে হয়েছিল। উচ্চ মাধ্যমিকেও নতুন লেটার গ্রেডিং পদ্ধতিতে ফলাফল নির্ধারণ করা হয়েছিল। সেই সাথে চতুর্থ বিষয় বাদ দিয়ে ফলাফল হিসাব এবং নতুন কমিউনিকেটিভ ইংলিশ সিলেবাসভুক্ত করে পরীক্ষা নেয়া হয়েছিল। ফলাফল হয়েছিল সেই মাধ্যমিকের মতই। সারাদেশে উচ্চ মাধ্যমিকে সর্বমোট ৮০ জন জিপিএ ৫ পেয়েছিল। ঠিক পরের দুই বছর থেকে আবারো চতুর্থ বিষয় তাদের ফলাফলে ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা গিয়েছিল।

উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ হওয়ার পর বিপত্তি বাঁধে এর পরের স্তরগুলোতে। অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা এবং চাকরিতে প্রবেশের সময়। দেশের প্রচলিত নিয়মে অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের সাথে প্রার্থীর মাধ্যমিকের এবং উচ্চ মাধ্যমিকের প্রাপ্ত ফলাফলের একটা অংশ যোগ হয়। সেখানে বিগত বছরের প্রার্থীর সাথে সেবারে প্রার্থীদের সমমূল্যায়নের যে পদ্ধতি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অনুসরণ করেছিল তাতে একপক্ষ খুশি হ'লেও আরেক পক্ষের ভিতর ক্ষোভ দেখা গিয়েছিল। পরিস্থিত আরও ঘোলাটে হয়েছিল চাকরির পরীক্ষাগুলোতে আবেদনের সময়। কেননা ২০০৫ সাল বা তৎপরবর্তী বছরগুলোতে পাবলিক পরীক্ষায় মোটামুটি কয়েক হাযার করে জিপিএ ৫ বৃদ্ধি পেতে লাগল। এত জিপিএ ৫ বৃদ্ধি পেতে থাকল যে ২০০৩ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত যারা উচ্চ মাধ্যমিকে অংশ গ্রহণ করেছিল, তাদের প্রাপ্ত জিপিএ-এর সাথে সেগুলো আকাশ-পাতাল পার্থক্য সৃষ্টি করে। ফলে কর্তৃপক্ষ স্বাভাবিকভাবেই ২০০৩-২০০৫ সালের প্রার্থীদের কথা ভুলে গিয়ে পরবর্তী ব্যাচের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে চাকরিতে আবেদনের যোগ্যতার মাপকাঠি নির্ধারণ করে। এর ফলে অনেক চাকরি প্রত্যাশী বিভিন্ন চাকরিতে আবেদন পর্যন্ত করতে পারেনি। ২০০১ ও ২০০৩ সালে অনুষ্ঠিত উক্ত দুইটি পাবলিক পরীক্ষাতে অংশ নেওয়া ভুক্তভোগীদের মধ্যে আমিও একজন ছিলাম। নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে বিষয়গুলো এখানে সংক্ষেপে আলোকপাত করলাম।

আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে এধরনের পরিবর্তন কয়েক বছর পর পরই লক্ষ্য করা যায়। নীতিনির্ধারকরা একটি বিষয় চালু করে কিছুদিন শিক্ষার্থীদের উপর পরীক্ষামূলকভাবে সেটি চালু রেখে আবার বন্ধ করে দেয়। যেমন দেখা গেছে, ২০০৯ সালে প্রাথমিকে চালু করা হয় সমাপনী পরীক্ষা পিইসি। প্রাথমিকের কোমলমতি শিশুদের জন্য এত অল্প বয়সে পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ কতটা যুক্তিসঙ্গত সেটা চালু করার আগেই কর্তৃপক্ষের ভেবে দেখা উচিৎ ছিল। এর পরের বছর অর্থাৎ ২০১০ সালে অষ্টম শ্রেণীতেও চালু করা হয় জেএসসি নামক পাবলিক পরীক্ষা। সম্প্রতি ২০২১ সালের প্রস্তাবিত শিক্ষাক্রমে বলা হয়, এসএসসির আগে কোন পাবলিক পরীক্ষা থাকছে না। পিইসি ও জেএসসি নামক দুইটি পাবলিক পরীক্ষা পদ্ধতি চালুর মাত্র ১০ বছরের মধ্যেই বাতিল করতে হচ্ছে। এসব কিছুর মানে এটাই গিয়ে দাঁড়ায় যে, পাবলিক পরীক্ষা দুইটি চালুর আগে যথেষ্ট গবেষণা করা হয়নি। শিক্ষাবিদ, শিক্ষা গবেষক ও অভিজ্ঞদের মতামত নেওয়া হয়নি। আর যদি অভিজ্ঞদের মতামত নেওয়া হ'ত, তাহ'লে এত দ্রুত সেগুলো কেন আবার বাতিল করতে হ'ল সেই প্রশ্ন থেকেই যায়। এই পিইসি বা জেএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীরা যখন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেবে বা চাকরির বাযারে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশ নেবে তখনও তাদের মেধার অবমূল্যায়ন করা হবে। তাদের পিইসি বা জেএসসি'র মতো পরীক্ষায় অংশগ্রহণের হয়ত কোন মূল্যায়নই দেওয়া হবে না। অথচ শিশুকালে তারা উক্ত পরীক্ষাগুলোতে অংশ নিয়েছিল চরম মানসিক চাপের মধ্য দিয়ে।

আবার দেখা গেছে, ২০০৮ সালে মাধ্যমিক স্তরে এবং পরবর্তীতে উচ্চ মাধ্যমিকে চালু হয় সৃজনশীল শিক্ষাপদ্ধতি। শিক্ষকমণ্ডলীদের যথেষ্ট প্রশিক্ষণ ছাড়াই এই সৃজনশীল পদ্ধতি চালু কতটা যুক্তিযুক্ত তার যথার্থ ফলাফল পাওয়া গেছে এক সমীক্ষায়। ২০১৮ সালের জুলাই মাসে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের ৮ হাযার ২১৯টি মাধ্যমিক

বিদ্যালয়ে চালানো সমীক্ষায় দেখা যায়, ৪২ শতাংশ বিদ্যালয়ের শিক্ষক সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করতে পারেন না। সৃজনশীল শিক্ষাপদ্ধতি চালুর ১০ বছর পরেও যদি শিক্ষকগণের অবস্থা এমন হয়, তাহ'লে ছাত্র-ছাত্রীদের কথা বলাই বাহুল্য। এজন্য সৃজনশীল পদ্ধতি চালুর পূর্বে শিক্ষকদের এ বিষয়ে দক্ষ করেই তবে পাবলিক পরীক্ষার সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করা উচিৎ ছিল।

শিক্ষক শিক্ষাব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। শিক্ষাকে যেমন একটি জাতির মেরুদণ্ডের সাথে তুলনা করা হয়, ঠিক তেমন শিক্ষককে সেই মেরুদণ্ডের ভিত মযবূত করার প্রধান কারিগর বলা যায়। তাই একটি জাতিকে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে শিক্ষকদের ভূমিকা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আমাদের দেশের মেধাবীদের অনেকেই এই পেশায় আসতে চায় না। তার পিছনে অবশ্য বেশ কিছু কারণ আছে। যেমন সমাজে তাদেরকে মূল্যায়ন করা হয় না। শিক্ষকদের বেতন-ভাতা ও অন্যান্য যেসকল সুবিধাদি বহাল আছে সেগুলো পর্যাপ্ত নয়। আমাদের দেশে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ অপর্যাপ্ত। গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে অপরিহার্য উপাদানগুলোর মধ্যে বিনিয়োগ অন্যতম। কিন্তু বাংলাদেশের জাতীয় বাজেটে সামগ্রিক শিক্ষা খাতে বরাদ্দ মাত্র ০.৯২% এবং উচ্চ শিক্ষা উপখাতে বরাদ্দ মাত্র ০.১২%, যা সার্কভুক্ত অন্যান্য দেশগুলোর তুলনায় অনেকাংশে কম। ফলে আমাদের দেশের শিক্ষকরা তাদের নায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হয়। সেই সাথে অধিকাংশ নিয়োগ প্রক্রিয়ায় রয়েছে নানান দুর্নীতি। এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগে বড় ধরনের আর্থিক লেনদেনের কথা প্রায়শই শোনা যায়। এসকল কারণে শিক্ষা তার প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হচ্ছে। সেই সাথে বৈশ্বিক র‍্যাংকিং এ আমরা পিছিয়ে যাচ্ছি। এসব অনিয়মের লাগাম টেনে ধরে উপযুক্ত ব্যক্তিকে যোগ্য আসনে স্থান দিয়ে জাতির করুণ অবস্থা দূরীকরণে এখনই যথাযথ ব্যবস্থা না নিলে আমাদের দেশের জন্য অন্ধকার ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে। শিক্ষা নিয়ে বাণিজ্য বন্ধ করে শিক্ষায় বৈষম্য দূর করতে না পারলে শিক্ষা পরিস্থিতির সার্বিক উন্নয়ন বেশ কষ্টসাধ্য।

বছর বছর শুধু পাশের হার বাড়িয়ে, জিপিএ'র সংখ্যা বাড়িয়ে শিক্ষাকে অনেক বেশী অপমানিত করা হচ্ছে। কেননা বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, প্রাথমিক স্তর পেরুনো শিশুদের প্রায় অর্ধেকেরই বেশী সংখ্যক ইংরেজিতে শুদ্ধ করে একটি সরল বাক্য লিখতে পারে না। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেখা যাচ্ছে, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পাবলিক পরীক্ষা-গুলোতে সর্বোচ্চ জিপিএ-প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষাগুলোতে পাশ করার মতো ন্যূনতম নম্বর পাচ্ছে না। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা প্রায়শই বলে থাকেন, গত ১০-১৫ বছরে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের মান নিম্নগামী। এসকল ফলাফল এমনটাই ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, পাশের হারও ভালো ফলাফলের হার বাড়িয়ে প্রকৃত পক্ষে শিক্ষাকে পিছিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তার উপর বিগত দেড় বছরের করোনাকালীন সময়ে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা একবারে ভেঙে পড়েছে। শিক্ষা খাতের পুনর্গঠনে দ্রুততম কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। অপ্রয়োজনীয় পরীক্ষা বাতিল করে শিক্ষার নামে বাণিজ্যিকীকরণ বন্ধ করতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে এনে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মুক্তবুদ্ধির চর্চা করার সুযোগ দিতে হবে। করোনাকালে শিক্ষা খাতের ভয়াবহ ক্ষতি পুষিয়ে নিতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। শুধুমাত্র 'অটোপাশ' দিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রমোশন দিয়ে বসে না থেকে পরবর্তী স্তরগুলোতে তাদের বিকল্প উপায়ে যথাযথ মূল্যায়ন করতে হবে। সর্বোপরি একটি মানসম্মত, গুণগত, যুগোপযোগী ও কল্যাণকর শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার যাবতীয় পদক্ষেপ নিয়ে করোনাকালের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে সঠিক পরিকল্পনা করতে হবে। শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি শিক্ষকদের সার্বিক সুবিধাদি বিবেচনায় আনতে হবে। শিক্ষকদের বেতন-ভাতা, সামাজিক সুবিধা ও মর্যাদা যাতে বৃদ্ধি পায় সেদিকে কর্তৃপক্ষের সজাগ দৃষ্টি দিতে হবে। শিক্ষকরা যাতে হতাশাগ্রস্ত না হয়ে উৎফুল্লের সাথে শিক্ষকতার পেশাকে বেছে নেয়, সেই পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। তবেই শিক্ষা পদ্ধতিতে উন্নতি সম্ভব হবে।

দিন দিন নতুন নতুন প্রযুক্তি আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে বিশ্ব এগিয়ে যাচ্ছে তড়িৎ গতিতে। সবকিছুর সাথে তাল মেলাতে আমাদেরও এগিয়ে যেতে হবে। বিশ্বের সাথে তাল মেলাতে শিক্ষাক্রমে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনাটা আবশ্যক। তবে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে, সকল পরিবর্তন যেন অর্থবহ হয়। পরিবর্তিত বিশ্বের সঙ্গে সমানতালে চলার ক্ষেত্রে আমাদের শিক্ষার্থীরা যেন পিছিয়ে না পড়ে তা অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। একটি পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে প্রয়োজন পর্যাপ্ত গবেষণা। প্রয়োজন শিক্ষাবিদ ও শিক্ষা গবেষকদের মতামত নেওয়া। হুটহাট করে পরিতবর্তন কখনো ভালো ফল বয়ে আনে না। কারণ একটি সিদ্ধান্তের সাথে জড়িত লাখ লাখ শিক্ষার্থীর ভবিষ্যত। আগে-পরে কোন কিছু না ভেবে লাখ লাখ শিক্ষার্থীর উপর একটি বিষয় চাপিয়ে দিয়ে তাদের ভবিষ্যত নিয়ে অবহেলা করার অধিকার কারো নেই।

লেখক : গবেষক, ফুজিয়ান এগ্রিকালচার এন্ড ফরেস্ট্রি ইউনিভার্সিটি, ফুজো, ফুজিয়ান, চীন।

হাফেয আবশ্যক

ধূরইল আহলেহাদীছ হাফেযী ক্বওমী মাদ্রাসা ও ইয়াতীমখানা, মোহনপুর, রাজশাহীর জন্য একজন হাফেয ও ক্বারী আবশ্যক।

যোগ্যতা : আহলেহাদীছ আক্বীদার অনুসারী ও ক্বারিয়ানা প্রশিক্ষণ সহ আলিম/ফাযিল পাশ প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। বেতন-ভাতা আলোচনা সাপেক্ষে। আগ্রহী প্রার্থীদের জীবন বৃত্তান্ত সহ আবেদনের শেষ তারিখ ২৫/১২/২০২১ইং।

যোগাযোগ

সভাপতি, ধূরইল আহলেহাদীছ হাফেযী ক্বওমী মাদ্রাসা, ধূরইল, মোহনপুর, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭১৮-২৪১১৩৬।

ফ্রোজেন শোল্ডার বা কাঁধের জয়েন্টে ব্যথা

শোল্ডার জয়েন্ট বা কাঁধের অস্থিসন্ধির একটি অসুখ ফ্রোজেন শোল্ডার। এই রোগটির প্রধান লক্ষণ হ'ল ব্যথা। সাধারণতঃ ব্যথা ধীরে ধীরে শুরু হয় এবং কয়েক সপ্তাহ বা মাস ধরে তা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে। প্রথমে নিয়মিত কাঁধের চারপাশে অল্পস্বল্প ব্যথা হয়। পরের দিকে ব্যথার তীব্রতা বাড়তে থাকে এবং ব্যথা ঘাড়ে, পিঠে, কনুই-এর দিকে ছড়িয়ে পড়ে। নিয়মিত ঘুমের ব্যাঘাত ঘটতে থাকে।

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ হ'ল হাতের আড়ষ্টতা। রোগীর অলক্ষ্যে, হাতের সাধারণ নড়াচড়ার পরিমাণ কমতে থাকে এবং কাঁধের কব্জা ধীরে ধীরে আটকে যায়। চুল আঁচড়াতে, পিঠ চুলকাতে বা পেছনের পকেটে হাত ঢোকাতে সমস্যা হয়। মাথার উপরে হাত তুলে কোন কাজ করা যায় না (যেমন বাস-ট্রেনের হাতল ধরা, দড়িতে জামাকাপড় মেলা, কিছু ছোঁড়া ইত্যাদি)। পরের দিকে হাতের পেশী দুর্বল হয়ে পড়ে, হাতের শক্তিও কমে যায়।

কারা রয়েছেন ঝুঁকিতে?

(১) যাঁরা আগে কখনো কাঁধে চোট পেয়েছিলেন কিন্তু সঠিক চিকিৎসা করানো হয়নি, তাঁদের পরবর্তী সময়ে ফ্রোজেন শোল্ডার হ'তে পারে। এছাড়া বিভিন্ন কারণে শোল্ডারের মুভমেন্ট কমে গেলে একপর্যায়ে এটা হ'তে পারে। যেমন- হাত ভেঙে যাওয়া, স্ট্রোক ও অপারেশন জনিত কারণে দীর্ঘদিন শোল্ডারের মুভমেন্ট কমে যাওয়া ইত্যাদি। (২) যারা খুব বেশী ভারী কাজ করেন অথবা রান্নাঘরের কাজ বেশী করেন তাঁদেরও হ'তে পারে এ রোগ। (৩) বিভিন্ন রোগের কারণে হ'তে পারে যেমন- ডায়াবেটিস, থাইরয়েড গ্রন্থির রোগ, হার্টের রোগ, যক্ষা ও পারকিনসন্স রোগ। এছাড়া যারা দীর্ঘদিন অস্টিওয়ারথ্রাইটিস বা রিউম্যাটয়েড আরথ্রাইটিসে ভুগে থাকেন তাদের ক্ষেত্রেও এই সমস্যা হ'তে পারে। (৪) বয়স ৪০ বা তার উর্ধ্বে তারা এই সমস্যার জন্য ঝুঁকিতে থাকেন। এর আগেও হ'তে পারে।

চিকিৎসা নিন :

ফ্রোজেন শোল্ডারের চিকিৎসা না করালে কাঁধের মাংসপেশি ধীরে ধীরে শুকিয়ে যেতে পারে। তাই অবশ্যই এ রোগের চিকিৎসা করাতে হবে। ব্যথা ও কাঁধের জড়তা নিয়ে বসে থাকলে চলবে না। এ রোগের চিকিৎসায় কাঁধে গরম সেক দিতে হবে। খেতে হ'তে পারে ব্যথার ওষুধ। ব্যথার ওষুধ খাওয়া উচিত ভরা পেটে আর খাবার খাওয়ার আগে গ্যাসের ওষুধও খেয়ে নিন চিকিৎসকের পরামর্শমতো। অন্য কারও সাহায্য নিয়ে কাঁধের ব্যায়াম করুন। ফিজিওথেরাপিও নিতে হ'তে পারে। ফিজিওথেরাপি নেওয়ার পরও করাতে হবে বিশেষ ধরনের ব্যায়াম শোল্ডার মোবিলাইজিং এক্সারসাইজ।

এ রোগ সারতে সময় লাগে প্রায় ১৮ মাস। তবে এ চিকিৎসায় কাজ না হ'লে চিকিৎসকের পরামর্শমতো কাঁধে ইনজেকশন দিতে হ'তে পারে। এমনকি লাগতে পারে অস্ত্রোপচারও।

কাঁধে চোট পেলে সেটির চিকিৎসা করাতে হবে ঠিকঠাক। ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। কেউ কেউ মনে করেন, দীর্ঘদিন কাজ না করলে একসময় কাঁধের অস্থিসন্ধির জড়তার কারণে ফ্রোজেন শোল্ডার হ'তে পারে। এমন ধারণা ঠিক নয়। বরং কাঁধের অস্থিসন্ধিতে প্রচণ্ড চাপ পড়লে এ রোগ হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই কখনোই খুব বেশী ভারী জিনিস তোলা ঠিক নয়। কাঁধ প্রচণ্ড মোচড় খায়, এমনভাবে কাঁধ নাড়িয়ে কোন কাজ করা উচিত নয়।

ব্যায়ামবিধি :

ঘরেই করতে পারবেন কাঁধের ব্যায়ামগুলো। এসব ব্যায়ামের মধ্যে একটি হ'ল পেন্ডুলাম এক্সারসাইজ। এটি করার নিয়ম হ'ল সামনের দিকে একটু ঝুঁকে হাত যতটা ঘোরাতে পারা যায়, সামনে-পেছনে করে ততটাই ঘোরাতে চেষ্টা করতে হবে। ঘড়ির কাঁটা যেদিকে ঘোরে, প্রথমে সেদিকে ১০ বার হাত ঘোরাতে হবে। এরপর ঠিক এর বিপরীত দিকে হাত ঘোরাতে হবে আরও ১০ বার। এভাবে দিনে দুই বার করে ব্যায়ামটি করতে হবে।

দু'সপ্তাহ পর এটির পরিবর্তে করতে হবে ওয়েট বিয়ারিং এক্সারসাইজ। হাতে কিছুটা ওযন নিয়ে হাত ঘোরানোর এই ব্যায়ামটি শুরু করতে হবে। পেন্ডুলাম এক্সারসাইজের নিয়মেই করতে হবে এই ব্যায়াম। ঘড়ির কাঁটার দিকে ১০ বার এবং তার বিপরীত দিকে ১০ বার করে হাত ঘুরিয়ে করতে হবে এই ব্যায়ামটিও। দিনে দুই বার করেই করুন এই ব্যায়াম।

পেন্ডুলাম এক্সারসাইজের পাশাপাশি করা যাবে ওয়াল ক্লাইম্বিং এক্সারসাইজ। এই ব্যায়াম করতে রোগী যতটা হাত ওঠাতে পারে, একটি দেয়াল ধরে দেয়ালটি বরাবর ঠিক ততটা উচ্চতায় হাত উঠাতে হবে তাঁকে। ধীরে ধীরে অধিক উচ্চতায় হাত ওঠাতে চেষ্টা করতে হবে। সব ব্যায়ামকেই একসঙ্গে শোল্ডার মোবিলাইজিং ব্যায়াম বলা হয়।

[সংকলিত]

শিক্ষিকা আবশ্যক

দারুস সুন্নাহ মহিলা মাদ্রাসা ও ইয়াতীমখানা

উত্তর কেল্লাবন্দ (বানিয়া পাড়া), সি.ও বাজার, রংপুর।

ক্রমি. নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা	শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
১	হাফেযা	২	ইয়াদ ভালো থাকতে হবে। অভিজ্ঞদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
২	সহকারী শিক্ষিকা (নূরানী/ক্বারী)	৩	নূরাণী ট্রেনিং থাকতে হবে, দাখিল/আলিম
৩	সহকারী শিক্ষিকা (আরবী)	২	ফাযিল/কামিল/দাওরায়ে হাদীছ অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
৪	সহকারী শিক্ষিকা (সাধারণ)	২	ফাযিল/কামিল/বি.এ/এম.এ। অভিজ্ঞদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে

আগ্রহী প্রার্থীগণকে অতিসত্বর নিম্নলিখিত মেইলে জীবন বৃত্তান্ত প্রেরণের জন্য বলা হ'ল। বেতন-ভাতা আলোচনা সাপেক্ষে। আবাসিক শিক্ষিকাদের ফ্রি থাকা ও খাওয়া ব্যবস্থা আছে।

যোগাযোগ : প্রতিষ্ঠান পরিচালক- ০১৭১২-৫৯৩৬৮৩; e-mail : moshiur308057@gmail.com

কবিতা

আমাকে জ্ঞান দাও

মুহাম্মাদ গিয়াছুদ্দীন
ইবরাহীমপুর, কাফরুল, ঢাকা।

হে আল্লাহ! জ্ঞান দিয়ে কর মোরে বিত্তবান
সহিষ্ণুতা দিয়ে বাড়াও জ্ঞানের পরিমাণ,
ত্বাকওয়ার গুণে দাও মোরে বিপুল সম্মান
তুমি মোরে দাও প্রভু নিরাপদ অবস্থান।
হে আল্লাহ! আমিতো মানুষ, আছে ভুল-ভ্রান্তি
কাউকে যদি কষ্ট দেই, দাও তারে শান্তি,
আমি আশ্রয় চাই জাহান্নামের আযাব হ'তে
পানাহ চাই তোমার গযবের কবল হ'তে।
জাহান্নামের পথ থেকে কর মোরে উদ্ধার
হে আল্লাহ! ক্ষমাকারী পরওয়ারদিগার!
মরণব্যাধি করোনা হ'তে দাও মোদের মুক্তি
তুমি বিনে মুক্তি দানের নাই কারো শক্তি।
যা কিছু মোর আছে গোপন কর হেফাযত
সকল কাজ সহজ কর দাও বরকত।
তব রহমতে ঢেকে দাও মোর চারিধার
জাহান্নামের অগ্নি থেকে কর মোরে উদ্ধার।
তোমার সব নে'মত দাও মোরে ভোগ করি
মনের বাঁধন খুলে দাও যেন হক না ছাড়ি।
প্রভু! আমি দরিদ্র মিসকীন মুসলমান
সকল উত্তম বস্তু তুমি কর মোরে দান।
তব কুরআন-হাদীছে আমি এনেছি ঈমান
ইহ-পরকালে তুমি কর মোরে শান্তি দান।
রিযিক দাও নিজ দয়ায় করো না লজ্জিত
বরকত দাও যা দিয়েছ করো না বঞ্চিত।
হৃদয়ে দাও প্রাচুর্য কর হেফাযত
মনে দাও আগ্রহ যেথায় আছে নে'মত।

শিক্ষার্থীর পণ

আফযাল হোসাইন
উত্তর নওদাপাড়া, রাজশাহী।

এই করিলাম পণ
পড়ায় দিব মন।
হৈচৈ করব না
ক্লাসে কথা বলব না।
ওস্তাদের কথা মানব
জীবনটাকে গড়ব।
সত্য কথা বলব
সৎ পথে চলব।
মিথ্যা কথা বলব না
শিরক-বিদ'আত করব না।
আল্লাহ তুমি সহায় হও
পণ পূরণে তাওফীক দাও।

ইসলাম

এফ.এম.নাছরুল্লাহ
কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

ইসলাম তুমি সত্যের দিশা মানবতার সমাধান
সকল অন্যায়ের প্রতিবাদী তুমি অহি-র সংবিধান।
ইসলাম তুমি শান্তির ধর্ম অভ্রান্ত কুরআনের বাণী
তোমার তুল্য নয় সারা বিশ্বে যত গ্রন্থ আছে জানি।
ইসলাম তুমি আত্মশুদ্ধির চির শান্তির আকর
তোমার আগমনে দূর হ'ল জাহেলিয়াত যা ছিল পূর্বাপর।
ইসলাম তুমি হেরা গুহায় আসা স্রষ্টার অমিয় বাণী
হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর হয়েছিল নাযিল
জিব্রীল (আঃ) দিয়ে ছিল আনি।
ইসলামী সংবিধান আল্লাহ্‌র দেওয়া মানব রচিত নয়
যুগ-যুগান্তর কাল-মহাকালে হয়েছে দ্বীনের জয়।
ইসলাম তুমি সত্য সন্ধানী মিথ্যাকে দাও না প্রশ্রয়
তোমার ছায়ায় লুকিয়ে আছে মানবতা
যুগে-যুগে নিয়েছে আশ্রয়।

মাদ্রাসাতুল হাদীছ আস-সালাফিয়া (MHS)

(ইসলামী ও সাধারণ শিক্ষার অপূর্ব সমন্বয়) আবাসিক / অনাবাসিক / ডে-কেয়ার
আকাশতারা, সাবগ্রাম, বগুড়া সদর, বগুড়া।

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

মাদ্রাসার বিভাগ সমূহ

ক. নূরানী বিভাগ **খ.** হিফয বিভাগ
গ. একাডেমিক বিভাগ : একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পাঠদান চলছে, পর্যায়ক্রমে ফাযিল (কুল্লিয়া) পর্যন্ত প্রক্রিয়াধীন।

২০১৯ সালের ইবতেদায়ী ও জেডিসি পরীক্ষায় অভাবনীয় সাফল্য

মোট পরীক্ষার্থী	: ৫৫ জন
এ প্লাস (A+)	: ৩৩ জন
বৃত্তি	: ৩৫ জন
পাশের হার	: শতভাগ

মাদ্রাসার বৈশিষ্ট্য সমূহ

- সিসি ক্যামেরা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত স্বাস্থ্যসম্মত সুন্দর ও উন্নতমানের আবাসিক ব্যবস্থা।
- নির্ধারিত ক্লাসে উত্তীর্ণ হওয়ার পর সকল ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কম্পিউটার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
- প্রত্যেক বছর একাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রণয়ন।
- যুগোপযোগী উন্নতমানের সিলেবাস।
- অভিজ্ঞ, পরিশ্রমী ও নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পরিচালিত।
- শিক্ষার্থীদের সুপ্ত মেধা বিকাশের জন্য বিভিন্ন কো-কারিকুলাম কার্যক্রম গ্রহণ।
- পঞ্চম সমাপনী, জেডিসি, দাখিল ও আলিম পরীক্ষায় এ প্লাস সহ শতভাগ পাশের নিশ্চয়তা

ভর্তি ফরম বিতরণ শুরু : ০১লা ডিসেম্বর ২০২১ ইং।
ক্লাস শুরু : ০৮ই জানুয়ারী ২০২২ ইং।

বিস্তারিত জানতে : ০১৭১০-১৪৬৯৯৯, ০১৭৪৯-০৬০৩৭৩, ০১৭৩২-৪২০২৬২। e-mail : madrashaassalafia@gmail.com

স্বদেশ

পারিশ্রমিক ছাড়াই এক হাযার কিডনী প্রতিস্থাপন করেছেন ডা. কামরুল ইসলাম

১৪ বছর যাবৎ বিনা পারিশ্রমিকে কিডনী প্রতিস্থাপন করে চলেছেন। নিজে একজন শল্য চিকিৎসক হিসাবে অর্জন করেছেন ১ হাযারেরও বেশী কিডনী প্রতিস্থাপন করার সম্মান, যা দেশের সর্বমোট কিডনী প্রতিস্থাপনের তিন ভাগের এক ভাগ। যাতে সফলতার হারও ৯৫ শতাংশ। জমানো টাকায় গাড়ি না কিনে, কিনেছিলেন ডায়ালাইসিস মেশিন। গড়ে তুলেছেন বিশেষায়িত হাসপাতাল। অত্যন্ত বিনয়ী ও প্রচারবিমুখ ডা. কামরুল ইসলাম গাড়ী-বাড়ী অর্থবিত্তে নয়, সুখ খুঁজে পেয়েছেন মানব সেবায়।

ডা. কামরুল মানবসেবার মহান ব্রত থেকেই চিকিৎসাকে পেশা হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন। পেছনে ছিল পিতা-মাতার অনুপ্রেরণা। নিজের পেশাকে কেবল সামাজিক ও আর্থিকভাবে প্রতিষ্ঠা লাভের সিঁড়ি বানাননি তিনি। বরং সরকারী চাকুরী ছেড়ে দিয়ে দেশের দরিদ্র কিডনী রোগীদের জন্য নামমাত্র মূল্যে কিডনী প্রতিস্থাপন ও মানসম্মত চিকিৎসাসেবা নিশ্চিতের জন্য তৈরি করেছেন বিশেষায়িত এক প্রতিষ্ঠান 'সেন্টার ফর কিডনী ডিজিজেস (সিকেডি) অ্যান্ড ইউরোলজি হাসপাতাল'। ঢাকার শ্যামলীর ৩ নম্বর সড়কে অবস্থিত ৬ তলার একটি সাদামাটা ভবনে চলছে এই প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম।

যেখানে প্রতিবেশী দেশে কিডনী প্রতিস্থাপনের জন্য ব্যয় করতে হয় ১৫ থেকে ২০ লাখ টাকা, সেখানে সিকেডি হাসপাতালে সার্জারী, প্রয়োজনীয় মেডিসিন, সকল পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং ১৫ দিন আইসিইউতে থাকার পরও মোট খরচ হয় মাত্র ২ লাখ ১০ হাযার টাকা। এছাড়া ১৫ দিন পরও যদি তার চিকিৎসার প্রয়োজন হয় তবে তাকে থাকতে হবে কিডনী আইসিইউতে। এক্ষেত্রেও কোন খরচ নেওয়া হয় না। এছাড়া ট্রান্সপ্লান্টের পরেই দায়িত্ব শেষ হয় না ডা. কামরুল ইসলামের। আজীবনের জন্য কিডনী দাতা ও কিডনী গ্রহীতার জন্য রয়েছে নিয়মিত ফ্রী চেকআপ এবং রক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা। কিডনী প্রতিস্থাপনের আগে ডায়ালাইসিস প্রয়োজন হ'লে হাসপাতালেই রয়েছে মাত্র ১৫০০ টাকায় ডায়ালাইসিসের ব্যবস্থা।

চলমান করোনা মহামারির মধ্যে গণস্বাস্থ্য কিডনী ডায়ালাইসিস সেন্টার ছাড়া যখন সব সরকারী-বেসরকারী হাসপাতালে ডায়ালাইসিসসহ কিডনী রোগীদের অন্য সেবা কার্যক্রমগুলো বন্ধ ছিল, তখনও সিকেডি হাসপাতাল তার স্বাভাবিক কার্যক্রম চালিয়ে গেছে। মহামারির দেড় বছরে সফলভাবে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে ২৫০টির বেশী কিডনী। বর্তমানে এই হাসপাতালে প্রতি সপ্তাহে ৪টি করে কিডনী প্রতিস্থাপন করা হচ্ছে। যা দেশের অন্য যেকোন হাসপাতালের তুলনায় বেশী।

নির্ধারিত ন্যূনতম খরচ বাদে কিডনী প্রতিস্থাপনের জন্য বিশেষজ্ঞ সার্জনের কোন ফী নেন না ডা. কামরুল। এছাড়া কিডনী সংরক্ষণের জন্য বিদেশ থেকে আমদানি করা এক ধরনের মূল্যবান তরলের বিকল্পও আবিষ্কার করেছেন তিনি। এভাবে নিজ পেশার মাধ্যমে সমাজের নিম্ন আয়ের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের প্রতি মানবিকতা ও দায়িত্বশীলতার অনন্য নযীর স্থাপন করে চলেছেন তিনি।

ডা. কামরুল বলেন, আমি এ হাসপাতাল ধনীদের জন্য করিনি। ধনীদের জন্য দেশে বহু হাসপাতাল রয়েছে। যারা ২০ শতাংশ মানুষকে সেবা দিচ্ছে। অন্যদিকে ৮০ শতাংশ মানুষ যারা এসব হাসপাতালে যাওয়ার সামর্থ্য রাখে না, দেশের বাইরে যাওয়ার মতো সামর্থ্য যাদের নেই, আমার হাসপাতাল তাদের জন্য। যে কারণে আমার এ হাসপাতালে কর্পোরেট হাসপাতালের মতো আরামদায়ক পরিবেশ আমি দিতে পারি না। তবে আমাদের টার্গেট বিশ্বমানের চিকিৎসা দেওয়া। মাঝে মাঝে উচ্চবিত্তরা আমার এখানে আসলে একটু বিপদে পড়ে যান। কারণ তাদের লিফট প্রয়োজন হয়। কিন্তু আমার এখানে লিফট নেই।

মধ্য ও নিম্নবিত্তদের জন্য শেষ নিঃশ্বাস অবধি হাসপাতাল চালাতে চান ডা. কামরুল। তবে এ যাত্রায় নিতে চান না কোন অনুদান। শুধু রোগীদের জন্য নয়, ভাবেন প্রতিষ্ঠানের আড়াইশ' কর্মীর কথাও। তাদের জন্য হাসপাতালের পক্ষ থেকে রয়েছে বিনামূল্যে খাওয়ার ব্যবস্থা। তাদের ভবিষ্যতের জন্য ব্যাংকে টাকাও জমাচ্ছেন তিনি।

এতকিছুর পরেও ডা. কামরুল আক্ষেপ করে বলেন, প্রতিদিন অনেক রোগী দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এই হাসপাতালে ফলোআপের জন্য আসেন। এদের বেশীর ভাগই দরিদ্র। তারা সারারাত সফর করে ঢাকায় এসে সারাদিন হাসপাতালে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে সন্ধ্যায় ডাক্তার দেখিয়ে বাড়ি ফিরে যান। মাঝের সময়টাতে তাদের একটু বিশ্রাম ও খাবারের ব্যবস্থা করতে পারলে শান্তি পেতাম। যা এখনো আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

তিনি সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে বলেন, আমি হয়ত টাকা নেই না। কিন্তু আমাকে আপনারা সবাই যে প্রচারণা, সম্মান-ভালোবাসা দিয়ে যাচ্ছেন। আমার তো ভয় হয়। মৃত্যুর পরের জীবনে যদি আমি এগুলোর কোন বিনিময় না পাই!

মুক্তিযুদ্ধে মৃত্যুবরণকারী পিতার অনুপ্রেরণা আর মানবসেবায় আগ্রহ থেকেই চিকিৎসাসেবা বেছে নিয়েছিলেন ইশ্বরদীর সন্তান ডা. কামরুল। ৭১-এ স্বামী হারানোর পর এসএসসি পাস করা মা রহীমা খাতূন তার চার ছেলেকে মানুষ করার জন্য আবার পড়াশুনা শুরু করেন। এইচএসসি পাস করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে সমাজ বিজ্ঞানে ১ম স্থান অধিকার করে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন এবং ঢাকার লালমাটিয়া মহিলা কলেজে শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত হন।

ডা. কামরুল এসএসসি ও এইচএসসিতে বোর্ড স্ট্যাণ্ড করেন এবং ১৯৮২ সালে তখনকার ৮টি মেডিকেল কলেজের সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষায় ১ম স্থান অধিকার করেন। ১৯৮৯ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস সম্পন্ন করার পর সরকারী ডাক্তার হিসাবে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যোগ দেন। পরবর্তীতে সার্জারিতে এফসিপিএস ও এডিনবরা রয়েল কলেজ থেকে এফআরসিএস এবং ইউরোলজিতে ৫ বছর মেয়াদি এমএস কোর্স সম্পন্ন করে জাতীয় কিডনী ও ইউরোলজি হাসপাতালে সহকারী অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন। অতঃপর সরকারী হাসপাতালের নানা সীমাবদ্ধতার কারণে তিনি ২০১১ সালে সরকারী চাকুরী থেকে ইস্তেফা দিয়ে শ্যামলীতে নিজ উদ্যোগে উক্ত কিডনী হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন।

[আমরা তার মহতী উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। সেই সাথে অন্যদের প্রতি মানব সেবায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই। (স.স.)]

করোনাকালে নতুন দরিদ্র ৩ কোটি ২৪ লাখ মানুষ

২০২০ সালের ৮ই মার্চে দেশে প্রথম করোনা রোগী শনাক্ত হয়। অতঃপর ১৭ই মার্চ থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ হয়। এরপর ১৮ই এপ্রিল থেকে ২৯টি যেলা সম্পূর্ণ ও ১৯টি যেলা আংশিকভাবে লকডাউন শুরু হয়। এসময় সারা দেশে সন্ধ্যা ৬-টা থেকে সকাল ৬-টা পর্যন্ত বাইরে বের হলে আইনানুক ব্যবস্থা নেওয়ার ঘোষণা দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারী করা হয়। সেই থেকে ২০২১ সালের এপ্রিল পর্যন্ত দেশে ৩ কোটি ২৪ লাখ মানুষ নতুন করে দরিদ্র হয়েছে।

বিআইজিডি ও পিপিআরসি নামে দু'টি সংস্থা করোনাকালে মানুষের জীবন ও জীবিকার ওপর প্রভাব নিয়ে চার দফায় জরিপটি পরিচালনা

করে। জরিপ প্রতিবেদনে বলা হয়, করোনাকালে দারিদ্রের কারণে দেশের ২৮ শতাংশ মানুষ শহর থেকে গ্রামে চলে যায়।

সর্বশেষ জরিপে দেখা গেছে, শহর অঞ্চলের মানুষের আয় কোভিড-পূর্ব সময়ের তুলনায় ৩০% কমে গেছে। গ্রামাঞ্চলে এ আয় কমেছে ১২%। কোভিডের আগে শহরাঞ্চলের দরিদ্র মানুষদের মধ্যে বেকারত্বের হার ছিল ৭%। সর্বশেষ জরিপে এটি বেড়ে দাঁড়ায় ১৫% এ। গ্রামে বেকারত্ব কোভিডকালে বেড়ে গেছে ৪%।

জরিপে দেখা যায়, মানুষের খাদ্যের ক্ষেত্রে ব্যয় করার অভ্যস তুলনামূলকভাবে কমে গেছে। অন্যদিকে বাড়িভাড়া, চিকিৎসা ব্যয়, শিক্ষা ও যোগাযোগ খাতে দরিদ্র মানুষের ব্যয় বেড়েছে। বাড়তি এসব ব্যয় মেটাতে মানুষদের ধার করতে হয়েছে। মানুষ সবচেয়ে বেশী ধার করেছে দোকানিদের কাছ থেকে। দৈনন্দিন জীবন পরিচালনার জন্যই সবচেয়ে বেশী ঋণ নেওয়া হয়েছে।

কুরআন হিফযে ৪ সন্তানের জননীর অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন

কক্সবাজারের হাফেযা আযীযা আল-হুসনা। সংসার জীবনে ১ পুত্র ৩ কন্যা সন্তানের জননী। সন্তানদের লালন-পালন, পড়াশোনা থেকে সংসারের সব কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন ঠিক মতো। এই সাথে সামাজিকতা তো আছেই। আদর্শ মা হিসাবেও পরিবারজুড়ে তার সুনাম। এসব কিছুর মাঝেও মাত্র ১ বছরে পবিত্র কুরআন হিফয সম্পন্ন করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তিনি। সংসারিক নানা ব্যস্ততার ফাঁকে তার এ অসামান্য কৃতিত্বের পিছনে সারাক্ষণ যিনি অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন, তিনি হ'লেন তার গর্বিত স্বামী দারুল আরক্বাম মহিলা মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক হাফেয মাওলানা ইউনুস ফরাযী।

এ উপলক্ষে গত ৮ই নভেম্বর আয়োজন করা হয় হিফয সমাপনী ও হিজাব প্রদান অনুষ্ঠান। সেখানে আযীযা আল-হুসনাকে বিশেষ সম্মাননা ও সনদ প্রদান করা হয়। স্বামী মাওলানা ইউনুস ফরাযীকে স্ত্রীর পক্ষ থেকে ল্যাপটপ উপহার প্রদান করা হয়। এছাড়া স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মাতাদ্বয়কেও সম্মাননা দেওয়া হয়।

ব্যথামুক্ত স্বাভাবিক ডেলিভারী চলছে ঢাকার আদ-দ্বীন হাসপাতালে

মাত্র সাড়ে পাঁচ হাযার টাকায় ব্যথামুক্ত স্বাভাবিক ডেলিভারী করা হচ্ছে ঢাকার আদ-দ্বীন হাসপাতালে। অনেক প্রসূতি আছেন যারা 'প্রসবকালীন পেইন' সহ্য করতে ভয় পান। নরমাল ডেলিভারীর সম্ভাবনা থাকলেও তারা সিজারিয়ানের জন্য পীড়াপীড়ি করেন। তাদের জন্যই এই ব্যবস্থাপনা। এতে প্রসব বেদনার সময় ব্যথানাশক একটি ইঞ্জেকশন দেয়া হয়। এরপর গর্ভস্থ সন্তান ও মাকে ক্লোজ মনিটরিং করা হয়। জটিলতা না হ'লে অপারেশন ছাড়াই সন্তান ডেলিভারী হয়।

এ বিষয়ে আদ-দ্বীন ফাউণ্ডেশন পরিচালিত হাসপাতালসমূহের পরিচালক ডা. নাহিদ ইয়াসমীন বলেন, 'ভবিষ্যত বংশধরদের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন হিসাবে গড়তে সিজারিয়ান অপারেশনের চেয়ে নরমাল ডেলিভারীর ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিচ্ছে হাসপাতালটি। তিনি আরো বলেন, ব্যথামুক্ত নরমাল ডেলিভারীর জন্য গর্ভধারণের পর থেকে আমাদের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখা যরূরী। আমাদের চিকিৎসকরা নিয়মিত চেকআপ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং গর্ভের বাচ্চার অবস্থান লক্ষ্য করবেন। যদি সব কিছু স্বাভাবিক থাকে তাহ'লে ব্যথামুক্ত নরমাল ডেলিভারী সম্ভব।

রাজধানী ঢাকার প্রাণকেন্দ্র মগবাজারে হাসপাতালটির অবস্থান। হাসপাতালের সাথেই রয়েছে আদ-দ্বীন মহিলা মেডিকেল কলেজ। ৫০০ শয্যার এই হাসপাতালটিতে মহিলা, পুরুষ ও শিশু সবার সব ধরনের চিকিৎসা সেবা দেয়া হয়। তবে মহিলা রোগীর সংখ্যা এখানে সব সময়ই বেশী। প্রসূতি মায়েদের এখানে বিশেষ যত্ন ও নিবিড় সেবাদানের কারণে অনেকের কাছে হাসপাতালটি বিশেষ আকর্ষণের জায়গা হয়ে উঠেছে। দক্ষ চিকিৎসক, ধাত্রী ও নার্সদের সার্বক্ষণিক সেবা এবং স্বল্পমূল্যে চিকিৎসা সেবার কারণে হাসপাতালটিতে দিন দিন রোগীর ভিড় বাড়ছে।

নার্সিং পেশায় দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হাসপাতালের সিনিয়র মেট্রোন আফরোযা বানু বলেন, প্রতি মাসে এখানে ৪৫০ থেকে ৫০০ প্রসূতির নরমাল ডেলিভারী সম্পন্ন হয়। প্রতি বছর এই হাসপাতালে যত সংখ্যক গর্ভবতী মা ভর্তি হন তার মধ্যে ৮০% নরমাল ডেলিভারী হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় মাদ্রাসার ছাত্রদের কৃতিত্ব

২০২০-২০২১ শিক্ষাবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় অসামান্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে মাদ্রাসার ছাত্ররা। এর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদভুক্ত 'খ' ইউনিটে ১ম স্থান অধিকার করেছে মুহাম্মাদ যাকারিয়া নামে এক শিক্ষার্থী। অপর শিক্ষার্থী ১ম জনেরই ঘনিষ্ঠ বন্ধু রাফিদ হাসান ছাফওয়ান ২০টি সাধারণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষায় 'বি' ইউনিটে ১ম স্থান অধিকার করে। এছাড়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মতত্ত্ব ও ইসলামী শিক্ষা অনুষদভুক্ত 'ডি' ইউনিটের অধীন আয়োজিত ভর্তি পরীক্ষায় ১ম স্থান অধিকার করেছে আহবাবুর রহমান বায়েজীদ নামে আরেক মাদ্রাসার ছাত্র। এতে ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীদ্বয়ও মাদ্রাসার ছাত্র। তারা সকলেই রাজধানী ঢাকার ডেমরা এলাকার দারুন্নাজাত ছিদ্দীকিয়া কামিল মাদ্রাসার শিক্ষার্থী ছিল।

প্রতিষ্ঠানটি থেকে শিক্ষার্থীদের সাফল্যের কারণ সম্পর্কে মাদ্রাসাটির প্রিন্সিপাল আ.খ.ম. আবুবকর ছিদ্দীক বলেন 'আল্লাহ্র মেহেরবানী, মানুষের দো'আ, ছাত্রদের চেষ্টাতেই সম্ভব হয়েছে। আমরা যেন এই ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারি সেজন্য দো'আ করবেন'।

ঢাবির ১ম স্থান অধিকারকারী যাকারিয়া বলেন, আমার সব অর্জনের পেছনে রয়েছে মায়ের অবদান। মায়ের কারণেই মূলত আমি এত দূর আসতে পেরেছি। মাদ্রাসায় শিক্ষকতার দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি মা আমার দিকে সব সময় সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। তিনি বলেন, জীবনের স্বাভাবিক গতিপ্রবাহ ঠিক রেখে সবার পড়াশুনা করা উচিত। অনেকে কারো সাথে তেমন কথা বলে না। সবকিছু বাদ দিয়ে কেবল পড়াশুনা করে। যেটা ঠিক নয়। এছাড়া বেশী বেশী দো'আ করা এবং ছালাতে অভ্যস্ত হওয়া উচিৎ।

বিদেশ

চীনে সন্তান হ'লেই বেতনসহ এক বছর ছুটি

চীনে সন্তান গ্রহণে নানানভাবে উৎসাহিত করছে সরকার। এর অংশ হিসাবে দেশটির উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় শানজি প্রদেশের কর্তৃপক্ষ নতুন নিয়ম করেছে। নিয়ম অনুযায়ী প্রদেশটিতে কোন নারী কর্মী সন্তান নিলে পূর্ণ বেতনে এক বছরের মাতৃত্বকালীন ছুটি পাবেন। একই সঙ্গে তৃতীয় সন্তান জন্ম নিলে পুরুষ কর্মীদের পিতৃত্বকালীন ছুটি বাড়িয়ে ৩০ দিন করতে চায় সরকার। বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশ চীনে বয়স্ক মানুষের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় ২০১৬ সালে দীর্ঘ সময়ের এক সন্তান নীতি থেকে সরে এসে দুই সন্তান নীতি গ্রহণ করে দেশটির সরকার। কিন্তু তারপরও জন্মহার কমে যাওয়ায় চলতি বছরের মে মাসে চীন সরকার তিন সন্তান নেওয়ার বিষয়টি অনুমোদন করে।

[৩০ কোটি ভ্রূণ হত্যাকারী চীন সরকার এখন হুঁশ ফিরে পেয়েছে। একেই বলে 'ঠেলার নাম বাবাজী'। আল্লাহ্র দেওয়া প্রাকৃতিক বিধান না মানলে সবাইকে এরূপ গযবের শিকার হ'তে হবে। অতএব সাবধান! (স.স.)]

মুসলিম জাহান

সঊদী আরবে মিলল ২ হাযার বছর আগের পাথর খোদাই করে তৈরিকৃত শহর

সঊদী আরবে দীর্ঘ-বিস্মৃত বসতির ধ্বংসাবশেষ পেলেন প্রত্নতাত্ত্বিকরা। উত্তর-পশ্চিম সঊদী আরবের আল-উলার শুষ্ক মরুভূমি এবং পর্বতমালার মাঝে দাদান এবং লিহিয়ানের প্রাচীন এই ধ্বংসাবশেষের খোঁজ মিলেছে। এলাকাটি মূলতঃ মাদায়েন ছালেহ-এর জন্য পরিচিত। আজ থেকে প্রায় ২ হাযার বছর আগে, প্রাক-ইসলামী আরবের 'নাবাতিয়ান'রা পাথরে খোদাই করে এই শহর তৈরি করেছিল। প্রতিবেশী দেশ জর্ডানেও 'পেট্রা' নামের একটি শহর তৈরি করেছিল তারা। ফরাসী এবং সঊদী প্রত্নতাত্ত্বিকদের একটি দল এই পুরনো বসতিটি খনন করে পান। তারা এখন দাদানাইট এবং লিহিয়ানাইট সভ্যতার সঙ্গে সম্পর্কিত ৫টি কাছাকাছি স্থান খননে মনোনিবেশ করছেন। প্রতিটিই অন্তত ২ হাযার বছর পুরনো।

উল্লেখ্য, ওল্ড টেস্টামেন্টে দাদান সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। লিহিয়ান বসতিটি তার সমসাময়িকদের মধ্যে অন্যতম বৃহৎ ছিল। দক্ষিণে মদীনা থেকে উত্তরে আধুনিক জর্ডানের আকাবা পর্যন্ত এটি বিস্তৃত ছিল। ১০০ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দ পর্যন্ত প্রায় ৯০০ বছর ধরে এর অস্তিত্ব ছিল। সেই সময়ের গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য রুটগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করত এসব বসতি। কিন্তু ইতিহাসে এদের বিষয়ে খুবই কম জানা যায়। তাই এসব খননের মধ্য দিয়ে এই বসতিগুলির আচার-অনুষ্ঠান, সামাজিক জীবন এবং অর্থনীতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়ার চেষ্টা করছেন প্রত্নতাত্ত্বিকরা।

আযান দিতে দিতেই মারা গেলেন যে মুওয়াযযিন

ফজরের ছালাতের আযানরত অবস্থায় হাসানি নামের মিসরীয় এক মুওয়াযযিন মৃত্যুবরণ করেছেন। *ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিঊন*। তার এমন সুন্দর মৃত্যু মানুষের মধ্যে ইতিবাচক আলোচনার সৃষ্টি করেছে। অনেকেই তার জন্যে দো'আ করার পাশাপাশি নিজেদেরও যেন এরকম উত্তম মৃত্যু হয় আল্লাহ্‌র কাছে সেই প্রার্থনা করছেন। মিসরের আল-মানুফিয়া যেলার আল-বাজাউর এলাকার এক মসজিদে স্থানীয় সময় শুক্রবার ঘটনাটি ঘটে। আযানের 'হাইয়া আলাছ ছালাহ' (ছালাতের জন্য এসো) অংশটুকু বলা শেষ হওয়ার পর মুওয়াযযিন হাসানির মৃত্যু হয়। স্থানীয়রা জানান, তিনি অত্যন্ত ভালো এবং সদাচারী মানুষ ছিলেন। তার পুত্র মাহমূদ হাসানি জানায়, কয়েক বছর যাবৎ তার পিতা মহল্লার মসজিদে স্বেচ্ছায় এবং বিনা পারিশ্রমিকে আযান দিতেন। এছাড়া তিনি সবাইকে জামা'আতে ছালাতের প্রতি সর্বদা উৎসাহিত করতেন।

[আমরা তার রূহের মাগফিরাত কামনা করি (স.স.)]

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

বিশ্বের প্রথম স্বয়ংক্রিয় ট্রেন চালু করল জার্মানী

বিশ্বে সর্বপ্রথম স্বয়ংক্রিয় ট্রেন উদ্বোধন করেছে জার্মানী। চালক না থাকায় ট্রেনটি আরো সময়ানুবর্তী হবে এবং সাধারণ ট্রেনগুলোর চেয়ে আরও জ্বালানীসাশ্রয়ী হবে। চারটি ট্রেন আগামী ডিসেম্বর থেকে যাত্রীবহন শুরু করবে। বর্তমান অবকাঠামোতেই জার্মানীর উত্তরাঞ্চলের শহরগুলোতে ট্রেনগুলো চলবে। ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস ও বিভিন্ন বিমানবন্দরে স্বয়ংক্রিয় ট্রেন থাকলেও সেগুলো বিশেষ একটি অবকাঠামোতে পরিচালিত হয়। তবে জার্মানীর ট্রেনটি সাধারণ অবকাঠামো দিয়ে চলতে পারবে। হামবুর্গের রেলব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্পের অংশ হিসাবে ৭০ মিলিয়ন ডলার খরচ করে এই ট্রেনগুলো নামানো হয়েছে। এক বিবৃতিতে দেশটির রেল পরিচালনা সংস্থা ডয়চে বাহন (Deutsche Bahn)-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, ট্রেনটি আধুনিক প্রযুক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। একজন চালক উপস্থিত থাকবেন পুরো যাত্রা দেখভাল করার জন্য।

দারুস সুন্নাহ বুক শপ

স্বত্বাধিকারী : মুহাম্মদ রেযাউল করীম

এখানে তাফসীর ও হাদীছ সহ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে লিখিত সকল প্রকার ইসলামী বই-পুস্তক পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করা হয়। এছাড়া দেশী-বিদেশী আতর, টুপি, মুছাল্লা (জায়নামায), খেজুর, মিসওয়াক এবং মহিলাদের হাত মোযা, পা মোযা ও হিজাবসহ অন্যান্য পণ্য-সামগ্রী পাওয়া যায়।

Darussunnahlibraryrangpur
rejaul09islam@gmail.com
০১৭৪০-৪৯০১৯৯, ০১৮৪০-৮১১৩৪৪

বি:দ্র: কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে যত্ন সহকারে বই ও অন্যান্য পণ্য-সামগ্রী পাঠানো হয়।

আল-মানার ভবন (নীচতলা), সেন্ট্রাল রোড কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদ সংলগ্ন, রংপুর

দারুল হাদীছ একাডেমী

(ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণের জন্য শিক্ষা)

বাংলাবাজার, ইব্রাহীম ব্রীজ, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ। মোবাইল : ০১৮১৮-৫৯৭০০৯, ০১৭১৭-৮৩৩৬৫২, ০১৬২৩-৮৬৪২৮৮

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

শিশু শ্রেণী থেকে ৮ম শ্রেণী
এছাড়া মক্তব ও হিফয বিভাগে ভর্তির ব্যবস্থা রয়েছে

বালক ও বালিকা শাখা (আবাসিক / অনাবাসিক)

ভর্তি কার্যক্রম শুরু : ১লা ডিসেম্বর'২১
ক্লাস শুরু : ৩রা জানুয়ারী'২২

আমাদের সেবাসমূহ

১. সমগ্র ক্যাম্পাস সি.সি. ক্যামেরা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।
২. পাঠ পরিকল্পনার মাধ্যমে পাঠদানের ব্যবস্থা।
৩. মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়ন।
৪. বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, স্কুল বোর্ড, ইংলিশ মিডিয়াম ও মদীনা ইউনিভার্সিটিসহ বিভিন্ন সিলেবাসের সমন্বয়ে একটি যুগোপযোগী সিলেবাস প্রণয়ন।
৫. বছরে তিনটি সেমিস্টারসহ ক্লাস টেস্ট, মাসিক টেস্ট এবং মডেল টেস্টের ব্যবস্থা।
৬. ছাত্রদের জ্ঞান বিকশিত করার জন্য আধুনিক পাঠাগারের ব্যবস্থা।
৭. প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য খাট ও পৃথক চেয়ার-টেবিলসহ আকর্ষণীয় থাকার রুম।
৮. আবাসিক ছাত্রদের শিক্ষকের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক তদারকি করা হয়।
৯. সাপ্তাহিক আঞ্জুমানের মাধ্যমে কুরআন তেলাওয়াত, ইসলামী সংগীত, হাদীছ পাঠ ও বিভিন্ন বিষয়ে (বাংলা, ইংরেজী, আরবী) বক্তব্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

দেশব্যাপী যেলা কমিটি সমূহ পুনর্গঠন

২৮. মাগুরা ২রা অক্টোবর শনিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার সদর থানাধীন ঘোড়ানাছ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' মাগুরা যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ওয়াহীদুয্যামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত পরামর্শ সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। সভা শেষে মুহাম্মাদ ওয়াহীদুয্যামানকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ মাহমূদুল হাসানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

২৯. পাংশা, রাজবাড়ী ২রা অক্টোবর শনিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার পাংশা থানাধীন মৈশালা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে রাজবাড়ী যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মকবূল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত পরামর্শ সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য মুহাম্মাদ তরীকুয্যামান। সভা শেষে মাওলানা মকবূল হোসাইনকে সভাপতি ও ইউসুফ আলী খানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৩০. নীলফামারী-পূর্ব ৩রা অক্টোবর রবিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার জলঢাকা থানাধীন কৈমারী বাযার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে নীলফামারী-পূর্ব যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক বেলাল হোসাইন। সভা শেষে মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলামকে সভাপতি ও ডা. মুতীউর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৩১. বোদা, পঞ্চগড় ৪ঠা অক্টোবর সোমবার : অদ্য বাদ আছর যেলার বোদা থানাধীন ফুলতলা হাট কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে পঞ্চগড় যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ যয়নুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন এবং 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক বেলাল হোসাইন। সভা শেষে মুহাম্মাদ যয়নুল ইসলামকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ ছাদেকুল বারেককে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৩২. হরিপুর, ঠাকুরগাঁও ৫ই অক্টোবর মঙ্গলবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার হরিপুর থানাধীন বনগাঁও ইসলামিক একাডেমীতে ঠাকুরগাঁও যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ যিয়াউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন এবং 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক বেলাল হোসাইন। সভা শেষে মুহাম্মাদ যিয়াউর রহমানকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ আব্দুল খালেককে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৩৩. দিনাজপুর-পশ্চিম ৫ই অক্টোবর মঙ্গলবার : অদ্য সকাল ৯-টায় যেলার সদর থানাধীন লালবাগ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী মাদ্রাসার হলরুমে দিনাজপুর-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুফীযুদ্দীন আহমাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। সভা শেষে মুহাম্মাদ মুফীযুদ্দীন আহমাদকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ মুমিনুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৩৪. দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ৬ই অক্টোবর বুধবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার দামুড়হুদা থানাধীন জয়রামপুর দারুস সুন্নাহ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে চুয়াডাঙ্গা যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সহকারী সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার, শূরা সদস্য মুহাম্মাদ তরীকুয্যামান ও আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির। সভা শেষে মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমানকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ ইয়াকূব আলীকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৩৫. বাঁকাল, সাতক্ষীরা ৬ই অক্টোবর বুধবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলা শহরের উপকণ্ঠে বাঁকাল ব্রীজ সংলগ্ন দারুলহাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ মাদ্রাসা মসজিদে সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। সভা শেষে মাওলানা আব্দুল মান্নানকে সভাপতি ও মাওলানা আলতাফ হোসাইনকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৩৬. টাঙ্গাইল ১১ই অক্টোবর সোমবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার সদর থানাধীন ভবানীপুর পাতুলীপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' টাঙ্গাইল যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াজেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ড. মুখতারুল ইসলাম ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আবু তাহের প্রমুখ। সভায় মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াজেদকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আল-মামূনকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৩৭. জামালপুর-দক্ষিণ ১২ই অক্টোবর মঙ্গলবার : অদ্য সকাল ৯-টায় যেলার সরিষাবাড়ী থানাধীন সেঙ্গুয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জামালপুর-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক বযলুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ড. মুখতারুল ইসলাম ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আবু তাহের প্রমুখ। সভায় অধ্যাপক বযলুর রহমানকে সভাপতি ও ক্বামারুয্যামান বিন আব্দুল বারীকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৩৮. জামালপুর-উত্তর ১২ই অক্টোবর মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর যেলার মেলান্দহ থানাধীন চারাইলদার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জামালপুর-উত্তর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মাসঊদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ড. মুখতারুল ইসলাম ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আবু তাহের প্রমুখ। সভা শেষে মাওলানা মাসঊদুর রহমানকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ ক্বামারুয্যামানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৩৯. বংশাল, ঢাকা-দক্ষিণ ১২ই অক্টোবর মঙ্গলবার : অদ্য বাদ মাগরিব বংশালস্থ কার্যালয়ে ঢাকা-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আহসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত পরামর্শ সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, শূরা সদস্য কাযী হারূণুর রশীদ, 'যুবসংঘ'-এর তথ্য ও যোগাযোগ বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন প্রমুখ। 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ মুসলিমুদ্দীন ও 'আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির ও সভায় আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আহসানকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ আযীমুদ্দীনকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৪০. শেরপুর ১৩ই অক্টোবর বুধবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার সদর থানাধীন দমদমা জামে মসজিদে শেরপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. মুহাম্মাদ এনামুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ড. মুখতারুল ইসলাম ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আবু তাহের প্রমুখ। সভায় ডা. মুহাম্মাদ এনামুল হককে সভাপতি ও মুহাম্মাদ হাসানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৪১. ময়মনসিংহ-উত্তর ১৩ই অক্টোবর বুধবার : অদ্য বাদ আছর যেলার ধোবাউড়া থানাধীন মেকিয়ার কান্দা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ময়মনসিংহ-উত্তর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ইবরাহীম খলীলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ড. মুখতারুল ইসলাম ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আবু তাহের প্রমুখ। সভায় মাওলানা ইবরাহীম খলীলকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ এরশাদুদ্দীনকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৪২. নেত্রকোনা ১৪ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ৯-টায় যেলার সদর থানাধীন মদনপুর মুহাম্মাদিয়া জামে মসজিদে নেত্রকোনা যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর আহ্বায়ক মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। সভায় মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলামকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ সারোয়ার হোসাইনকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি গঠন করা হয়।

৪৩. কিশোরগঞ্জ ১৪ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার সদর থানাধীন মাহিনন্দ মাদ্রাসা সংলগ্ন জামে মসজিদে কিশোরগঞ্জ যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক এস. এম নূরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। সভায় অধ্যাপক এস. এম নূরুল ইসলামকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ নযরুল হককে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৪৪. কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ১৪ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার কসবা থানাধীন আল-ইহসান জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। কুমিল্লা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। সভায় আতাউল্লাহ বিন জামশেদকে আহ্বায়ক ও আল-আমীন হাসানকে যুগ্ম-আহ্বায়ক করে ৭ সদস্য বিশিষ্ট যেলা আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

৪৫. চাঁদপুর ১৫ই অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার সদর থানাধীন বাখরপুর উত্তরপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আন্দোলন'-এর চাঁদপুর যেলা কমিটি গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। কুমিল্লা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। সভায় আতাউল্লাহ শরীফকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ হেমায়েত হোসাইনকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি গঠন করা হয়।

যুবসংঘ

কমিটি গঠন

দিনাজপুর ৫ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার : অদ্য বিকাল ৪-টায় যেলা সদরে অবস্থিত হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র শাখা গঠন উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের এম ওয়াজেদ ভবন (৩য় তলা)-এর ডীন অফিস সংলগ্ন মসজিদে এক কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। দিনাজপুর - পশ্চিম যেলার সহ-সভাপতি আরাফাত ইসলাম সেলিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিজনেস স্টাডিজ বিভাগের ডীন মোহাম্মদ কুতুবউদ্দীন। কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুন নূর। উক্ত অনুষ্ঠানে আব্দুল্লাহ আল-কাননকে আহ্বায়ক ও আব্দুর রহমান সবুজকে যুগ্ম-আহ্বায়ক করে ৮ সদস্য বিশিষ্ট একটি শাখা আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

সুধী সমাবেশ

বাঁকাল, সাতক্ষীরা ২১শে অক্টোবর বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সাতক্ষীরা সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে বাঁকাল ইসলামিক সেন্টারে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি নাজমুল আহসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুজাহিদুর রহমান ও সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম প্রমুখ।

কেন্দ্রীয় সভাপতির সিলেট সফর

কুমারপাড়া, সিলেট ২২শে অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য বেলা সাড়ে ১২-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব সিলেট শহরের কুমারপাড়াস্থ আত-তাকওয়া মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টারে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন এবং জুম'আ পরবর্তী প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। বাদ মাগরিব একই মসজিদে আয়োজিত 'ইয়ুথ কনফারেন্স ২০২১'-এ 'ইসলামী সমাজ বিনির্মাণে যুব সমাজের করণীয়' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন এবং প্রশ্নোত্তর সেশনে শ্রোতাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। অত্র মসজিদের সভাপতি আব্দুছ ছবূর চৌধুরীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে আরো উপস্থিত ছিলেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও বিশিষ্ট দাঈ ড. ইমাম হোসাইন ও মুকাররম বিন মুহসিন মাদানী।

বাঁশবাড়ী, কানাইঘাট, সিলেট ২৩শে অক্টোবর শনিবার : অদ্য সকাল ১১-টায় সিলেট যেলার কানাইঘাট উপযেলার বাঁশবাড়ী তাহেরিয়া সালাফিয়া দাখিল মাদ্রাসা (প্রতিষ্ঠাকাল ১৭৯০ খৃ.) মিলনায়তনে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সিলেট যেলার উদ্যোগে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মাদ্রাসার প্রিন্সিপ্যাল মাওলানা মুছলেহুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। মেহমান হিসাবে বক্তব্য রাখেন 'যুবসংঘে'র প্রতিষ্ঠাকালীন যুগ্ম-আহ্বায়ক ও উক্ত মাদ্রাসা কমিটির সভাপতি মাওলানা শামসুদ্দীন সিলেটী (৭৬) এবং শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি রেজিস্ট্রার কালাম আহমাদ চৌধুরী প্রমুখ। এসময় উপস্থিত ছিলেন সিলেট যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুর রাযযাক, সহ-সভাপতি গোলাম আযম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক শরীফুল ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য আব্দুল্লাহ আল-মুছাদ্দিক।

অনুষ্ঠান শেষে মাওলানা শামসুদ্দীন সিলেটীর আমন্ত্রণে তাঁর বাসভবনে কেন্দ্রীয় সভাপতি সফরসঙ্গীদের নিয়ে যান ও আতিথেয়তা গ্রহণ করেন। অতঃপর বাঁশবাড়ী বড় মসজিদ সংলগ্ন মাওলানা তাহের সিলেটী ও তাঁর নাতি ড. মুযযাম্মিল আলীর কবর যিয়ারত করেন। উল্লেখ্য, কানাইঘাটের এই অঞ্চলটি মূলতঃ মাওলানা তাহের সিলেটী (মৃ. ১৯৪৩ খৃ.)-এর দাওয়াতী তৎপরতার কারণেই দ্বীনে হক কায়েম হয় এবং বাঁশবাড়ীসহ পার্শ্ববর্তী ফাগু, গাছবাড়ী, গোয়ালজুর প্রভৃতি গ্রামের অধিকাংশ মানুষই আহলেহাদীছ হয়ে যায়। বর্তমানে এই অঞ্চলে ৯টি মসজিদ রয়েছে। সিলেটে আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রচার ও প্রসারে তিনি মূল ভূমিকা পালনকারী হিসাবে পরিগণিত হন। মাওলানা তাহের সিলেটী ছিলেন বিখ্যাত আহলেহাদীছ মনীষী মিয়াঁ নাযীর হোসাইন মুহাদ্দিছ দেহলভীর ছাত্র। দিল্লীতে পড়াশোনার জন্য গিয়ে তিনি মিয়াঁ নাযীর হোসাইনের মাদ্রাসার সন্ধান পান এবং সেখানেই পড়াশোনা করার পর আহলেহাদীছ আক্বীদা ও মানহাজের অনুসারী হন। অতঃপর দেশে ফিরে তিনি নিজ গ্রাম কানাইঘাটের বাঁশবাড়ীতে স্থানীয় জনগণের সহযোগিতায় একটি মসজিদ নির্মাণ করে দাওয়াতী কাজ শুরু করেন। নানা প্রকার বাধার মধ্যেও তাঁর ইলমী অবস্থানের কথা প্রচারিত হ'লে দূর-দূরান্ত থেকে ছাত্ররা তাঁর কাছে আসতে থাকে। এসব ছাত্রদের মাধ্যমেই মূলতঃ সিলেটে আহলেহাদীছ আন্দোলনের দাওয়াত প্রসারিত হয়।

অতঃপর কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সফরসঙ্গীরা কানাইঘাট উপযেলার গোয়ালজুর গ্রামে অবস্থিত দারুল হাদীছ সালাফিয়া মাদ্রাসা (প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৭৮ খৃ.) পরিদর্শনে যান। এসময় তাদেরকে স্বাগত জানান উক্ত মাদ্রাসার সুপার 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ হারূণ-এর পিতা মাওলানা আহমাদ হোসাইন, তদীয় ভ্রাতা মাদ্রাসা কমিটির সভাপতি জনাব আব্দুল মতীন ও আহমাদ হোসাইনের ছেলে মাওলানা মুহাম্মাদ ছালেহ সহ মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটির সদস্যবৃন্দ ও শিক্ষকমণ্ডলী। এ সময় তাঁদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব।

অতঃপর বাদ মাগরিব গোয়াইনঘাট উপযেলার জাফলং-এ অবস্থিত আহলেহাদীছ গ্রাম কাফাউরার ভিত্রিখেল হাওর মধ্যপাড়া জামে মসজিদে সিলেট যেলা 'যুবসংঘ' কর্তৃক আয়োজিত সুধী সমাবেশ ও প্রশিক্ষণ কর্মশালায় তিনি প্রধান অতিথি হিসাবে যোগদান করেন। সিলেট যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ফায়যুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে আরো বক্তব্য রাখেন কালাম আহমাদ চৌধুরী ও যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কবীর প্রমুখ। উক্ত অনুষ্ঠানে গোয়াইনঘাট, কানাইঘাট ও জৈন্তাপুর প্রভৃতি উপযেলা থেকে বিপুল সংখ্যক কর্মী ও সুধী অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠান শেষে কেন্দ্রীয় সভাপতি দায়িত্বশীলদের সাথে মতবিনিময় করেন এবং সংক্ষিপ্ত দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। ইতিপূর্বে বাদ আছর কেন্দ্রীয় সভাপতি ও তার সফরসঙ্গীরা জৈন্তাপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ এবং কাফাউরা দারুস সুন্নাহ (অলিভ ট্রি) সালাফিয়া দাখিল মাদ্রাসাসহ স্থানীয় কিছু মসজিদের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

একই দিন বাদ এশা কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সফরসঙ্গীরা সিলেট যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা জনাব শফীকুর রহমান মাষ্টারের আমন্ত্রণে জৈন্তাপুর উপযেলার সেনগ্রামে গমন করেন। সেখানে কেন্দ্রীয় সভাপতি স্থানীয় হাজারী সেনগ্রাম মাঝপাড়া জামে মসজিদে উপস্থিত গ্রামবাসীদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে ১৯৯৮ সালের

ডিসেম্বরে তাঁর প্রথম সেনগ্রাম সফরের স্মৃতিচারণ করেন এবং আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের** পক্ষ থেকে তাদের প্রতি সালাম ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন।

কেন্দ্রীয় শিক্ষাসফর ২০২১ ॥ বান্দরবান

থানচি, বান্দরবান ২৮ ও ২৯শে অক্টোবর বৃহস্পতি ও শুক্রবার : উক্ত তারিখে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে ৩য় বার্ষিক কেন্দ্রীয় শিক্ষা সফর অনুষ্ঠিত হয়। দু'দিনব্যাপী উক্ত শিক্ষা সফরে অংশগ্রহণ করেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম, প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ আজমাল ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুহাম্মাদ মুজাহিদুর রহমান, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহীর শিক্ষক শরীফুল ইসলাম মাদানী, আল-'আওনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব ও সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির সহ দেশের ২১টি যেলা থেকে মোট ৭৭জন কর্মী ও সুধী। শিক্ষা সফরের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন চট্টগ্রাম যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি হাফেয শেখ সাদী, সাধারণ সম্পাদক আরজু হোসাইন ছাব্বির, 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি জসীমুদ্দীন, কক্সবাজার যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুজীবুর রহমান ও প্রচার সম্পাদক আরমান হোসাইন প্রমুখ। অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বান্দরবান যেলার দু'জন নতুন আহলেহাদীছ ভাই ইফতিদার মাশফী ও মাহমূদুল হাসান রায়হান, লোহাগড়ার আব্দুল মান্নান ও কক্সবাজার সোনাপাড়ার মাহবূব আলম।

২৮শে অক্টোবর ভোরে সফরকারীরা বান্দরবান শহরে পৌঁছান। এসময় তাদেরকে স্বাগত জানান ওয়াহিদ খান শিকদার (খোকন), ইয়াসীন আরাফাত, ইফতিদার মাশফী ও আব্দুল্লাহ আল-নোমান প্রমুখ স্থানীয় আহলেহাদীছ ভাইগণ। অতঃপর সকাল ৮-টায় ৬টি চাঁদের গাড়ী রিজার্ভ নিয়ে সফরকারী দলটি বান্দরবান শহর থেকে থানচির উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে। এসময় কেন্দ্রীয় সভাপতি সফরকারীদের সামনে ভ্রমণের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন এবং এবারের সফর থেকে তিনটি বিষয় তথা ধৈর্য, আনুগত্য ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রশিক্ষণ গ্রহণের প্রতি আহ্বান জানান। বিশেষতঃ সফরকারীরা যেন কোন অবস্থাতেই ব্যবহৃত ময়লা-আবর্জনা যত্রতত্র নিক্ষেপ না করে সে ব্যাপারে যোর তাকীদ দেন। পাহাড়ী পথে ৩ ঘন্টা সফরের পর বেলা সাড়ে ১২-টা নাগাদ দলটি থানচি উপযেলা শহরে পৌঁছে। সেখান থেকে তারা ১৬টি ইঞ্জিন চালিত বিশেষ নৌকায় যাত্রা শুরু করে। অতঃপর খরস্রোতা সাংগু নদী ধরে প্রায় ৩ ঘন্টা চলার পর রেমাক্রি পৌঁছে। দু'পাশে সুউচ্চ পাহাড় মধ্যখানে স্রোতের বিপরীতে উঁচু-নীচু খাদবিশিষ্ট নৌপথের রোমাঞ্চকর ভ্রমণ সফরকারীদের বিমোহিত করে তোলে। অতঃপর রেমাক্রি থেকে বাদ মাগরিব অন্ধকার নদীপথে এবং পাহাড়ী জঙ্গলের মধ্য দিয়ে আরো প্রায় দু'ঘন্টা চলার পর নাফাখুম ঝর্ণা সংলগ্ন ৩টি পাহাড়ী মাচাং ঘরে অবস্থান নেয়।

রাতের খাবারের পূর্বে দীর্ঘক্ষণ সাংগঠনিক আলোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে মৌলভীবাজারের নওমুসলিম ভাই আব্দুল্লাহ, বান্দরবানের ইফতিদার মাশফীসহ বিভিন্ন যেলার দায়িত্বশীল ও সুধীবৃন্দ তাদের জীবনের কাহিনী শোনান এবং আহলেহাদীছ হওয়ার আবেগময় অনুভূতি ব্যক্ত করেন। অতঃপর 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্য পেশ করেন এবং সাংগঠনিক জীবন যাপনের গুরুত্ব তুলে ধরেন।

পরদিন বাদ ফজর পৃথক ৩টি মাচাং ঘরে দারস প্রদান করেন আবুল কালাম, শরীফুল ইসলাম মাদানী, সোহেল বিন আকবার মাদানী ও আরজু হোসাইন ছাব্বির প্রমুখ। এসময় বক্তব্য শ্রবণ করে একটি ঘরের মালিক জনৈক খৃষ্টধর্মাবলম্বী ত্রিপুরা অত্যন্ত খুশী হন এবং কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আবুল কালামকে এক কাঁদি পাহাড়ী কলা উপহার দেন। তিনি মন্তব্য করেন, এখানে অনেক পর্যটক দল আসে, কিন্তু আপনাদেরকেই প্রথম দেখলাম যারা এখানে এসে গান-বাজনা, হৈ-হুল্লোড়ের বদলে আল্লাহ্র প্রশংসা করছেন। অতঃপর সকালের সূর্যোলোয়ে অনিন্দ্যসুন্দর নাফাখুম ঝর্ণার পাশে দীর্ঘ সময় কাটিয়ে বেলা সাড়ে ৮-টায় দলটি রওনা হয় ফিরতি পথে। এরপর রেমাক্রি ঝর্ণায় যাত্রাবিরতি ও গোসল সেরে থানচির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। থানচি পৌঁছানোর পর বাজারের কেন্দ্রীয় মসজিদে জুম'আর ছালাত আদায় করা হয়। সেখানে ছালাতুর রাসূল, আত-তাহরীক, মীলাদ প্রসঙ্গ প্রভৃতি বই ও লিফলেট বিতরণ করা হয়। স্থানীয় জনগণ অত্যন্ত আগ্রহের সাথে তা গ্রহণ করেন।

অতঃপর থানচি থেকে রওয়ানা হয়ে কাফেলা বলিপাড়া বিজিবি চেকপোস্ট ও নীলগিরির ক্যাফে নীল স্পটে যাত্রাবিরতির পর বাদ মাগরিব বান্দরবান শহরের নীলাচল পর্যটন কেন্দ্রে উপস্থিত হয়। এ সময় কেন্দ্রীয় সভাপতি তাদের উদ্দেশ্যে বিদায়ী নছীহত ও দো'আ করেন। বিশেষ করে বান্দরবান যেলার নতুন আহলেহাদীছ ভাইদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং বান্দরবান যেলায় আগামীতে আহলেহাদীছদের একটি মারকায প্রতিষ্ঠার জন্য দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেন। অতঃপর সফরকারীগণ বান্দরবান থেকে স্ব স্ব গন্তব্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। ফালিল্লাহিল হামদ।

সোনামণি

সোনামণি কেন্দ্রীয় সম্মেলন ২০২১

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১২ই নভেম্বর শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯-টায় রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়াস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর পূর্ব পার্শ্বস্থ ময়দানে 'সোনামণি কেন্দ্রীয় সম্মেলন ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান ২০২১' অনুষ্ঠিত হয়। 'সোনামণি' সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' -এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে স্বাগত ভাষণ দেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম।

উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ৭টি দেশের বিশ্বখ্যাত ১১টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৭ বছরের অধ্যাপনাসহ মোট ৩২ বছর জ্ঞান সাধনার বিরল অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ প্রফেসর ড. শহীদ নকীব ভূঁইয়া (ঢাকা)। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, কুরআন-হাদীছের ভিত্তিতে একটি সুন্দর প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এখানে যারা বিজয় লাভ করবে তারা আনন্দ করবে। কিন্তু অহংকার করবে না। আর যারা বিজয় লাভ করতে পারেনি, তাদের সাময়িক দুঃখ থাকতে পারে, তবে নিরাশ হবে না। উভয়ের কাজ হচ্ছে আরো ভালো করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। তিনি সোনামণিদের বলেন, তোমরা কুরআন-হাদীছের যে জ্ঞান অর্জন করছ, এর মধ্যেই সর্বোত্তম আদর্শ, দর্শন ও দিক-নির্দেশনা রয়েছে। যেগুলি বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়ানো হয় পশ্চিমা দার্শনিকদের নামে। অথচ সেখানে কুরআন-হাদীছের নাম নেওয়া হয় না। তোমরা বড় হয়ে মাদ্রাসা ও স্কুল-কলেজের পাঠ্যসূচীতে এগুলো অন্তর্ভুক্ত করবে। পরিশেষে তিনি সোনামণি সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ও

পরিচালকগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন।

সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সাবেক প্রফেসর ড. মোঃ হারুন-অর রশীদ, 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর চেয়ারম্যান, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ও 'সোনামণি'র পৃষ্ঠপোষক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর ভাইস প্রিন্সিপ্যাল ড. নূরুল ইসলাম, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপ-প্রধান চিকিৎসক ডা. হেলালুদ্দীন ও 'সোনামণি'র প্রথম কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান (খুলনা) প্রমুখ।

অতিথিগণ স্ব স্ব ভাষণে সম্মেলনকে স্বাগত জানান এবং সোনামণি বালক-বালিকাদের রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শে গড়ে তোলার এই সুন্দর প্রচেষ্টার জন্য মাননীয় প্রতিষ্ঠাতার ও পরিচালকদের ধন্যবাদ জানান।

সবশেষে সভাপতির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, সন্তানরা আমাদের কাছে আমানত। সন্তান সম্পর্কে ক্বিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসিত হতে হবে। তিনি সূরা তাহরীমের ৬ আয়াত উল্লেখ করে বলেন, সন্তানকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করাই পিতা-মাতা ও অভিভাবকদের প্রধান দায়িত্ব। এরপর তাদের পরিবারের, সমাজের ও রাষ্ট্রের।

কোমলমতি শিশুরা সঠিক পরিবেশ পেলে আদর্শ রূপে গড়ে উঠবে। তাকে সুন্দর পরিবেশ দিতে হবে। সঠিক ইসলামী শিক্ষা দিতে হবে। ঐ স্কুল-মাদরাসার কোন প্রয়োজন নেই যেখানে নাস্তিক্যবাদ শেখানো হয়। আমাদের ছেলেরা গড়ে উঠবে হক-এর পক্ষে বাতিলের বিরুদ্ধে আপোষহীন একেকটা স্ফুলিঙ্গের মত। তারা সর্বদা মধ্যপন্থী থাকবে। কখনোই চরমপন্থী ও শৈথিল্যবাদী নয়। অলসতা ও বিলাসিতা তাদের স্পর্শ করবে না। তারা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়বে। দেশী বা বিদেশী কোন বাতিল আদর্শের আলোকে নয়।

সবশেষে তিনি সম্মেলনের অতিথিবৃন্দ, 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ', 'সোনামণি' ও আল-'আওনে'র সকল পর্যায়ের দায়িত্বশীল, অভিভাবক ও সোনামণিদের ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন।

সম্মেলনে পরিচালকদের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন সাতক্ষীরা যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, গাইবান্ধা-পশ্চিম যেলা পরিচালক হাফেয ওবায়দুল্লাহ ও বগুড়া যেলার সাবেক পরিচালক মাহবূব হাসান। সম্মেলনে 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ', 'সোনামণি' ও 'আল-'আওন'-এর কেন্দ্রীয় ও যেলা দায়িত্বশীলবৃন্দ এবং ১৩টি যেলার নির্বাচিত সোনামণি প্রতিযোগীরা ছাড়াও অন্যান্য বিপুল সংখ্যক সোনামণি অংশগ্রহণ করে।

সম্মেলনে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ মামূন (বগুড়া) ও জাগরণী পরিবেশন করে নাযীফ মুহসিন (কুমিল্লা)। সম্মেলনে 'সোনামণি' সদস্যরা 'বিবর্তনবাদ ও মাযারপূজা' বিষয়ে পরপর দু'টি মনোজ্ঞ 'সংলাপ' পরিবেশন করে। অতঃপর 'কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২১'-এ বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন সভাপতি ও অতিথিবৃন্দ। সম্মেলনে সঞ্চালক ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম ও আবু রায়হান।

উল্লেখ্য যে, কেন্দ্রীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতায় ১১৪ জন বালক ও ৬৩ জন বালিকা সহ মোট ১৭৭ জন সোনামণি অংশগ্রহণ করে। তন্মধ্যে ১ম, ২য় ও ৩য় ৪৭ জন বিজয়ীকে বিশেষ পুরস্কার ও অন্যদের উৎসাহ পুরস্কার দেওয়া হয়। বালকদের কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতা মারকাযের বালক শাখায় এবং বালিকাদের কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতা মারকাযের বালিকা শাখায় তথা মহিলা মাদ্রাসায় অনুষ্ঠিত হয়। নিম্নে প্রতিযোগিতার বিষয় ও বিজয়ীদের নাম সমূহ উল্লেখ করা হ'ল।-

গ্রুপ-ক

১. অর্থসহ হিফযুল কুরআন ও অর্থসহ হিফযুল হাদীছ (সূরা ফাতিহা ও ইখলাছ এবং ১০টি হাদীছ)।

বালক : ১ম : কামরুল হাসান (রাজশাহী), **২য় :** আরাফাত (বগুড়া), **৩য় :** ইমরান আলী (চাঁপাই নবাবগঞ্জ)।

বালিকা : ১ম : তামান্না খাতুন (সাতক্ষীরা), **২য় :** উম্মে হাবীবা (কুষ্টিয়া), **৩য় :** ইশরাত (বগুড়া)।

২. দো'আ (বিভিন্ন বিষয়ক ৩০টি দো'আ) :

বালক : ১ম : তামীম আহমাদ (কুমিল্লা), **২য় :** সামীউল্লাহ (মেহেরপুর), **৩য় :** রাজ মাহমূদ (দিনাজপুর)।

বালিকা : ১ম : সা'দিয়া জান্নাত (বগুড়া), **২য় :** সা'দিয়া (বগুড়া), **৩য় :** নাসীফা মুবাশ্বিরা (রাজশাহী)।

৩. সাধারণ জ্ঞান :

বালক : ১ম : রিয়াযুল ইসলাম (বগুড়া), **২য় :** ছিয়াম আহমাদ (বগুড়া), **৩য় :** মুহাম্মাদ রবীউল হাসান (বগুড়া)।

বালিকা : ১ম : মীম আখতার (বগুড়া), **২য় :** তাছনিয়া (রাজশাহী), **৩য় :** হাবীবা (কুমিল্লা)।

গ্রুপ-খ :

১. হিফযুল কুরআন তাজবীদসহ (২৪ ও ২৫তম পারা)

বালক : ১ম : আব্দুল্লাহ জাসিম (কুমিল্লা), **২য় :** মুহাম্মাদ বাপ্পী (বগুড়া), **৩য় :** অলিউল্লাহ (রাজশাহী)।

বালিকা : ১ম : ফাতেমা (মেহেরপুর), **২য় :** তাযমীন খাতুন (বগুড়া), **৩য় :** সাবা (রাজশাহী)।

২. অর্থসহ হিফযুল কুরআন ও অর্থসহ হিফযুল হাদীছ (সূরা কাহফ ১০৭-১১০ আয়াত এবং ১৫টি হাদীছ)।

বালক : ১ম : নাজমুছ ছাকিব (সাতক্ষীরা), **২য় :** মুহাম্মাদ মামূন (বগুড়া), **৩য় :** খুবায়েব (কুমিল্লা)।

বালিকা : ১ম : আনীকা তাসনীম (রাজশাহী), **২য় :** সামিয়া আখতার (বগুড়া), **৩য় :** হুমায়রা (সাতক্ষীরা)।

৫. জাগরণী :

বালক : ১ম : নাযীফ মুহসিন (কুমিল্লা), **২য় :** হাবীবুর রহমান (বগুড়া), **৩য় :** মুহাম্মাদ গোলাম রাব্বী (রাজশাহী)।

বালিকা : ১ম : আসমা খাতুন (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), **২য় :** উম্মে কুলছূম জান্নাত (বগুড়া), **৩য় :** সামিয়া সুলতানা (বগুড়া)।

৩. সাধারণ জ্ঞান :

বালক : ১ম : নাহিদ হাসান (নওগাঁ), **২য় :** রিফাত (কুমিল্লা), **৩য় যৌথভাবে :** মুহাম্মাদ শাহরিয়ার (রাজশাহী) এবং মুছ'আব (ঢাকা)।

বালিকা : ১ম : মায়মূনা আনীকা (কুমিল্লা), **২য় :** মারিয়া আখতার (কুমিল্লা), **৩য় :** রমিনা খাতুন (সিরাজগঞ্জ)।

৮. গঠনতন্ত্র ও সোনামণি প্রতিভা (পরিচালকদের জন্য) :

১ম : আব্দুর রহীম (সিরাজগঞ্জ), **২য় :** আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (সাতক্ষীরা), **৩য় যৌথভাবে :** ইয়াসীন আরাফাত (মেহেরপুর) এবং শহীদুল ইসলাম (রাজশাহী)।

সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালনা পরিষদ পুনর্গঠন : সম্মেলনে মুহতারাম আমীরে জামা'আত 'সোনামণি'র ২০২১-২৩ সেশনের পুনর্গঠিত কেন্দ্রীয় পরিচালনা পরিষদের নাম ঘোষণা করেন এবং পরের দিন তাদের শপথ নেন।

২০২১-২৩ সেশনের কেন্দ্রীয় পরিচালনা পরিষদের তালিকা

ক্র.	নাম	দায়িত্ব	যেলা
১.	ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম	পরিচালক	রাজশাহী
২.	রবীউল ইসলাম	সহ-পরিচালক	নওগাঁ
৩.	মুহাম্মাদ মুঈনুল ইসলাম	সহ-পরিচালক	রাজশাহী
৪.	মুহাম্মাদ মুসলিমুদ্দীন	সহ-পরিচালক	সিরাজগঞ্জ
৫.	আবু রায়হান	সহ-পরিচালক	চাঁপাইনবাবগঞ্জ
৬.	নাজমুন নাঈম	সহ-পরিচালক	সাতক্ষীরা
৭.	মুহাম্মাদ আবু তাহের	সহ-পরিচালক	সাতক্ষীরা

মারকায সংবাদ

মুনাযারা প্রশিক্ষণ কর্মশালা ২০২১

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১৯শে অক্টোবর মঙ্গলবার : অদ্য বাদ মাগরিব আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর উদ্যোগে মাদ্রাসার পূর্ব পার্শ্বস্থ ভবনের ৩য় তলার মিলনায়তনে ‘মুনাযারা প্রশিক্ষণ কর্মশালা ২০২১’ অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’-এর মুহতারাম আমীরে জামা‘আত প্রফেসর **ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। তিনি তাঁর ভাষণে বাহাছ-মুনাযারার ক্ষেত্রে চারটি বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখার জন্য প্রশিক্ষণার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান। এগুলি হ’ল- (১) জনসম্মুখে সত্য তুলে ধরা (২) কূটতর্কে জড়িয়ে না পড়া (৩) প্রতিপক্ষের হেদায়াতের আকাঙ্ক্ষী হওয়া এবং (৪) বিতর্কের বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন করা।

উক্ত কর্মশালায় বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করেন ধূরইল ডিএস কামিল মাদ্রাসার ভারপ্রাপ্ত প্রিন্সিপাল মাওলানা দুর্রুল হুদা (বিষয় : অভিজ্ঞতার আলোকে মাঠ পর্যায়ে বাহাছ-মুনাযারা), পিস টিভির আলোচক মুখলেছুর রহমান মাদানী (বিষয় : বিতর্কে দলীল ও যুক্তি উপস্থাপন এবং তা খণ্ডন), হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব (বিষয় : বিতর্ক কি ও কেন), মারকাযের ভাইস প্রিন্সিপ্যাল ড. নূরুল ইসলাম (বিষয় : ভালো তার্কিক হওয়ার উপায় ও কৌশল) এবং মারকাযের শিক্ষক শরীফুল ইসলাম মাদানী (বিষয়: বাতিল ফিরক্বা সমূহের মোকাবিলায় বাহাছ-মুনাযারা : গুরুত্ব ও করণীয়)। এতে ৯ম থেকে কুল্লিয়া (দাওরায়ে হাদীছ) শ্রেণীর বাছাইকৃত ৮২ জন ছাত্র অংশগ্রহণ করে। প্রশিক্ষণের শেষাংশে ৫ জন ছাত্র কর্মশালা সম্পর্কে তাদের অভিব্যক্তি প্রকাশ করে। প্রাণবন্ত কর্মশালাটি বাদ মাগরিব শুরু হয়ে এশার ছালাতের পূর্ব পর্যন্ত চলে। অতঃপর বাদ এশা মুহতারাম আমীরে জামা‘আতের হেদায়াতী ভাষণের মাধ্যমে কর্মশালা সমাপ্ত হয়।

বিতর্ক প্রতিযোগিতা

নওদাপাড়া, রাজশাহী ২৮শে অক্টোবর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ মাগরিব আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর উদ্যোগে মাদ্রাসার পশ্চিম পার্শ্বস্থ জামে মসজিদে ‘ছালাতে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ’ বিষয়ের উপর এক বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। মারকাযের ভাইস প্রিন্সিপ্যাল ড. নূরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বিতর্ক প্রতিযোগিতায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল লতীফ। উক্ত বিতর্কে বিচারক হিসাবে ছিলেন মাদ্রাসার মুহাদ্দিছ মাওলানা আব্দুর রহীম, মাসিক ‘আত-তাহরীক’ পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম এবং ধূরইল ডিএস কামিল মাদ্রাসা, মোহনপুর, রাজশাহীর ভারপ্রাপ্ত প্রিন্সিপ্যাল মাওলানা দুর্রুল হুদা।

প্রতিযোগিতায় নির্ধারিত বিষয়ের পক্ষে ও বিপক্ষে ৩ জন করে মোট ৬ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। পক্ষের ৩ জন হচ্ছে- মুস্তাফীযুর রহমান (কুল্লিয়া ৩য় বর্ষ, দলনেতা), আব্দুল্লাহ (কুল্লিয়া ২য় বর্ষ) এবং ছফিউর রহমান (আলিম পরীক্ষার্থী)। বিপক্ষের ৩ জন হচ্ছে- নাজমুন নাঈম (কুল্লিয়া ১ম বর্ষ, দলনেতা), সারওয়ার মিছবাহ (কুল্লিয়া ১ম বর্ষ) এবং কাওছার আহমাদ (ছানাবিয়াহ ২য় বর্ষ)। বিচারকমণ্ডলীর রায়ে ‘ছালাতে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ’-এর পক্ষের বক্তারা বিজয়ী হন এবং বিপক্ষ দলের নাজমুন নাঈম শ্রেষ্ঠ বক্তা নির্বাচিত হন। উভয় দলকে বই পুরস্কার প্রদান করা হয়। বিতর্কটি পরিচালনা করেন মারকাযের শিক্ষক ড. শিহাবুদ্দীন আহমাদ ও আবাসিক শিক্ষক ড. মুখতারুল ইসলাম।

দারুলহাদীছ আহমাদিয়াহ সালাফিইয়াহ দাখিল মাদ্রাসা

বালক ও বালিকা শাখা (আবাসিক/ অনাবাসিক)

বাঁকাল, পোষ্টঃ বাঁকাল, থানা, যেলাঃ সাতক্ষীরা। মোবাইলঃ ০১৭১০৬১৯১৯১, ০১৭১৬১৫০৯৫৩

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

হিফয বিভাগ সহ ১ম শ্রেণী হ’তে ৯ম শ্রেণী পর্যন্ত

ভর্তি ফরম বিতরণ : ১লা ডিসেম্বর ২০২১ হ’তে ৩০শে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত।
ভর্তি পরীক্ষা : ২রা জানুয়ারী, রবিবার ২০২২ সকাল ১০-টা।
ক্লাস শুরু : ৫ই জানুয়ারী ২০২২, বুধবার।

বৈশিষ্ট্য সমূহ

- অভিজ্ঞ শিক্ষক মণ্ডলী দ্বারা পাঠদান।
- শিক্ষার্থীদেরকে ছহীহ আক্বীদা ও আমল শিক্ষাদান।
- উন্নতমানের শিক্ষা ব্যবস্থা।
- আবাসিক শিক্ষার্থীদের শিক্ষক মণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে পাঠদান এবং উন্নতমানের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা।
- প্রতি বছর সকল পাবলিক পরীক্ষায় শতভাগ পাশ।
- প্রচলিত রাজনীতিমুক্ত মনোরম পরিবেশ।
- নিজস্ব চিকিৎসকের মাধ্যমে সকল শিক্ষার্থীর সুচিকিৎসার ব্যবস্থা।
- নিয়মিত খেলাধূলা, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ও শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা।

শর্তাবলী

- প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা ও আচরণবিধি পুরোপুরি মেনে চলতে হবে।
- নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই ভর্তি হ’তে হবে।
- বিনা অনুমতিতে কোন আবাসিক শিক্ষার্থী আবাসিক স্থান ত্যাগ করতে পারবে না।
- ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরীণ শৃংখলা বজায় রাখতে হবে।
- হোস্টেল ফী (খাওয়া খরচ) প্রতি মাসে ১,৩০০/- এবং ব্যবস্থাপনা ফি ২০০/- টাকা, মোট ১৫০০/- টাকা।
- প্রতি ইংরেজী মাসের প্রথম সপ্তাহে নির্ধারিত হোস্টেল ফী, ব্যবস্থাপনা ফী ও বেতন পরিশোধ করতে হবে।

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/৮১) : জনৈক ব্যক্তির বাড়ির আঙ্গিনায় ছাদ নেই। পাশের ভবন থেকে বাড়ির ভিতর দেখা যায়। এক্ষণে অসৎ উদ্দেশ্য ছাড়াই জানালা দিয়ে তাকানোতে তাদের নারীদের দিকে চোখ পড়লে গুনাহ হবে কি?

-আব্দুর রহমান, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : নিজ বাসার জানালা দিয়ে বা ছাদ থেকে কিছু দেখার সময় কারো প্রতি অনাকাঙ্ক্ষিত দৃষ্টি পড়লে গুনাহ হবে না। তবে সাধ্যমত দৃষ্টি সংযত রাখতে হবে *(সূরা নূর ৩০)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, কেউ যদি অনুমতি প্রদানের পূর্বেই পর্দা সরিয়ে ঘরের ভেতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে এবং পরিবারের অদর্শনীয় বস্তু দেখে ফেলে, তবে সে শাস্তি যোগ্য অপরাধ করল। ...কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি এমন কোন খোলা দরজার সামনে দিয়ে যায় আর তাতে কোন পর্দা ঝুলানো নেই, এমতাবস্থায় ঘরের ভেতর সেই ব্যক্তির দৃষ্টি পড়ে গেলে তাতে তার কোন দোষ নেই। এই ক্ষেত্রে দোষ হবে ঘরের অধিবাসীদের *(তিরমিযী হা/২৭০৭; মিশকাত হা/৩৫২৬; ছহীহাহ হা/৩৪৬৩)*। অপরদিকে ছাদহীন বাড়ির মহিলাদেরও কর্তব্য হ'ল পর্দার সাথে আঙ্গিনায় বের হওয়া নতুবা আঙ্গিনাকেও পর্দার আওতায় আনা। নতুবা তারা অপরাধী হবে।

প্রশ্ন (২/৮২) : জনৈক ব্যক্তি বলেন, জান্নাতের জাতীয় সংগীত হবে সূরা 'আর-রহমান'। যে সূরা স্বয়ং আল্লাহ জান্নাতে নিজে শুনাবেন! এটা কি ঠিক?

-আব্দুর রহীম, সাপাহার, নওগাঁ।

উত্তর : এ মর্মে কোন ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়নি। তবে যঈফ সনদে কিছু কিছু বর্ণনা এসেছে যে, আল্লাহ তা'আলা জান্নাতবাসীকে কুরআন শুনাবেন যাতে লোকেরা মনে করবে তারা কখনো এরূপ শুনেনি *(আবুল ফযল রাযী, ফাযায়েলুল কুরআন হা/১৩৩; আলবানী, যঈফাহ হা/১২৪৮)*। যেহেতু এটি গায়েবী বিষয়, সুতরাং সুস্পষ্ট দলীল ব্যতীত এটি বিশ্বাসযোগ্য নয় *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৪/৩১৮)*।

প্রশ্ন (৩/৮৩) : যোহর ও আছর ছালাতে ইমামের পিছনে কি সূরা ফাতিহা ও অন্যান্য সূরা পাঠ করতে হবে?

-শফীউদ্দীন আহমাদ, পাথরঘাটা, বরগুনা।

উত্তর : প্রত্যেক রাক'আতে সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হবে। জেহরী ছালাতে ইমামের পিছনে কেবল সূরা ফাতিহা পাঠ করবে। আর যোহর ও আছর তথা সেরী ছালাতে ইমামের পিছনে ১ম ও ২য় রাক'আতে সূরা ফাতিহা এবং অন্য একটি সূরা এবং শেষ ২ রাক'আতে কেবল সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হবে। জাবের (রাঃ) বলেন, আমরা যোহর ও আছর ছালাতের প্রথম দু'রাক'আতে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা এবং শেষ দু'রাক'আতে কেবল সূরা ফাতিহা পাঠ করতাম *(ইবনু মাজাহ হা/৮৪৩, সনদ ছহীহ)*। কেবল সূরা ফাতিহা পাঠ করলেও যথেষ্ট হবে *(মুসলিম হা/৪৫১)*।

তবে শেষ দু'রাক'আতেও সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা মিলানো যায়। আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যোহরের প্রথম দু'রাক'আতে ৩০ আয়াত পরিমাণ এবং শেষের দু'রাক'আতের প্রতি রাক'আতে ১৫ পনের আয়াত পরিমাণ পাঠ করতেন *(মুসলিম হা/৪৫২)*। আলবানী (রহঃ) বলেন, শেষ দু'রাক'আতে সূরার ফাতিহার সাথে অন্য সূরা মিলানো সুন্নাত হওয়ার ব্যাপারে অত্র হাদীছে দলীল রয়েছে *(ছিফাতু ছালাতিন নবী (ছাঃ) ১১৩ পৃ.)*। উছায়মীন (রহঃ) বলেন, শেষ দু'রাক'আতেও মুক্তাদী ইমাম রুকূতে না যাওয়া পর্যন্ত সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা পাঠ করতে পারে *(মাজমূ' ফাতাওয়া ১৫/১০৮)*।

প্রশ্ন (৪/৮৪) : জনৈক বক্তা বলেন, ওছমান (রাঃ)-কে 'যুন নূরাইন' বলা হয়। যা থেকে প্রমাণ হয় যে রাসূল (ছাঃ)-এর কন্যারা একেকজন একেকটি নূর ছিলেন। অতএব রাসূল (ছাঃ) নূরের তৈরী ছিলেন। কথাটা কি ঠিক?

-ওবায়দুর রহমান, গাবতলী, বগুড়া।

উত্তর : উক্ত দাবী সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। বরং মর্যাদার দৃষ্টিকোণ থেকে রাসূল (ছাঃ)-এর পরপর দুই কন্যাকে বিবাহ করায় ওছমান (রাঃ)-কে উক্ত লকবে ডাকা হয় *(যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ২/৪৫১)*। উল্লেখ্য যে, أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ نُوْرِى 'আল্লাহ সর্বপ্রথম আমার নূর সৃষ্টি করেন' বলে যে হাদীছ প্রচলিত আছে তা মওযূ' বা জাল *(ছহীহাহ হা/৪৫৮-এর আলোচনা দ্র.)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বা তার সন্তানেরা কেউ নূরের তৈরী ছিলেন না। বরং তারা মাটির মানুষ ছিলেন। আল্লাহ বলেন, 'তুমি বল, নিশ্চয় আমি তোমাদেরই মত একজন মানুষ ব্যতীত নই'... *(কাহফ ১৮/১১০)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমি একজন মানুষ ব্যতীত নই'... *(মুসলিম হা/২৩৬২; মিশকাত হা/১৪৭; বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৩৭৬১ 'নেতৃত্ব ও পদমর্যাদা' অধ্যায়)*।

তিনি বলেন, 'খৃষ্টানরা যেমন তাদের নবী ঈসা ইবনু মরিয়মের ব্যাপারে অতিরঞ্জিত প্রশংসায় লিপ্ত হয়, আমার ব্যাপারে তেমন প্রশংসা থেকে তোমরা বেঁচে থাক। বরং বল, আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূল' *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ; মিশকাত হা/৪৮৯৭)*।

প্রশ্ন (৫/৮৫) : নার্সিং কলেজে নবীন বরণ অনুষ্ঠানে মোমবাতি হাতে শপথ বাক্য পাঠ করানো হয়। এটা কি শরী'আত সম্মত?

-আশূরা, বামনী, কোম্পানীগঞ্জ, নোয়াখালী।

উত্তর : এটি অমুসলিমদের রেওয়াজ, যা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাজ্য। সেবামূলক কর্মের ক্ষেত্রে মোমবাতির মত নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে অন্যকে আলোকিত করার শপথ নেওয়ার জন্য অমুসলিমদের অনুকরণে এই রেওয়াজ পালন করা হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি অন্য কোন

জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত' *(আবুদাঊদ হা/৪০৩১; মিশকাত হা/৪৩৪৭ 'পোষাক' অধ্যায়, সনদ হাসান)*। তিনি বলেন, 'ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না আমার উম্মতের কিছু গোত্র মুশরিকদের সঙ্গে মিশে যাবে এবং কিছু গোত্র মূর্তিপূজারী হবে' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৫৪০৬ 'ফিৎনা সমূহ' অধ্যায়)*। অতএব কোন ভ্রান্ত আক্বীদা নিয়ে এভাবে মোমবাতি জ্বালানো অত্যন্ত গর্হিত কাজ।

প্রশ্ন (৬/৮৬) : চুরির শাস্তি হিসাবে আল্লাহ হাত কাটতে বলেছেন। এক্ষণে হাতের কতটুকু কাটতে হবে?

-তৈয়বুর রহমান, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তর : চুরি প্রমাণিত হ'লে এবং দেশের আদালত কর্তৃক রায় ঘোষিত হ'লে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রশাসন প্রথমে তার ডান হাতের কব্জি পর্যন্ত কেটে দিবে। এরপর আবার করলে বাম পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত কেটে দিবে। এরপরে আবারো চুরি করলে তার বাম হাতের কব্জি পর্যন্ত কাটতে হবে। এরপরে আবারো চুরি করলে তার ডান পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত কাটতে হবে *(দারাকুৎনী হা/৩৩৯২, ৩৪৯১; মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/২৮৬০৬; ইরওয়া হা/২৪৩৩, ২৪৩৪)*।

প্রশ্ন (৭/৮৭) : হারাম পশুর প্রক্রিয়াজাতকৃত অংশ বিভিন্ন খাদ্যে ব্যবহার করা হ'লে তা খাওয়া জায়েয হবে কি? যেমন ফালুদায় ব্যবহৃত জিলেটিন শূকরের চর্বি থেকে তৈরী করা হয় বলে জানা যায়।

-তাহসীন আল-মাহী, বহরমপুর, রাজশাহী।

উত্তর : যে প্রাণীর গোশত খাওয়া হারাম, সে প্রাণীর শরীরের অন্যান্য অংশও হারাম। শূকরের চর্বি হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই। সুতরাং হারাম পশুর প্রক্রিয়াজাতকৃত বস্তু যে খাদ্যে মিশ্রিত করা হবে সেটিও হারাম হয়ে যাবে। অতএব জিলেটিন যদি শূকরের চর্বি থেকে তৈরী প্রমাণিত হয়, তবে তা খাওয়া হারাম *(বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ২৩/২৩-২৬; ফাতাওয়া ইসলামিয়াহ ৩/৩৯৫)*। আর যদি উক্ত জিলেটিন হালাল প্রাণী থেকে তৈরি করা হয়, তাহ'লে সেটি খাওয়া জায়েয। তবে এ বিষয়ে আগে নিশ্চিত হ'তে হবে।

প্রশ্ন (৮/৮৮) : আমি একটি হারাম কর্মে জড়িয়ে ছিলাম। সেখান থেকে সরে এসেছি। নিয়মিত ছালাত আদায় করি ও দো'আ-দরূদ পড়ি। কিন্তু শয়তানের প্ররোচনায় মাঝে-মধ্যে পুনরায় আগের মত জড়িয়ে পড়ি। এ থেকে বাঁচার উপায় কি?

-সাথী খাতুন, সিরাজগঞ্জ।*

[আরবীতে ইসলামী নাম রাখুন! (স.স.)]*

উত্তর : যে ব্যক্তি শয়তানের ধোঁকায় পড়ে এরূপ কাজে পুনরায় জড়িয়ে পড়েছে তাকে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে একনিষ্ঠভাবে তওবা করতে হবে *(আবুদাঊদ হা/১৫২১; ছহীহুল জামে' হা/৫৭৩৮)*। বারবার জড়িয়ে পড়লে বারবার তওবা করবে। তবে স্মর্তব্য যে, তওবা কবুলের জন্য তিনটি শর্ত পূরণীয়- (১) একমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যেই তওবা করতে হবে। (২) কৃত গোনাহের জন্য অনুতপ্ত হ'তে হবে। (৩) পুনরায় সে গোনাহে জড়িত না হওয়ার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করতে হবে। তওবার জন্য বেশী বেশী পাঠ করতে হবে 'আস্তাগফিরুল্লা-হাল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুওয়াল হাইয়ুল ক্বাইয়ুম ওয়া আতূবু ইলাইহে' *(তিরমিযী প্রভৃতি, মিশকাত হা/২৩৫৩; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ২৯৪ পৃ.)*।

একই পাপ বার বার করলে এক সময় ব্যক্তি পাপের অনুভূতিশূন্য হয়ে যায় এবং তওবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। তাই পাপ থেকে বিরত থাকার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করতে থাকবে এবং প্রতি মুহূর্তে আল্লাহকে স্মরণ করবে ও তওবা-ইস্তিগফার করবে। বারবার পাপ করার পরও যদি খালেছ নিয়তে কেউ তওবা করে, তবে তা কবুলযোগ্য হবে ইনশাআল্লাহ *(বুখারী হা/৭৫০৭; মুসলিম হা/২৭৫৭; মিশকাত হা/২৩৩৩)*। নববী বলেন, বান্দা যদি একশ'বার বা হাযার বার বা তার চেয়ে বেশীবারও পাপ করে আর প্রত্যেকবার তওবা করে, আল্লাহ তার তওবা কবুল করবেন ইনশাআল্লাহ *(নববী, শরহ মুসলিম হা/২৭৫৭, ১৭/৭৫; ফাৎহুল বারী ১৩/৪৭২)*। অতএব নিরাশ না হয়ে পুনরায় পাপ না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সাথে তওবা করতে হবে। এতে একসময় পাপের বিরুদ্ধে হৃদয়ে প্রতিরোধ সৃষ্টি হবে ইনশাআল্লাহ *(মুসলিম হা/১৪৪)*।

প্রশ্ন (৯/৮৯) : মসজিদের ক্বিবলা বরাবর টয়লেট বা পেশাবখানা থাকলে উক্ত মসজিদে ছালাত আদায়ে কোন বাধা আছে কি? উল্লেখ্য যে, উভয়ের মাঝে দেয়াল একটাই।

-আব্দুর রাব্বী, নলডাঙ্গা, নাটোর।

উত্তর : মসজিদের ক্বিবলার দিকের প্রাচীর ও টয়লেটের প্রাচীর যদি একই হয়, তবে সেখানে ছালাত আদায় করা সমীচীন নয়। কেননা তা সরাসরি টয়লেট অভিমুখে ছালাত আদায়ের নামান্তর। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, তোমরা অবশ্যই তিনটি ঘরের দিকে ফিরে ছালাত আদায় করোনা। টয়লেট, গোসলখানা ও কবরস্থান *(মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/১৫৮৪)*। হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃ) *(ঐ, হা/১৫৮১)* এবং আব্দুল্লাহ ইবনু 'আমর (রাঃ) *(মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/৭৫৭৭)* একই মত প্রকাশ করেছেন। ইমাম আহমাদ বলেন, ঐ তিনটি ঘরের দিকে ফিরে ছালাত আদায় করা উচিৎ নয়' *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ২/৫৩)*। ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, যতক্ষণ না মসজিদের প্রাচীর ও টয়লেটের প্রাচীর আলাদা হবে, ততক্ষণ সে মসজিদে ছালাত আদায় জায়েয হবে না। তবে ইবনু উক্বাইল বলেন, যখন মুছাল্লা ও টয়লেটের মাঝখানে (দূরত্ব রেখে) পর্দা বা দেওয়াল থাকবে, সেখানে ছালাত আদায়ে কোন সমস্যা নেই। যেমন পথিক ও মুছল্লীর মাঝখানে পর্দা থাকলে কোন সমস্যা নেই *(ইবনু তায়মিয়াহ, শারহুল উমদাহ ৪৮২ পৃ.)*।

প্রশ্ন (১০/৯০) : দো'আ-দরূদ মুখে উচ্চারণ না করে মনে মনে পাঠ করলে ছওয়াব বা কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাওয়া যাবে কি?

-শেরশাহ বাবলু, শিরোইল, রাজশাহী।

উত্তর : মুক্তাদী হৌক বা একাকী হৌক ছালাতে ক্বিরাআত ও দো'আ-দরূদ চুপে চুপে পড়াই সুন্নাত। আর চুপে চুপে পড়ার নিম্নতম সীমা হ'ল নিজে শোনা *(নববী, আল-মাজমূ' ৩/২৯৫)*। তবে ছালাতের বাইরে সাধারণ যিকর-আযকার হৃদয়ে এবং মুখে উচ্চারণ উভয় নিয়মে হ'তে পারে। তবে মুখে উচ্চারণ

ও হৃদয়ে অনুধাবন একসাথে হওয়াই উত্তম *(নববী, আল-আযকার ৯ পৃ.)*। আল্লাহ বলেন, 'তোমার প্রতিপালককে স্মরণ কর মনে মনে কাকুতি-মিনতি ও ভীতি সহকারে অনুচ্চস্বরে সকালে ও সন্ধ্যায়। আর তুমি উদাসীনদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না' *(আ'রাফ ৭/২০৫)*। উল্লেখ্য যে, কলবের যিকরের অর্থ হ'ল আল্লাহ্র আয়াতের মর্ম নিয়ে চিন্তা করা, আনুগত্য, সম্মান ও আল্লাহ্র বড়ত্ব নিয়ে ভাবা, তাঁকে ভয় করা, তাঁর উপর ভরসা করা, জান্নাত বা জাহান্নাম নিয়ে চিন্তা করা *(উছায়মীন, তাফসীরুল কুরআনিল কারীম ২/১৬৭-৬৮)*।

প্রশ্ন (১১/৯১) : মাথাবিহীন এবং পরিচয়হীন লাশ পাওয়া গেলে তাকে মুসলিম হিসাবে শনাক্ত করে গোসল ও দাফন-কাফন করা যাবে কি?

-ইসমাঈল হোসাইন, সাঁথিয়া, পাবনা।

উত্তর : প্রথমে লাশের পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা করতে হবে। সেটি বিভিন্নভাবে হ'তে পারে। যেমন খাৎনা, পোষাকের ধরন, দাড়িতে খেযাব, ধর্মীয় পরিচয় বহন করে এরূপ কোন চিহ্ন ইত্যাদি। এক্ষণে পরিচয় শনাক্ত করা সম্ভব না হ'লে এলাকার উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করতে হবে। অর্থাৎ মুসলিম এলাকায় পাওয়া গেলে মুসলিম হিসাবে গণ্য করে তার দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করতে হবে। বিধর্মীদের এলাকায় পাওয়া গেলে তার উপর তাদের বিধান কার্যকর হবে *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ২/৪০০)*।

প্রশ্ন (১২/৯২) : অপারেশনের কারণে ১২ দিন গোসল করা যাবে না। কিন্তু আমি হায়েয অবস্থায় থাকায় গোসল ফরয হয়েছে। এক্ষণে ছালাত আদায়ের ক্ষেত্রে আমার করণীয় কি?

-রাফিয়া খানম, রহমতগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : ঋতুর মেয়াদ শেষে গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করে ছালাত আদায় করবে *(মুসলিম হা/৩৩৪; বুলূগুল মারাম হা/১৩৯)*। কারণ গোসল ও ওযূ করে যে সকল ইবাদত করা যায়, অসুস্থতার কারণে তায়াম্মুম করেও সে সকল ইবাদত করা যায়। আল্লাহ বলেন, 'আর যদি পানি না পাও, তাহ'লে তোমরা পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর'... *(মায়েদাহ ৫/৬; বুখারী হা/৩১৮; মিশকাত হা/৫২৮)*।

প্রশ্ন (১৩/৯৩) : আমি এমন কাজের সাথে জড়িত যে, আমি অধিকাংশ ছালাত জামা'আতের সাথে আদায় করতে পারি না। একাকী পড়তে হয়। আমার ছালাত গ্রহণযোগ্য হবে কি?

-নাজমুল ইসলাম, জামতলা, শার্শা, যশোর।

উত্তর : সাধ্যমত জামা'আতে ছালাত আদায় করার চেষ্টা করতে হবে। কারণ জামা'আতে ছালাত আদায় করা পুরুষের জন্য ওয়াজিব। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আযান শুনল, অথচ জামা'আতে এলো না, তার ছালাত হ'ল না। তবে বিশেষ ওযর ব্যতীত' *(ইবনু মাজাহ হা/৭৯৩; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/২০৬৪; মিশকাত হা/১০৭৭)*। এক্ষণে গ্রহণযোগ্য ওযর থাকলে আল্লাহ ক্ষমা করবেন। অন্যথায় বিনা ওযরে কেউ বাড়িতে, দোকানে বা অন্য কোথাও ফরয ছালাত আদায় করলে তার ছালাতের ফরযিয়াত আদায় হ'লেও ওয়াজিব ত্যাগ করার কারণে সে গুনাহগার হবে *(উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৫/৭০)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি মুওয়াযযিনের আযান শুনেছে এবং কোন ওযর বা অসুবিধা তাকে তার অনুসরণ করতে বাধা দেয়নি, তার আদায়কৃত ছালাত আল্লাহ কবুল করবেন না *(আবুদাউদ হা/৫৫১; মিশকাত হা/১০৭৭; ছহীহুত তারগীব হা/৪২৬)*।

প্রশ্ন (১৪/৯৪) : বাড়ীর কাছে ওয়াক্তিয়া মসজিদ এবং সামান্য দূরে জামে মসজিদ। যেখানে মুছল্লী সংখ্যাও বেশী হয়। এক্ষেত্রে কোন মসজিদে ছালাত আদায় করা উচিৎ হবে?

-হারূণুর রশীদ, সাভার, ঢাকা।

উত্তর : উভয় মসজিদেই ছালাত আদায় করা যাবে। তবে ছালাতের যে জামা'আতে লোক সংখ্যা বেশী হয়, তাতে বেশী ছওয়াব পাওয়া যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'ছালাতের নেকী অর্জনের ব্যাপারে ঐ ব্যক্তিই সর্বাপেক্ষা নেকীর ভাগিদার, যে বেশী দূর থেকে আগমনকারী' *(বুখারী হা/৬৫১; মিশকাত হা/৬৯৯)*। তিনি আরো বলেন, একাকী পড়ার চেয়ে দু'জনে, দু'জনের চেয়ে তিন জনে ছালাত আদায় করা উত্তম। এভাবে মুছল্লী যত বেশী হবে, ততই তা আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রিয়তর হবে *(আবুদাঊদ হা/৫৫৪; মিশকাত হা/১০৬৬)*। তবে মাঝে-মধ্যে ওয়াক্তিয়া মসজিদেও ছালাত আদায় করতে হবে, যাতে মসজিদটি পরিত্যক্ত না হয় এবং দাতারা ছওয়াব থেকে বঞ্চিত না হন *(বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১১/৩২৯-৩০)*।

উল্লেখ্য, আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, 'ব্যক্তি তার নিকটবর্তী মসজিদ ছালাত আদায় করবে, অন্য মসজিদের অনুগামী হবে না' হাদীছটি মারফূ হিসাবে যঈফ এবং মাকতূ হিসাবে ছহীহ হওয়ার বিষয়টিও মতভেদপূর্ণ *(ত্বাবারাণী কাবীর হা/১৩৩৭৩; ছহীহাহ হা/২২০০)*। তাই এ হাদীছ থেকে দলীল গ্রহণ না করাই উত্তম।

প্রশ্ন (১৫/৯৫) : রাতে আক্বীক্বার পশু যবেহ করা যাবে কি?

-অলিউল্লাহ, জলঢাকা, নীলফামারী।

উত্তর : সূর্যাস্তের পর থেকে দিন শুরু হয়। আর ৭ম দিনে আক্বীক্বা করার ব্যাপারে হাদীছে নির্দেশনা এসেছে *(আবুদাঊদ হা/২৮৩৮)*। কিন্তু সেটা দিনে বা রাতে বলে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। অতএব সুবিধামত দিনে বা রাতে যেকোন সময় আক্বীক্বা করবে।

প্রশ্ন (১৬/৯৬) : সম্প্রতি মানবদেহে শূকরের কিডনী প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। এক্ষণে মানবদেহে শূকর বা অন্য কোন পশুর অঙ্গ সংযোজন করার ব্যাপারে শরী'আতের বিধান কি?

-মাসঊদ আহমাদ, সিলেট।

উত্তর : সাধারণ অবস্থায় হারাম প্রাণীর কোন অঙ্গ মানব দেহে প্রতিস্থাপন করা যাবে না; বরং হালাল প্রাণীর কিডনী প্রতিস্থাপন করতে হবে। তবে যদি ব্যক্তির জীবন রক্ষার জন্য শূকর ব্যতীত অন্য কোন প্রাণীর কিডনী পাওয়া না যায়, তাহ'লে বাধ্যগত অবস্থায় তা জায়েয। আল্লাহ বলেন, তবে যে ব্যক্তি বাধ্য হয় এবং বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘনকারী না হয়, তার জন্য তা ভক্ষণে কোন পাপ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(বাক্বারাহ ২/১৭৩)*।

প্রশ্ন (১৭/৯৭) : সুস্থ অবস্থায় নফল ছালাত বসে আদায় করলে ছালাত কবুল হবে কি?

-আমীনুর রহমান, দুপচাঁচিয়া, বগুড়া।

উত্তর : সক্ষম ব্যক্তির জন্য নফল ছালাত দাঁড়িয়ে আদায় করা উত্তম। তবে কেউ বসেও আদায় করতে পারে। সেক্ষেত্রে সে দাঁড়িয়ে আদায়কারীর অর্ধেক ছওয়াব পাবে *(বুখারী, মিশকাত হা/১২৪৯, ১২৫২)*। উল্লেখ্য, সক্ষম ব্যক্তি ফরয ছালাত দাঁড়িয়েই আদায় করবে। কেননা ক্বিয়াম ছালাতের অন্যতম রুকন। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা আল্লাহ্র জন্য বিনীতভাবে দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় কর' *(বাক্বারাহ ২/২৩৮)*। সুতরাং সক্ষম ব্যক্তি কোন সঙ্গত কারণ ছাড়াই বসে ফরয ছালাত আদায় করলে উক্ত ছালাত বাতিল হবে।

প্রশ্ন (১৮/৯৮) : ক্বিবলার দিকে মুখ করে ওযূ করা বা থুথু ফেলা জায়েয হবে কি?

-আযীযুল ইসলাম, নীলফামারী।

উত্তর : যেদিকে মুখ করে ওযূ করতে সুবিধা হবে সেদিকেই মুখ করে ওযূ করবে *(উছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ-দারব ৭/০২)*। কোন কোন বিদ্বান ওযূর সময় কেবলামুখী হওয়াকে মুস্তাহাব বলেছেন। তবে এর পক্ষে কোন দলীল নেই। তবে ক্বিবলার দিকে থুথু ফেলা সমীচীন নয়। বরং ছালাতের মধ্যে ক্বিবলার দিকে থুথু ফেলা হারাম। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি ক্বিবলার দিকে থুথু ফেলে ক্বিয়ামতের দিন তার ঐ থুথু দু'চোখের মধ্যখানে পতিত অবস্থায় উপস্থিত হবে' *(আবুদাউদ হা/৩৮২৪; ছহীহাহ হা/২২২)*। তিনি আরো বলেন, ক্বিবলার দিকে যে কফ ফেলে তার চেহারায় ঐ কফ থাকা অবস্থায় সে ব্যক্তিকে ক্বিয়ামতের দিন উঠানো হবে *(ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/১৩১৩; ছহীহাহ হা/২২৩)*। তিনি আরো বলেন, মসজিদে থুথু নিক্ষেপ করা গুনাহ ও তা দাফন করা ছওয়াবের কাজ *(ছহীহুত তারগীব হা/২৮৭)*। জনৈক ইমাম মসজিদে ক্বিবলার দিকে থুথু নিক্ষেপ করলে পরবর্তীতে রাসূল (ছাঃ) তাকে ইমামতি করতে দেননি *(আবুদাউদ হা/৪৮১; মিশকাত হা/৭৪৭)*।

প্রশ্ন (১৯/৯৯) : কাপড়ে বীর্য লাগার পর তা শুকিয়ে গেলে তা পরে ছালাত আদায় করা যাবে কি? এছাড়া কোন স্থানে তা লেগে থাকলে তার উপর ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-সোহাগ হোসাইন, মিরপুর, ঢাকা।*

[শুধু 'হোসাইন' নাম রাখুন! (স.স.)]*

উত্তর : বীর্য অপবিত্র নয়। তাই গাঢ় বীর্য কোন কাপড়ে লেগে শুকিয়ে গেলে তা ঘষে তুলে ফেললে উক্ত কাপড়ে ছালাত আদায় করা জায়েয। জ্যেষ্ঠ তাবেঈ হুমাম বিন হারেছ একদিন আয়েশা (রাঃ)-এর মেহমান হন। এমতাবস্থায় সকালে তিনি কাপড় ধুতে থাকলে আয়েশা (রাঃ)-এর দাসী সেটা দেখেন এবং তাঁকে সেটা অবহিত করেন। তখন আয়েশা (রাঃ) বললেন, তার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট ছিল যে, সে বীর্য দেখলে কেবলমাত্র সে স্থানটি ধুয়ে ফেলবে। আর না দেখা গেলে স্থানটিতে কেবল পানি ছিটিয়ে দিবে। কেননা আমি রাসূল (ছাঃ)-এর কাপড় থেকে শুকনো বীর্য ঘষে তুলে ফেলেছি এবং তিনি সেই কাপড়েই ছালাত আদায় করেছেন' *(আবুদাউদ হা/৩৭১; মুসলিম হা/২৮৮)*। অনুরূপভাবে কোন পোষাকে বীর্য লেগে থাকলে তা ঘষে ফেলে তাতে ছালাত আদায় করলে কোন দোষ নেই *(ইরওয়া হা/৯৪৮-এর আলোচনা; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ২৯/১০৫)*।

প্রশ্ন (২০/১০০) : মসজিদে সাধারণভাবে কোন দ্বীনী অনুষ্ঠান, ওয়ায মাহফিল বা বিবাহের অনুষ্ঠান হ'লে সবশেষে খাবার দেওয়া হয়। এটা খাওয়া যাবে কি?

-সোহাগ মিয়াঁ, সোনাতলা, বগুড়া।*

[আরবীতে ইসলামী নাম রাখুন! (স.স.)]*

উত্তর : এতে কোন বাধা নেই। কেননা মানুষকে খাদ্য দান বা মেহমানদারীর ফযীলতের ব্যাপারে বহু হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই, যে অন্যকে খাদ্য খাওয়ায়' *(আহমাদ হা/২৩৯৭১; ছহীহাহ হা/৪৪; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ২/৪৯০)*।

প্রশ্ন (২১/১০১) : কেউ দো'আ চাইলে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দো'আ করা যাবে কি?

-আতীকুল ইসলাম জাহিদ, ভাটাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : কারোর জন্য দো'আ করার সময় তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেওয়ার কোন বিধান নেই। এমন আমল রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের সময়ে প্রচলিত ছিল না। অতএব বিশেষতঃ নেকী বা বরকত মনে করে এরূপ করা কিংবা কারো থেকে হাত বুলিয়ে নেওয়া থেকে বিরত থাকা যরূরী। তবে কারো হৃদয় শক্ত হয়ে গেলে প্রতিকার হিসাবে সে ইয়াতীমের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে পারে। যেমন জনৈক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে নিজের কঠিন হৃদয় সম্পর্কে অভিযোগ করলে তিনি এর প্রতিকার হিসাবে ইয়াতীমের মাথায় হাত বুলানো এবং নিঃস্ব মানুষকে খাদ্য খাওয়ানোর পরামর্শ দেন *(আহমাদ হা/৭৫৬৬; ছহীহাহ হা/৮৫৪; মিশকাত হা/৫০০১)*।

প্রশ্ন (২২/১০২) : উট, গরু, মহিষ বা ভেড়া দিয়ে আক্বীক্বা করা যাবে কি?

-সিরাজুল ইসলাম, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তর : দুম্বা, ছাগল, ভেড়া দ্বারা আক্বীক্বা করা সুন্নাত *(আবূদাউদ হা/২৮৩৪; মিশকাত হা/৪১৫২; ছহীহাহ হা/১৬৫৫)*। গরু ও উট দিয়ে আক্বীক্বা করার হাদীছটি জাল *(ইরওয়া হা/১১৬৮)*। আর মহিষের কথা কোন হাদীছে নেই। আয়েশা (রাঃ)-এর ভাতিজা জন্মগ্রহণ করলে তাকে উট দ্বারা আক্বীক্বা করতে বলা হ'লে তিনি বললেন, আমি আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় চাই। রাসূল (ছাঃ) দু'টি সমপর্যায়ের ছাগল দ্বারা আক্বীক্বা করতে বলেছেন *(বায়হাক্বী হা/১৯০৬৩; ইরওয়া হা/১১৬৬-এর আলোচনা ৪/৩৯০ পৃ.)*। জনৈকা মহিলা আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট এসে বলল, অমুকের স্ত্রী সন্তান প্রসব করলে তার পক্ষ থেকে একটি উট আক্বীক্বা করব। তখন আয়েশা (রাঃ) প্রতিবাদ করে বলেন, না। বরং সুন্নাত হ'ল ছেলের পক্ষ থেকে দু'টি ছাগল ও মেয়ের পক্ষ থেকে একটি ছাগল আক্বীক্বা করা *(মুসনাদে ইবনু রাহওয়াইহ হা/১০৩৩; ছহীহাহ হা/২৭২০)*। অতএব সুন্নাতের অনুসরণ করাই কর্তব্য।

প্রশ্ন (২৩/১০৩) : বনু ইস্রাঈলের এক আবেদ ব্যক্তিকে বলা হ'ল তুমি আল্লাহ্র রহমতে জান্নাতে যাবে। তখন সে বলল, আমি আমার আমলের বিনিময়ে জান্নাতে যেতে চাই। তাকে পুনরায় একই কথা বলা হ'লে সে আবারও বলল, আমার আমলের বিনিময়েই জান্নাতে যেতে চাই। তখন আল্লাহ ফেরেশতাগণকে বললেন, তোমরা আমার দেওয়া নে'মত এক পাল্লায় এবং তার আমলসমূহ এক পাল্লায় রেখে পরিমাপ কর। তখন কেবল চক্ষুর নে'মত এত ভারী হয়ে গেল যে, তা তার ৫০০ বছরের ইবাদতকে ছেয়ে ফেলল। তখন সে বুঝতে পারল এবং আল্লাহ্র রহমতেই জান্নাতে প্রবেশ করতে চাইল। হাদীছটি কি ছহীহ?

-ফরহাদ আলী, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর : উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটির সনদ যঈফ *(হাকেম হা/৭৬৩৭; যঈফাহ হা/১১৮৩)*। তবে 'আল্লাহর রহমত ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না' মর্মে ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে *(ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৩৪৮; ছহীহুত তারগীব হা/৩৫৯৮)*।

প্রশ্ন (২৪/১০৪) : জামা'আত চলাকালীন সময়ে কোন মুছল্লী অসুস্থ হ'লে বা জ্ঞান হারিয়ে ফেললে অন্য মুছল্লীদের করণীয় কি? এসময় জামা'আত ভেঙ্গে ফেললে বা অন্য মুছল্লীদের জামা'আত ভাঙ্গিয়ে দিলে গুনাহগার হ'তে হবে কি?

-মুহাম্মাদ রাহাত, উযীরপুর, বরিশাল।

উত্তর : ছালাত চলাকালীন কোন মুছল্লী অসুস্থ হয়ে পড়লে পাশের মুছল্লীরা ছালাত ছেড়ে দিয়ে তাকে সাহায্য করবে। তবে ইমাম অন্যান্য মুছল্লীদের নিয়ে ছালাত চলমান রাখবেন। রাসূল (ছাঃ) ছালাতরত অবস্থায় সাপ ও বিচ্ছু মারতে বলেছেন *(আবূদাঊদ হা/৯২১ প্রভৃতি; মিশকাত হা/১০০৪)*। ওমর (রাঃ) ছালাতরত অবস্থায় আহত হ'লে উপস্থিত ছাহাবীগণ তাঁকে তার বাড়িতে নিয়ে যান। বাকীদের নিয়ে আব্দুর রহমান বিন 'আওফ (রাঃ) সংক্ষিপ্ততম সূরা দিয়ে ফজরের ছালাত আদায় করেন *(ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৬৯০৫ সনদ ছহীহ; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৭/১৩৭)*।

প্রশ্ন (২৫/১০৫) : সদ্যজাত শিশুর তাহনীক করানোর সঠিক সময় কখন? এটা শাল দুধ খাওয়ানোর পূর্বেই করতে হবে কি?

-আব্দুল্লাহ বাসসাম, ভদ্রা, রাজশাহী।

উত্তর : শিশুকে শাল দুধ পান করানোর পূর্বে তাহনীক করা সুন্নাত *(নববী, আল-মাজমূ ৮/৪৪৩)*। কারণ হাদীছে তাহনীক সংক্রান্ত যে সকল বর্ণনা এসেছে তার সবগুলোতে শাল দুধ পান করার পূর্বের কথা বলা হয়েছে। আবু তালহার সন্তান উম্মে সুলাইমের গর্ভে জন্মগ্রহণ করার পরেই আনাস (রাঃ) শিশুটিকে খেজুরসহ রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে যান। রাসূল (ছাঃ) খেজুর চিবিয়ে তাহনীক করে দেন *(বুখারী হা/৫৪৭০; মুসলিম হা/২১৪৪)*। হিজরতের পরে আসমা (রাঃ)-এর সন্তান জন্ম নিলে প্রথমেই তাকে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে নিয়ে যান। রাসূল (ছাঃ) তাহনীক করে দেন। রাসূল (ছাঃ)-এর মুখের লালাই ছিল তার প্রথম খাবার *(বুখারী হা/৩৯০৯; মুসলিম হা/২১৪৬; মিশকাত হা/৪১৫১)*। তবে প্রয়োজনে শাল দুধ পান করার পরেও তাহনীক করানোয় বাধা নেই।

প্রশ্ন (২৬/১০৬) : সাত বছর যাবৎ সংসার করার পরও স্বামীর সাথে জনৈক স্ত্রীর বনিবনা হয় না। মাঝে মাঝে ঝগড়া হ'লে স্বামী তালাক দেয়, আবার ক্ষমা চেয়ে নেয়। স্ত্রী ডিভোর্স চায় কিন্তু স্বামী রাযী হয় না। এক্ষণে উক্ত স্ত্রীর করণীয় কি?

-মাসঊদুর রহমান, সাপাহার, নওগাঁ।

উত্তর : স্বামী যদি তালাক একাধিকবার দিয়ে থাকে এবং যদি নিয়মতান্ত্রিকভাবে তিন তালাক সম্পন্ন হয়ে থাকে অর্থাৎ তিন মাসে বা পৃথক পৃথক তিন তোহরে তিন বার তালাক দিয়ে থাকলে তালাক বায়েন হয়ে যাবে। তারপর কোনভাবেই এক সাথে সংসার করা যাবে না, যতক্ষণ না উক্ত স্ত্রীর অন্যত্র বিবাহ হবে এবং স্বাভাবিকভাবে তালাকপ্রাপ্তা হয়ে পূর্বের স্বামীকে নতুনভাবে বিবাহ করে *(বাক্বারাহ ২/২৩০; বুখারী হা/৫২৬৪)*। আর যদি এমনটি না হয় তাহ'লে উভয় পরিবারের অভিভাবকদের মাধ্যমে মীমাংসা করতে হবে *(নিসা ৪/৩৫; আহমাদ হা/৬৫৬)*। এতেও সমাধান না হ'লে খোলা'র মাধ্যমে স্ত্রী বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। উল্লেখ্য যে, খোলা' তথা বিবাহ বিচ্ছেদ হয় স্ত্রীর পক্ষ থেকে, যা স্বামীকে মোহর বা মোহরের অংশবিশেষ ফিরিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে কার্যকর হয়। এটি তালাক নয় *(ইবনু কুদামাহ, আল-মুগনী ৮/১৮১; উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ১২/৪৬৭-৭০; দ্র. 'তালাক ও তাহলীল' বই)*।

প্রশ্ন (২৭/১০৭) : হিন্দুদের দাওয়াত দানের উদ্দেশ্যে পূজামণ্ডপের বাইরে কুরআনের অনুবাদ ও ইসলামী বইপত্র বিতরণ করা জায়েয হবে কি?

-ফারহান ঈসা, জামালগঞ্জ, জয়পুরহাট।

উত্তর : হিন্দুদের দাওয়াত দানের উক্ত তরীকা প্রজ্ঞা সম্পন্ন নয়। কেননা এতে তারা মনঃক্ষুণ্ণ ও ক্ষুব্ধ হবে। তবে অন্যভাবে তাদের দাওয়াত দেওয়ায় বাধা নেই। আল্লাহ বলেন, 'তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর প্রজ্ঞা ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে এবং তাদের সাথে বিতর্ক কর সুন্দর পন্থায়। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক ভালভাবেই জানেন কে তার পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনি ভালভাবেই জানেন কে সুপথপ্রাপ্ত হয়েছে' *(নাহল ১৬/১২৫)*। উল্লেখ্য যে, কুরআনের আরবী মূল মুছহাফ তাদেরকে দেওয়া যাবে না। কেননা তা স্পর্শ করা মুশরিকদের জন্য জায়েয নয় *(ওয়াক্বি'আহ ৫৬/৭৯; ত্বাবারাণী, ছহীহুল জামে' হা/৭৭৮০)*।

প্রশ্ন (২৮/১০৮) : ছালাতরত অবস্থায় কারো মৃত্যু হওয়া সৌভাগ্যের মৃত্যু- একথার কোন ভিত্তি আছে কি?

-জান্নাত হোসাইন হৃদয়, ময়মনসিংহ।*

[শ্রেফ 'হোসাইন' নাম রাখুন (স.স.)]*

উত্তর : কেবল ছালাতেই নয় যেকোন ইবাদতরত অবস্থায় কারো মৃত্যু তার জন্য পরকালীন কল্যাণের বার্তা বহন করে। যেমন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন আল্লাহ কোন ব্যক্তির ভালো চান, তাকে মানুষের প্রিয়পাত্র করেন। কেউ রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র রাসূল! প্রিয়পাত্র করার অর্থ কী? রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'মৃত্যুর আগে তাকে ভালো কাজে লিপ্ত করেন এবং সে অবস্থায় তাকে মৃত্যু দান করেন' *(ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৩৪২; আহমাদ হা/১৭৮১৯; ছহীহাহ হা/১১১৪;*

ছহীহুল জামে' হা/৩০৫-৭)। অন্য হাদীছে এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যখন আল্লাহ কোন মানুষের কল্যাণ চান তাকে পবিত্র করেন। ছাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, কিভাবে বান্দাকে পবিত্র করা হয়, রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'তার মনে ভালো কাজের উদ্রেক ঘটিয়ে তাকে ভালো কাজে লিপ্ত করা হয় এবং সে অবস্থায় তার জান কবয করা হয় *(ত্বাবারাণী কাবীর হা/৭৯০০; ছহীহুল জামে' হা/৩০৬)*। এছাড়াও ইবাদতে লিপ্ত থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে সে অবস্থায় ক্বিয়ামতের দিন উত্থিত হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'প্রত্যেক বান্দা ক্বিয়ামতের দিন ঐ অবস্থায় উত্থিত হবে, যে অবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করেছে' *(মুসলিম হা/২৮৭৮)*। অতএব ছালাতরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা সৌভাগ্যের আলামত।

প্রশ্ন (২৯/১০৯) : এসির ঠাণ্ডায় অসুবিধা দেখিয়ে কিছু মুছল্লী মূল জামা'আতের সাথে ৬-৭ কাতার দূরত্ব রেখে মসজিদের বারান্দায় ছালাত আদায় করে। এভাবে কাতার ফাঁকা রেখে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-মোস্তাফীযুর রহমান, হাতেম খাঁ, রাজশাহী।

উত্তর : সামনে কাতারের জায়গা ফাঁকা রেখে পিছনে কাতার করা যাবে না। এটি রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের সুন্নাত বিরোধী। কাতারের সাথে কাতার মিলিয়ে ছালাত আদায় করার নির্দেশ দিয়ে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা (ছালাতের) কাতারসমূহে মিলে-মিশে দাঁড়াবে। এক কাতারকে অপর কাতারের নিকটে রাখবে' *(আবুদাঊদ হা/৬৬৭; মিশকাত হা/১০৯৩; ছহীহুত তারগীব হা/৪৯৪)*। বিদ্বানগণ ছালাত ও জামা'আত বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য কাতারের সাথে কাতারের ধারাবাহিকতাকে শর্ত হিসাবে গণ্য করেছেন *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২৩/৪০৭; উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ৪/২৯৭-৩০০)*। অপরদিকে মসজিদ কর্তৃপক্ষেরও উচিৎ হবে, এসির তাপমাত্রা এমন পর্যায়ে রাখা, যাতে সবধরনের মুছল্লীর জন্য তা সহনীয় হয়।

প্রশ্ন (৩০/১১০) : জনৈক ব্যক্তি ৫০ হাযার টাকায় গরু ক্রয় করে বিক্রির সময় ৮০ হাযার টাকা দিয়ে ক্রয় করেছে বলে ৯০ হাযার টাকায় বিক্রি করেছে। এক্ষণে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে বেশী দামে বিক্রি করার কারণে প্রাপ্ত পুরো টাকা হারাম হয়ে যাবে কি? না কেবল মিথ্যা বলার জন্য গুনাহগার হবে?

-ফাহীম, সিলোনিয়া, ফেণী।

উত্তর : মিথ্যা বলা মহাপাপ। ব্যবসা-বাণিজ্যে মিথ্যা বললে ও কোনরূপ প্রতারণার আশ্রয় নিলে আল্লাহ তা থেকে বরকত উঠিয়ে নেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত স্বাধীনতা রয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা পৃথক হয়। যদি তারা সত্য বলে ও সবকিছু খুলে বলে, তাহ'লে তাদের ব্যবসায়ে বরকত দেওয়া হবে। আর তারা যদি (দোষ-ত্রুটি) গোপন রাখে এবং মিথ্যা বলে, তাহ'লে তাদের দু'জনের ব্যবসায়ে বরকত রহিত করা হবে *(বুখারী হা/২০৭৯; মিশকাত হা/২৮০২)*। মিথ্যা শপথের মাধ্যমে পণ্য বিক্রয়কারীর সাথে আল্লাহ কথা বলবেন না, তাকে পবিত্র করবেন না, তার প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না এবং তাদের জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে *(মুসলিম হা/১০৬; মিশকাত হা/২৭৯৫)*। এক্ষণে মিথ্যার মাধ্যমে যা সে উপার্জন করেছে তা প্রতারণা হিসাবে গণ্য হবে। তার জন্য করণীয় হ'ল ক্রেতাকে মূল ক্রয়মূল্য জানিয়ে দেওয়া। এমতাবস্থায় ক্রেতার ব্যবসায়ের চুক্তি বাতিল করার অধিকার থাকবে। যদি এটা সম্ভব না হয় তাহ'লে প্রকৃত বাজারমূল্য যাচাই করে অতিরিক্ত লভ্যাংশ ক্রেতাকে ফেরত দিবে। আর ক্রেতার পরিচয় না মিললে অতিরিক্ত লভ্যাংশ তার নামে দান করে দিবে *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২৯/৩৬; ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৬/৩০৫; উছায়মীন, ৮/৩০২)*। অতএব মিথ্যা বলে অতিরিক্ত গৃহীত লভ্যাংশ গ্রহণ করা জায়েয হবে না।

প্রশ্ন (৩১/১১১) : আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় হলে কারেন্ট চালিত হিটার বা চুলা দিয়ে রান্না করা নিষিদ্ধ। উক্ত নিষেধ অমান্য করে রান্না করে খাওয়া জায়েয হবে কি?

-আবু আব্দুল্লাহ, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।

উত্তর : যেকোন প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ম যতক্ষণ শরী'আতবিরোধী বা যুলুম না হবে ততক্ষণ মেনে চলতে হবে। যেহেতু হলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিয়ম মেনে চলার শর্তে অবস্থান গ্রহণ করতে হয়, অতএব তাদের দেয়া বৈধ শর্তাবলী মেনে চলা যরূরী। রাসূল (ছাঃ) বলেন, মুসলিমগণ পরস্পরের মধ্যে যে শর্ত করবে, তা অবশ্যই পালন করতে হবে। কিন্তু যে শর্ত ও চুক্তি হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করবে তা জায়েয হবে না' *(আবূদাঊদ হা/৩৫৯৪; তিরমিযী হা/১৩৫২; মিশকাত হা/২৯২৩)*। অতএব প্রতিষ্ঠানের সম্পদ অন্যায়ভাবে ব্যবহার করা যাবে না।

প্রশ্ন (৩২/১১২) : পিতা-মাতা এবং স্বামীর আদেশ সাংঘর্ষিক হ'লে স্ত্রীর জন্য কার আদেশ মানা যরূরী?

-সাজিদ, সালথা, ফরিদপুর।

উত্তর : স্বামী এবং পিতা-মাতা উভয়ের আদেশ-নিষেধ মেনে চলা ওয়াজিব। তাই সাধ্যমত উভয়কে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করবে। এরপরেও যদি উভয়ের আদেশ-নিষেধের মাঝে চূড়ান্ত বৈপরিত্য দেখা দেয়, সেক্ষেত্রে সংসার জীবনে বৈষয়িক বিষয় সমূহে স্বামীর আদেশকে অগ্রগণ্য করতে হবে। কেননা বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত নারীরা পিতা-মাতার নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকে। কিন্তু বিবাহের পর তারা স্বামীর নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। সুতরাং সেসময় স্বামীর আদেশ-নিষেধ মান্য করাই তার জন্য অগ্রগণ্য হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমি যদি কাউকে কোন মানুষের সামনে সিজদা করার আদেশ দিতাম, তাহ'লে স্ত্রীকে তার স্বামীর সামনে সিজদা করতে বলতাম *(আবূদাঊদ হা/২১৪০; মিশকাত হা/৩২৫৫)*। তিনি বলেন, ক্বিয়ামতের দিন সর্বাধিক শাস্তিপ্রাপ্ত হবে দু'ধরনের মানুষ। তাদের একজন হ'ল, অবাধ্য স্ত্রী *(তিরমিযী হা/৩৫৯, সনদ ছহীহ)*। ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, 'বিবাহিত নারীর স্বামীই আনুগত্যের ক্ষেত্রে পিতা-মাতার উপর অগ্রগণ্য। তার জন্য স্বামীর আনুগত্য করা আবশ্যক *(মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৩২/২৬১)*। অন্যত্র তিনি বলেন, পিতা-মাতা বা অন্য কেউ আদেশ দিলেও স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ব্যতীত বাইরে বের হ'তে পারবে না। এই ব্যাপারে চার ইমামের ঐক্যমত রয়েছে *(মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৩২/২৬৩)*। অতএব পিতা-মাতা এবং

স্বামীর আদেশ সাংঘর্ষিক হ'লে স্ত্রী স্বামীর আদেশ মান্য করবে। যদি সেটি গোনাহের আদেশ না হয়।

প্রশ্ন (৩৩/১১৩) : স্বামী কি স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার ক্ষমতা প্রদান করতে পারে? সরকার কর্তৃক কাবিন নামায় স্ত্রীকে এই ক্ষমতা দিতে বাধ্য করা হ'লে করণীয় কী?

-আবু হুরায়রা ছিফাত, মান্দা, নওগা।

উত্তর : তালাক প্রদানের মূল অধিকার স্বামীর। আল্লাহ বলেন, হে নবী! যখন তোমরা স্ত্রীদের তালাক দাও, তখন তাদেরকে ইদ্দত অনুযায়ী তালাক দাও *(তালাক ৬৫/১)*। কিন্তু স্বামী তার স্ত্রীকে তালাকের অধিকার দিলে এবং সে তালাককে বেছে নিলে তা কার্যকর হয়ে যাবে *(মুগনী ৭/৪০৩; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ২০/১০-১২)*। যেমন রাসূল (ছাঃ) তার স্ত্রীদের পৃথক হয়ে যাওয়ার স্বাধীনতা দিয়েছিলেন, কিন্তু কেউ তা গ্রহণ করেননি *(সূরা আহযাব ২৮-৩০ আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য; বুখারী হা/১৪৭৮; মিশকাত হা/৩২৪৯)*। সুতরাং কাবিন নামায় স্ত্রীকে এই ক্ষমতা দেয়াতে কোন দোষ নেই। স্ত্রী চাইলে এই ক্ষমতা ব্যবহার করতেও পারে, নাও পারে।

প্রশ্ন (৩৪/১১৪) : ছালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করার পর 'আ'ঊযুবিল্লাহ' পাঠ করার কোন স্পষ্ট দলীল আছে কি?

-মারূফুর রহমান রিয়াদ, দারুশা, রাজশাহী।

উত্তর : তেলাওয়াতের শুরুতে তথা সূরা ফাতিহা পাঠের পূর্বে 'আ'ঊযুবিল্লাহ' পাঠ করা সুন্নাত। সে হিসাবে প্রথম রাক'আতে সূরা ফাতেহার পূর্বে আঊযুবিল্লাহ পড়তে হয়। আল্লাহ তা'আলা তেলাওয়াতের শুরুতে 'আ'ঊযুবিল্লাহ' পাঠ করার নির্দেশনা দিয়েছেন *(নাহল ১৬/৯৮)*। সূরা ফাতিহার পরে অন্য সূরার শুরুতে বা অন্য রাক'আতেও সূরা ফাতিহার শুরুতে 'আ'ঊযুবিল্লাহ' পাঠ করার প্রয়োজন নেই। কারণ পুরো ছালাত একটি ইবাদত *(বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ২৯/২২৩-২৫; উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৩/১১০; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৬/৩৮৪)*।

প্রশ্ন (৩৫/১১৫) : মুওয়াযযিন ফজরের ১৫ থেকে ৩০ মিনিট পূর্বে আযান দেন। এভাবে ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বে আযান দেওয়া জায়েয হবে কি?

-মাহবুবুর রহমান, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : কোন ছালাতের জন্য সময়ের পূর্বে আযান দেওয়া শরী'আত সম্মত নয়। কারণ আল্লাহ তা'আলা ছালাতের জন্য ওয়াক্ত নির্ধারণ করেছেন *(নিসা ৪/১০৩)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যখন ছালাতের সময় উপস্থিত হবে তখন একজন আযান দিবে আর তোমাদের মধ্যে যে বড় সে ইমামতি করবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬৮৩)*। অতএব সময়ের আগে ফজরের আযান দেওয়া যাবে না। তবে ফজরের পূর্বে সাহারী বা তাহাজ্জুদের জন্য আযান দেওয়া যাবে *(বুখারী হা/৬১৭; মুসলিম হা/১০৯২; মিশকাত হা/৬৮০)*। সেক্ষেত্রে ফজরের ছালাতের জন্য যথাসময়ে পুনরায় আযান দিতে হবে *(তুহফাতুল আহওয়াযী ১/৫১৫-১৬; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১০/৩৪১)*।

প্রশ্ন (৩৬/১১৬) : প্রাণীর ছবি খোদাই করা পাত্রে পানি খেলে উক্ত খাবার হারাম হয়ে যাবে কি?

-আলিয়া যায়েদ, দাউদকান্দি, কুমিল্লা।

উত্তর : প্রাণীর ছবিযুক্ত কোন পানপাত্র বা খাবারের পাত্র ব্যবহার করা অপসন্দনীয়। তবে হারাম নয় *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৭/২৮০; আবু ইসহাক আশ-শীরাযী, আল-মুহাযযাব ২/৪৭৮)*। কারণ আয়েশা (রাঃ)-এর পর্দায় ছবি থাকায় তা কেটে বিছানার কভার বানিয়ে তিনি তা ব্যবহার করেছিলেন *(বুখারী হা/৫৯৫৪)*। সালাফগণ মূলতঃ সেই সকল ছবি বা মূর্তি পরিত্যাজ্য মনে করতেন, যেগুলো সম্মান বা বিশেষ মর্যাদা দেয়ার উদ্দেশ্যে স্থাপন করা হয়। আর যেগুলো পদদলিত ও অসম্মানিত করা হয় সেগুলোকে দোষের মনে করতেন না *(বায়হাক্বী কুবরা, হা/১৪৫৮১; ইবনু হাজার, ফাৎহুল বারী ১০/৩৯২ পৃ.)*। তবে সন্দেহমুক্ত থাকার জন্য এসব পাত্র ব্যবহার না করাই সমীচীন।

প্রশ্ন (৩৭/১১৭) : নানীর মৃত্যুর দু'মাস পূর্বে আমার মা মারা যান। নানীর পূর্বে মা মারা যাওয়ায় আমরা কি নানীর সম্পত্তি পাব? বর্তমানে বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী আমরা পেয়েছি। এই সম্পত্তি নেওয়ায় আমরা গুনাহগার হব কি?

-হাসান, রায়পুর, লক্ষীপুর।

উত্তর : নানীর পূর্বে মা মারা গেলে এবং নানীর অন্যান্য ছেলে ও মেয়ে থাকলে মৃত মেয়ের সন্তানেরা ওয়ারিছ হবে না। সুতরাং উক্ত সম্পত্তি গ্রহণ করা ভুল হয়েছে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ, ফৎওয়া নং ১৯১৪৯, ১৬/৪৮৯ পৃ.)*। এমতাবস্থায় করণীয় হবে যে, ওয়ারিছদের থেকে সম্মতি নেওয়া। যদি তারা সম্মতি দেয়, তবে তা গ্রহণ করা যাবে। আর যদি সম্মতি না দেয়, তবে ওয়ারিছদেরকে তাদের সম্পদ ফেরত দিতে হবে *(শায়খ বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ-দারব ১৯/৪৩৭)*। উল্লেখ্য যে, দাদা-দাদী ও নানা-নানী বা অন্যান্য ওয়ারিছদের জন্য মুস্তাহাব হ'ল অসহায় নাতি-নাতনীর বা ভাতিজা-ভাতিজীর কল্যাণে মীরাছের সম্পদ থেকে তাদের জন্য অছিয়ত করা *(বাক্বারাহ ২/১৮০; ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৬/১৩৭; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ, ফাৎওয়া নং ১৫০৩১, ১৬/৩২২ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (৩৮/১১৮) : আল্লাহ তা'আলা জিব্রীল (আঃ)-কে জান্নাত দেখতে অনুমতি দিয়েছিলেন, তিনি তার ৬০০ পাখা দিয়েও ১০ ভাগের ১ ভাগও দেখতে পারেননি। এ ঘটনার সত্যতা জানতে চাই।

-আকরাম, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তর : উক্ত মর্মে কিছু গল্প শী'আ রাফেযীদের কিতাবে পাওয়া যায়। যাতে বলা হয়েছে, ৯০০ বছর সফর করেও জিব্রীল (আঃ) জান্নাতের সামান্যতম অংশ ঘুরে শেষ করতে পারেননি। এগুলো কোন হাদীছ নয় বা আছারও নয়। আমাদের জানা মতে কোন মুফাসসির বা ঐতিহাসিকও তাদের কিতাবে এমন কাহিনী বর্ণনা করেননি। তবে জান্নাতের প্রশস্ততা হ'ল আকাশ ও যমীন সমপরিমাণ। আল্লাহ বলেন, আর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে দ্রুত ধাবিত হও। যার প্রশস্ততা আসমান ও যমীন পরিব্যাপ্ত *(আলে ইমরান ৩/১৩৩)*। তিনি আরো বলেন, 'তোমরা প্রতিযোগিতা কর তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে। যার প্রশস্ততা আকাশ ও পৃথিবীর প্রশস্ততার ন্যায় *(হাদীদ ৫৭/২১)*। অত্র আয়াতদ্বয় থেকে জান্নাতের প্রশস্ততার বিষয়টি স্পষ্ট বুঝা যায়।

প্রশ্ন (৩৯/১১৯) : জনৈক বক্তা বলেন, নিয়মিত মেসওয়াককারী মুসলমান ৭০টি পুরস্কার পাবেন, তার মধ্যে ৭০ নং পুরস্কার হ'ল কালেমা সহ হাসিমুখে মৃত্যুবরণ। একথা কি সত্য?

-আব্দুল হাকীম, লালপুর, নাটোর।

উত্তর : উক্ত বর্ণনাটি কোন হাদীছ নয়। বরং জনৈক বিদ্বানের উক্তি *(মানাভী, আত-তাইসীর ১/৫৩০; মিরক্বাত ১/৩৯৫)*। এছাড়া কিছু হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে, মেসওয়াক করে ছালাত আদায় করা মেসওয়াকবিহীন সত্তর রাক'আত ছালাতের সমতুল্য *(বাযযার হা/১০৯; বায়হাক্বী, সুনানুছ ছাগীর হা/৮০)*। এগুলো সবই যঈফ এবং জাল *(যঈফুল জামে' হা/৩৫১৯, ৩১২৭, ৩১২৮; যঈফাহ হা/১৫০৩; যঈফুত তারগীব হা/১৪৮)*। অতএব যথাসম্ভব নিয়মিত মেসওয়াকে অভ্যস্ত হওয়া যরূরী।

প্রশ্ন (৪০/১২০) : হিন্দুদের ধর্মীয় উৎসব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে নিরাপত্তারক্ষী হিসাবে সেখানে দায়িত্ব পালন করা যাবে কি? এটা শিরকী কার্যক্রমে সহযোগিতার নামান্তর হবে কি?

-মুজাহিদুল ইসলাম, বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : মুসলিম দেশে বসবাসকারী অমুসলিমের জীবন, ধন-সম্পদ ও সম্মান রক্ষা করার দায়িত্ব মুসলিম সরকারের *(মুমতাহিনা ৬০/৮)*। সেক্ষেত্রে মুসলিম নিরাপত্তারক্ষীরা দায়িত্ব পালন করলে কোন দোষ নেই। এর উদ্দেশ্য তাদের শিরকী কাজে সহযোগিতা নয়, বরং রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে তাদের ধর্মপালনের অধিকার রক্ষা করা। তবে সাধ্যমত বেঁচে থাকার চেষ্টা করবে এবং সরকারেরও উচিৎ হবে এসব দায়িত্বে হিন্দু নিরাপত্তারক্ষী নিয়োগ করা।

(সম্পাদকীয়র বাকী অংশ)

ঐসব দেশে শক্তিশালী নির্বাচন কমিশন ও মজলিসে শূরা থাকা অপরিহার্য। যারা 'চেক এণ্ড ব্যাল্যান্সে'র কাজ করবে। সবকিছুর মূলে রয়েছে নেতৃত্ব চেয়ে নেওয়ার ও তা আদায় করে নেওয়ার হীন মানসিকতা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তুমি নেতৃত্ব চেয়ে নিয়োনা। কেননা যদি তোমাকে চাওয়ার মাধ্যমে সেটা দেওয়া হয়, তাহ'লে তোমাকে তার উপরেই সোপর্দ করা হবে (অর্থাৎ কোন সাহায্য করা হবেনা)। আর যদি তুমি না চেয়ে সেটা পাও, তাহ'লে তোমাকে সাহায্য করা হবে' *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৩৬৮০)*। তিনি বলেন, 'আল্লাহ্র কসম! আমরা শাসনকার্যের এই দায়িত্ব কাউকে দেইনা যে তা চেয়ে নেয় বা লোভ করে বা তার আকাংখা করে' *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৩৬৮৩)*। অথচ বর্তমানের মেয়াদ ভিত্তিক নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থায় এটা অপরিহার্য বিষয়। যেখানে মেয়াদ পূর্তির আগেই দু'হাতে লুটে-পুটে খাওয়ার মানসিকতা তৈরী হয়। যার ফলেই দেশে দেশে দিন দিন বেড়ে চলেছে চরম সামাজিক অস্থিরতা।

(৪) ন্যায়নিষ্ঠ নেতার প্রতি অনুগত থাকা। আল্লাহ বলেন, 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্র এবং আনুগত্য কর রাসূলের ও তোমাদের নেতৃবৃন্দের' *(নিসা ৪/৫৯)*। অতএব শাসকের সকল কাজে ভুল ধরা ও তাকে সৎ পরামর্শ না দিয়ে সর্বদা খোঁচা মারা কোন ভদ্র লোকের কাজ নয়। কারণ তাতে শাসক ক্ষুব্ধ হবেন ও দেশে অস্থিরতা বাড়বে। আর শাসকেরও কর্তব্য নয় অধীনস্তদের ছিদ্রান্বেষণ করা। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'শাসক যখন জনগণের ছিদ্রান্বেষণ করবে, তখন সে লোকদের ধ্বংস করবে' *(আবুদাঊদ হা/৪৮৮৯; মিশকাত হা/৩৭০৮)*। তিনি বলেন, 'তোমাদের মধ্যে অনেক শাসক হবে, যাদের কোন কাজ তোমরা ভাল মনে করবে, কোন কাজ তোমরা মন্দ মনে করবে। এক্ষণে যে ব্যক্তি ঐ মন্দ কাজের প্রতিবাদ করবে, সে দায়মুক্ত হবে। আর যে ব্যক্তি ঐ কাজকে অপসন্দ করবে, সে মন্দ পরিণাম থেকে নিরাপদ থাকবে। কিন্তু যে ব্যক্তি ঐ মন্দ কাজে সন্তুষ্ট থাকবে ও তার অনুসারী হবে। ছাহাবীগণ বললেন, তখন কি আমরা ঐ শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, না। যতক্ষণ তারা ছালাত আদায় করে (২ বার)'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'না, যতক্ষণ তারা তোমাদের মধ্যে ছালাত কায়েম রাখে (২ বার)' *(মুসলিম হা/১৮৫৪-৫৫ (৬৬)*।

(৫) সত্য ও ন্যায়ের উপর নেতার দৃঢ় থাকা। আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক আল্লাহ্র জন্য সাক্ষ্যদাতা হিসাবে, যদিও সেটি তোমাদের নিজেদের কিংবা তোমাদের পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধে যায়'... *(নিসা ৪/১৩৫)*। আয়াতটি যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের গ্রন্থাগারের প্রবেশদ্বারে ন্যায়বিচারের শ্রেষ্ঠ বাণী হিসাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে *(দৈনিক ইনকিলাব, ৬ই জানুয়ারী ২০ পৃ. ৬)*। সত্য ও ন্যায়ের উপর দৃঢ় থাকার বিষয়ে প্রথম খলীফা হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর দৃষ্টান্ত অনুসরণীয়। হে আল্লাহ! পৃথিবীকে শান্তিময় করার জন্য আমাদের সবাইকে যথাযোগ্য তাওফীক দান করুন- আমীন! *(স.স.)*।

শিক্ষক আবশ্যক

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, আরামনগর, জয়পুরহাট

হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষাবোর্ড-এর অধীনে পরিচালিত আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, জয়পুরহাট-এর বালক শাখার জন্য নিম্নোক্ত পদসমূহে শিক্ষক আবশ্যক। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও পাসপোর্ট সাইজের ২ কপি ছবি সহ পরিচালক বরাবর আবেদন করার শেষ তারিখ ১৫ই ডিসেম্বর'২১। বেতন-ভাতা আলোচনা সাপেক্ষে।

(১) প্রিন্সিপাল (১ জন)। যোগ্যতা : হাফেয + দাওরায়ে হাদীছ/কামিল।
(২) সহকারী শিক্ষক (আরবী) (১ জন)। যোগ্যতা : কামিল/সমমান।
(৩) সহকারী শিক্ষক (জেনারেল) (২ জন)। যোগ্যতা : অনার্স/সমমান।
(৪) অফিস সহকারী (১ জন)। যোগ্যতা : এইচএসসি/সমমান।

যোগাযোগ : ডা. আমীরুল ইসলাম শাহীন, পরিচালক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, আরামনগর, জয়পুরহাট। মোবাইল : ০১৭১৪-২১৯৪৯৬।

'সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ছায়েম ইফতার করবে' *(বুখারী হা/১৯৫৪)*। 'সর্বোত্তম আমল হ'ল আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা' *(আবূদাঊদ হা/৪২৬)*।

সাহারী ও ইফতার সহ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচী : ডিসেম্বর ২০২১-জানুয়ারী ২০২২ (ঢাকার জন্য)

খ্রিষ্টাব্দ	হিজরী	বঙ্গাব্দ	বার	ফজর	সূর্যোদয়	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
০১ ডিসেম্বর	২৫ রবীঃ আখের	১৬ অগ্রহায়ণ	বুধবার	০৫:০৪	০৬:২৪	১১:৪৭	০২:৫০	০৫:১১	০৬:৩১
০৩ ডিসেম্বর	২৭ রবীঃ আখের	১৮ অগ্রহায়ণ	শুক্রবার	০৫:০৬	০৬:২৫	১১:৪৮	০২:৫০	০৫:১১	০৬:৩১
০৫ ডিসেম্বর	২৯ রবীঃ আখেরঃ	২০ অগ্রহায়ণ	রবিবার	০৫:০৭	০৬:২৬	১১:৪৯	০২:৫১	০৫:১১	০৬:৩১
০৭ ডিসেম্বর	০২ জুমাঃ উলাঃ	২২ অগ্রহায়ণ	মঙ্গলবার	০৫:০৮	০৬:২৮	১১:৫০	০২:৫১	০৫:১২	০৬:৩২
০৯ ডিসেম্বর	০৪ জুমাঃ উলাঃ	২৪ অগ্রহায়ণ	বৃহস্পতি	০৫:০৯	০৬:২৯	১১:৫১	০২:৫২	০৫:১২	০৬:৩২
১১ ডিসেম্বর	০৬ জুমাঃ উলাঃ	২৬ অগ্রহায়ণ	শনিবার	০৫:১০	০৬:৩০	১১:৫২	০২:৫২	০৫:১৩	০৬:৩৩
১৩ ডিসেম্বর	০৮ জুমাঃ উলাঃ	২৮ অগ্রহায়ণ	সোমবার	০৫:১১	০৬:৩২	১১:৫৩	০২:৫৩	০৫:১৩	০৬:৩৪
১৫ ডিসেম্বর	১০ জুমাঃ উলাঃ	৩০ অগ্রহায়ণ	বুধবার	০৫:১৩	০৬:৩৩	১১:৫৪	০২:৫৪	০৫:১৪	০৬:৩৫
১৭ ডিসেম্বর	১২ জুমাঃ উলাঃ	০২ পৌষ	শুক্রবার	০৫:১৪	০৬:৩৪	১১:৫৫	০২:৫৫	০৫:১৫	০৬:৩৫
১৯ ডিসেম্বর	১৪ জুমাঃ উলাঃ	০৪ পৌষ	রবিবার	০৫:১৫	০৬:৩৫	১১:৫৬	০২:৫৬	০৫:১৬	০৬:৩৬
২১ ডিসেম্বর	১৬ জুমাঃ উলাঃ	০৬ পৌষ	মঙ্গলবার	০৫:১৬	০৬:৩৬	১১:৫৭	০২:৫৭	০৫:১৭	০৬:৩৭
২৩ ডিসেম্বর	১৮ জুমাঃ উলাঃ	০৮ পৌষ	বৃহস্পতি	০৫:১৭	০৬:৩৭	১১:৫৮	০২:৫৮	০৫:১৮	০৬:৩৮
২৫ ডিসেম্বর	২০ জুমাঃ উলাঃ	১০ পৌষ	শনিবার	০৫:১৮	০৬:৩৮	১১:৫৯	০২:৫৯	০৫:১৯	০৬:৩৯
২৭ ডিসেম্বর	২২ জুমাঃ উলাঃ	১২ পৌষ	সোমবার	০৫:১৯	০৬:৩৯	১২:০০	০৩:০০	০৫:২০	০৬:৪০
২৯ ডিসেম্বর	২৪ জুমাঃ উলাঃ	১৪ পৌষ	বুধবার	০৫:১৯	০৬:৩৯	১২:০০	০৩:০১	০৫:২১	০৬:৪২
৩১ ডিসেম্বর	২৬ জুমাঃ উলাঃ	১৬ পৌষ	শুক্রবার	০৫:২০	০৬:৪০	১২:০১	০৩:০২	০৫:২২	০৬:৪৩
০১ জানুয়ারী	২৭ জুমাঃ উলাঃ	১৭ পৌষ	শনিবার	০৫:২০	০৬:৪০	১২:০২	০৩:০৩	০৫:২৩	০৬:৪৩
০৩ জানুয়ারী	২৯ জুমাঃ উলাঃ	১৯ পৌষ	সোমবার	০৫:২১	০৬:৪১	১২:০৩	০৩:০৪	০৫:২৪	০৬:৪৫
০৫ জানুয়ারী	০১ জুমাঃ আখের	২১ পৌষ	বুধবার	০৫:২২	০৬:৪১	১২:০৪	০৩:০৫	০৫:২৬	০৬:৪৬
০৭ জানুয়ারী	০৩ জুমাঃ আখের	২৩ পৌষ	শুক্রবার	০৫:২২	০৬:৪২	১২:০৫	০৩:০৭	০৫:২৭	০৬:৪৭
০৯ জানুয়ারী	০৫ জুমাঃ আখের	২৫ পৌষ	রবিবার	০৫:২৩	০৬:৪২	১২:০৫	০৩:০৮	০৫:২৮	০৬:৪৮
১১ জানুয়ারী	০৭ জুমাঃ আখের	২৭ পৌষ	মঙ্গলবার	০৫:২৩	০৬:৪২	১২:০৬	০৩:০৯	০৫:৩০	০৬:৫০
১৩ জানুয়ারী	০৯ জুমাঃ আখের	২৯ পৌষ	বৃহস্পতি	০৫:২৩	০৬:৪২	১২:০৭	০৩:১০	০৫:৩১	০৬:৫১
১৫ জানুয়ারী	১১ জুমাঃ আখের	০১ মাঘ	শনিবার	০৫:২৩	০৬:৪২	১২:০৮	০৩:১২	০৫:৩৩	০৬:৫২

যেলা ভিত্তিক সময়সূচী [ঢাকার আগে (-) ও পরে (+)]

আরবী তারিখ চন্দ্রোদয়ের উপর নির্ভরশীল

ঢাকা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
নরসিংদী	−১	−২	−২	−২	−২
গাযীপুর	০	০	−১	−১	−১
শরীয়তপুর	−১	০	+১	−২	+১
নারায়ণগঞ্জ	−১	−১	০	০	−১
টাঙ্গাইল	+২	+২	+১	+১	+১
কিশোরগঞ্জ	−১	−২	−৩	−৩	−৩
মানিকগঞ্জ	+১	+১	+১	+১	+১
মুন্সিগঞ্জ	−১	−১	০	−১	−১
রাজবাড়ী	+৩	+৩	+৩	+৪	+৩
মাদারীপুর	০	০	+২	+২	+১
গোপালগঞ্জ	+১	+২	+৪	+৩	+৩
ফরিদপুর	+২	+২	+৩	+২	+২

ময়মনসিংহ বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
শেরপুর	+৩	+১	−১	−২	−১
ময়মনসিংহ	+১	০	−২	−২	−২
জামালপুর	+৩	+১	০	−১	০
নেত্রকোণা	০	−২	−৩	−৪	−৩

খুলনা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
যশোর	+৪	+৫	+৬	+৬	+৫
সাতক্ষীরা	+৩	+৫	+৭	+৭	+৬
মেহেরপুর	+৭	+৭	+৭	+৭	+৭
নড়াইল	+২	+৩	+৫	+৪	+৪
চুয়াডাঙ্গা	+৬	+৬	+৬	+৬	+৬
কুষ্টিয়া	+৫	+৫	+৫	+৪	+৫
মাগুরা	+৩	+৪	+৪	+৪	+৪
খুলনা	+২	+৩	+৫	+৫	+৪
বাগেরহাট	+১	+২	+৪	+৪	+৪
ঝিনাইদহ	+৪	+৫	+৫	+৫	+৫

বরিশাল বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
ঝালকাঠি	−১	০	+৩	+৩	+২
পটুয়াখালী	−২	০	+৩	+৩	+২
পিরোজপুর	০	+১	+৪	+৪	+৩
বরিশাল	−২	০	+২	+২	+১
ভোলা	−৩	−১	+১	+১	০
বরগুনা	−২	+১	+৪	+৪	+৩

রাজশাহী বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিরাজগঞ্জ	+৩	+৩	+২	+১	+২
পাবনা	+৫	+৪	+৪	+৪	+৪
বগুড়া	+৫	+৪	+২	+১	+২
রাজশাহী	+৮	+৭	+৬	+৫	+৬
নাটোর	+৬	+৫	+৫	+৪	+৪
জয়পুরহাট	+৭	+৫	+৩	+২	+৩
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+১০	+৯	+৭	+৬	+৭
নওগা	+৭	+৬	+৪	+৩	+৪

রংপুর বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
পঞ্চগড়	+১১	+৭	+৩	+২	+৩
দিনাজপুর	+৯	+৭	+৪	+৩	+৪
লালমণিরহাট	+৬	+৩	০	−১	০
নীলফামারী	+৯	+৬	+২	+১	+৩
গাইবান্ধা	+৫	+৩	+১	০	+১
ঠাকুরগাঁও	+১১	+৭	+৪	+৩	+৪
রংপুর	+৭	+৪	+১	০	+১
কুড়িগ্রাম	+৬	+৩	−১	−২	০

চট্টগাম বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
কুমিল্লা	−৪	−৩	−৩	−৩	−৩
ফেনী	−৫	−৪	−৩	−৩	−৩
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	−৩	−৩	−৩	−৪	−৩
রাঙ্গামাটি	−৯	−৭	−৫	−৫	−৬
নোয়াখালী	−৫	−৩	−১	−১	−২
চাঁদপুর	−২	−১	০	−১	−১
লক্ষ্মীপুর	−৩	−২	০	০	−১
চট্টগ্রাম	−৮	−৬	−৩	−৩	−৪
কক্সবাজার	−১০	−৭	−২	−১	−৩
খাগড়াছড়ি	−৮	−৭	−৫	−৬	−৬
বান্দরবান	−১০	−৮	−৫	−৪	−৫

সিলেট বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিলেট	−৫	−৬	−৮	−৯	−৮
মৌলভীবাযার	−৫	−৬	−৭	−৭	−৭
হবিগঞ্জ	−৪	−৪	−৫	−৬	−৫
সুনামগঞ্জ	−৩	−৪	−৬	−৭	−৬

সূত্রঃ বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ (www.bmd.gov.bd), মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com), গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Sciences, Karachi.

মাল ও মর্যাদার লোভ

পরিমার্জিত নতুন সংস্করণ

লেখক : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

অনলাইনে অর্ডার করুন

www.hadeethfoundationbd.com

বইটির গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়

- মাল ও মর্যাদার লোভ
- মাল ও মর্যাদার অধিক লোভ নিন্দনীয়
- নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব অর্জনের লোভ
- মাল ও মর্যাদা লোভীদের পরকালীন পরিণতি
- আখেরাত পিয়াসীদের দুনিয়াবী পুরস্কার
- মালের প্রতি লোভের ক্ষতিকর দিক সমূহ
- মর্যাদার প্রতি লোভের ক্ষতিকর দিক সমূহ

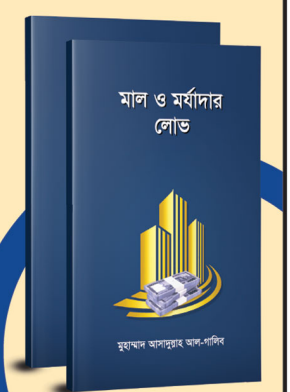

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী, মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০

ঢাকা অফিস : ২২০ বংশাল, মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১১

Reg. No. Raj-164, Monthly At-Tahreek, Vol. 25, Issue 3, December 2021

ভর্তি ফরম বিতরণ : ১লা ডিসেম্বর হ'তে ৩০শে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত।
ভর্তি পরীক্ষা : ১লা জানুয়ারী ২০২২, শনিবার, সকাল ৯-টা।

ক্লাস শুরু
৮ই জানুয়ারী
২০২২, শনিবার

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

মক্তব ও হিফয বিভাগ সহ ১ম শ্রেণী হ'তে ৯ম শ্রেণী পর্যন্ত

বালক ও বালিকা শাখা (আবাসিক/অনাবাসিক)

বৈশিষ্ট্য সমূহ

- মুহাদ্দেছীনের মাসলাক অনুসরণে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ব্যাখ্যা প্রদান।
- শিক্ষার্থীদেরকে ছহীহ আক্বীদা ও আমল শিক্ষা দান।
- উন্নতমানের শিক্ষা ব্যবস্থা। সকল বিষয়ে যোগ্য, দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক মণ্ডলী দ্বারা পাঠদান।
- বোর্ড পরীক্ষায় শতভাগ পাশ ও অধিক সংখ্যক জিপিএ-৫ প্রাপ্তি।
- মেধাবী ছাত্রদের জন্য ছানাবিয়াহ (আলিম) পাশের পর মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সুযোগ।
- প্রচলিত রাজনীতিমুক্ত মনোরম পরিবেশ।
- আবাসিক শিক্ষার্থীদের শিক্ষক মণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে পাঠদান।
- স্বাস্থ্যসম্মত খাবার ও সুন্দর আবাসিক ব্যবস্থা।
- নিজস্ব চিকিৎসকের মাধ্যমে সকল শিক্ষার্থীর সুচিকিৎসার ব্যবস্থা।
- নিয়মিত খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ও শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা।

শর্তাবলী

- প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা ও আচরণবিধি পুরোপুরি মেনে চলতে হবে।
- নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই ভর্তি হ'তে হবে।
- প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে নির্ধারিত বোর্ডিং, ব্যবস্থাপনা ও মাসিক বেতন পরিশোধ করতে হবে।

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী

নওদাপাড়া (আম চত্বর), পোঃ সপুরা, থানা : শাহ মখদুম, রাজশাহী। ফোন : ০২৫৮-৮৮৬২৬৭৮, ০১৭৩৫-৯৫৯০২৯, ০১৭২৩-৬৮৮৪৪৩

বৃ-কুষ্টিয়া দারুল হাদীছ সালাফিয়া তাহফীযুল কুরআন মাদ্রাসা ও ইয়াতীমখানা

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে শিক্ষাদান ও তদনুযায়ী আমল পূর্বক ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তি লাভ

বালক ও বালিকা শাখা (আবাসিক / অনাবাসিক)

বালক শাখা : মক্তব, হিফয ও কিতাব বিভাগে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত।
বালিকা শাখা : মক্তব, হিফয ও কিতাব বিভাগে ৩য় শ্রেণী পর্যন্ত।

শর্তাবলী

১. প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা ও আচরণবিধি পুরোপুরি মেনে চলতে হবে।
২. নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই ভর্তি হ'তে হবে।
৩. প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে নির্ধারিত বোর্ডিং ও ব্যবস্থাপনা ফি পরিশোধ করতে হবে।

ভর্তি সংক্রান্ত তথ্য

১. **ভর্তি ফরম বিতরণ :** ১লা-৩১শে ডিসেম্বর ২০২১।
২. **ভর্তি পরীক্ষা :** ২রা জানুয়ারী ২০২২।
৩. **ক্লাস শুরু :** ৯ই জানুয়ারী ২০২২।

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ

১. সকল বিষয়ে যোগ্য, দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক মণ্ডলী দ্বারা পাঠদান।
২. শিক্ষার্থীদের ছহীহ আক্বীদা ও আমল শিক্ষা দান।
৩. বোর্ড পরীক্ষার শতভাগ পাশ ও অধিক সংখ্যক জিপিএ-৫ প্রাপ্তি।
৪. আবাসিক শিক্ষার্থীদের শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা তত্ত্বাবধান।
৫. নিয়মিত খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ও শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা।
৬. মাদ্রাসার গ্রন্থাগারে বিভিন্ন বিষয় অধ্যয়নের সুব্যবস্থা।
৭. ছাত্রদের মেধা বিকাশের জন্য সাপ্তাহিক 'সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক' অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা।
৮. প্রত্যহ মাগরিব ছালাতের পর থেকে এশা পর্যন্ত নৈশ কোচিং-এর ব্যবস্থা।

যোগাযোগ : বৃ-কুষ্টিয়া, শাজাহানপুর, বগুড়া। বি-ব্লক ক্যান্টনমেন্ট হ'তে অর্ধ কিলোমিটার পূর্ব দিকে করতোয়া নদীর পূর্বপার্শ্বে।
মোবাইল : অফিস ০১৭৬৭-৩৩৫৫৮৯, মুহতামিম : ০১৭৩৬-৭৫৩৭৪০।